সূচিপত্র

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الإعتصام

রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘মুমিনের মৃত্যুর পর তার যে সকল আমল ও সৎকর্ম তার কাছে পৌঁছবে তা হল- ঐ ইলম, যা সে শিক্ষা দিয়েছে এবং প্রচার করেছে; নেক সন্তান, যাকে সে রেখে গেছে; কুরআনের কপি, যা সে ছেড়ে গেছে; মসজিদ, যা সে নির্মাণ করে গেছে; সরাইখানা যা সে পথিকদের জন্য তৈরি করে গেছে; পানির উৎস, যা সে চালু করে গেছে; ঐ দান, যা সে নিজের মাল থেকে নিজের জীবদ্দশায় সুস্থাবস্থায় দান করে গেছে। এ সকল কর্মের নেকী মৃত্যুর পর তার কাছে পৌঁছবে’ (ইবনু মাজাহ, হা/২৪২)।

● ৮ম বর্ষ ● ৩য় সংখ্যা ● জানুয়ারি ২০২৪

Web : www.al-itisam.com

প্রবন্ধ

- আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির রূপরেখা
- রেসিজম: ইসলাম ও পাশ্চাত্য বাস্তবতা
- শীতকালে মুমিনের করণীয়

MONTHLY AL-ITISAM
Chief Editor : **ABDUR RAZZAK BIN YOUSUF**
Published By : **AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH**
Printed By : Al-Itisam printing press
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi-6210
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840 E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

مجلة "الإعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلى الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة: ٨، جمادى الثانية و رجب ١٤٤٥هـ/ يناير ٢٠٢٤م العدد: ٣ ، الجزء: ٨٧
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن يوسف

প্রচ্ছদ পরিচিতি

বায়তুল হামদ জামে মসজিদ (নির্মাণাধীন), রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ : আধুনিক ঢাকার প্রাণকেন্দ্র পূর্বাচল সিটির অনতিদূরে, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী প্রদর্শনী কেন্দ্র থেকে ২.৫ কি.মি উত্তরে ২০০ শতাংশ (৬ বিঘা) জমির উপর দেশের অন্যতম বৃহত্তম মসজিদটির নির্মাণ কাজ চলমান। ২তলা বিশিষ্ট মসজিদটির প্রতি তলায় একসাথে ১০ হাজার মুসল্লি ছালাত আদায় করতে পাবেন। ইতোমধ্যে পাইলিং-এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে, অবশিষ্ট কাজ চলমান। মসজিদের প্রাক্কলিত ব্যায় ধরা হয়েছে ৩৫ কোটি টাকা।

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত
প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর সমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৭০১
নগদ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৬০০
নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)
বিকাশ নং- ০১৯০৪-১২২৫৪৬ (এজেন্ট)

পত্রিকা ও বই ফ্রি বিতরণ এবং দাঈ নিয়োগসহ বিভিন্ন দাওয়াহ কার্যক্রমের জন্য
আল-ইতিছাম দাওয়াহ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৮০২
নগদ নং- ০১৯৫৮-১৫৩৭২০ (মার্চেন্ট)

যাকাতের জন্য
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৪১৭
বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৯০৩
বিকাশ, নগদ ও রকেট নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৬৮ (পারসোনাল)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য
বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৩১৬
বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন | আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪৫ || ঈসায়ী ২০২৪ || বঙ্গীয় ১৪৩০

ইংরেজি মাস		আরবী মাস		বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১	জানুয়ারি	১৮	জুমা : আখেরাহ	সোমবার	৫.২০	৬.৪০	১২.০২	৩.০২	৫.২৩	৬.৪৩
০৫	"	২২	"	শুক্রবার	৫.২২	৬.৪১	১২.০৪	৩.০৫	৫.২৬	৬.৪৫
১০	"	২৭	"	বুধবার	৫.২৩	৬.৪২	১২.০৬	৩.০৮	৫.২৯	৬.৪৯
১৫	"	০২	রজব	সোমবার	২.২৩	৬.৪২	১২.০৮	৩.১১	৫.৩৩	৬.৫২
২০	"	০৭	"	শনিবার	৫.২৪	৬.৪২	১২.০৯	৩.১৫	৫.৩৬	৬.৫৫
২৫	"	১২	"	বৃহস্পতিবার	৫.২৩	৬.৪১	১২.১১	৩.১৮	৫.৪০	৬.৫৮
৩০	"	১৭	"	মঙ্গলবার	৫.২২	৬.৪০	১২.১২	৩.২১	৫.৪৩	৭.০১

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	+১	+১	০
নারায়ণগঞ্জ	০	০	০
নরসিংদী	-১	-১	-২
কিশোরগঞ্জ	০	০	-৩
টাঙ্গাইল	+৩	+৩	+১
ফরিদপুর	+২	+২	+৩
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩
মুন্সিগঞ্জ	-১	-১	০
গোপালগঞ্জ	+২	+১	+৪
মাদারীপুর	০	০	+২
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২
শরিয়তপুর	০	-১	+১

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	+২	+২	-২
শেরপুর	+৪	+৪	-১
জামালপুর	+৪	+৪	০
নেত্রকোনা	+১	+১	-৩

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-৭	-৮	-৩
কক্সবাজার			
খাগড়াছড়ি	-৭	-৮	-৪
রাঙ্গামাটি	-৮	-১০	-৪
বান্দরবান	-৯	-১০	-৪
কুমিল্লা	-৩	-৪	-২
নোয়াখালী	-৪	-৪	-১
লক্ষীপুর	-১	-১	০
চাঁদপুর	-১	-২	০
ফেনী	-৫	-৬	-২
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-২	-২	-৩

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৪	-৩	-৮
সুনামগঞ্জ	-২	-১	-৬
মৌলভীবাজার	-৪	-৪	-৬
হবিগঞ্জ	-৩	-৩	-৫

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৮	+৮	+৭
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+১০	+১০	+৮
নাটোর	+৭	+৭	+৫
পাবনা	+৫	+৫	+৫
সিরাজগঞ্জ	+৪	+৪	+২
বগুড়া	+৬	+৬	+২
নওগাঁ	+৮	+৮	+৫
জয়পুরহাট	+৮	+৮	+৪

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	+৮	+৮	+১
দিনাজপুর	+১০	+১১	+৪
গাইবান্ধা	+৬	+৬	+১
কুড়িগ্রাম	+৬	+৭	০
লালমনিরহাট	+৭	+৮	০
নীলফামারী	+১০	+১০	+৩
পঞ্চগড়	+১১	+১২	+৩
ঠাকুরগাঁও	+১১	+১২	+৪

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+২	+২	+৫
বাগেরহাট	+১	+১	+৫
সাতক্ষীরা	+৪	+৩	+৮
যশোর	+৪	+৪	+৬
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৭
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৬
কুষ্টিয়া	+৬	+৫	+৫
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৮
মাগুরা	+৪	+৪	+৫
নড়াইল	+৩	+৩	+৫

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	-১	-১	+২
পটুয়াখালী	-১	-২	+৩
পিরোজপুর	০	০	+৪
ঝালকাঠি	০	-১	+৩
ভোলা	-২	-৩	+১
বরগুনা	-১	-২	+৪

সূত্র : মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com)
গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

৮ম বর্ষ
৩য় সংখ্যা

জানুয়ারি ২০২৪
পৌষ-মাঘ ১৪৩০
জুমাদাল আখের-রজব ১৪৪৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

উপদেষ্টা
◆ শায়খ আব্দুল খালেক সালাফী
◆ শায়খ মুহাম্মাদ মোস্তফা মাদানী
◆ শায়খ মুহাম্মাদ ইউসুফ মাদানী

প্রধান সম্পাদক
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

সম্পাদক
মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

নির্বাহী সম্পাদক
আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

সহকারী সম্পাদক
হযরত আলী
হাসান আল-বান্না মাদানী
আব্দুল বারী বিন সোলায়মান
মো. আকরাম হোসেন

বিভাগীয় সম্পাদক
◆ তরিকুল ইসলাম ◆ আল আমিন
◆ আব্দুল কাদের

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মাহমূদ

সার্কুলেশন ম্যানেজার রাসেল আহমেদ

গ্রাফিক্স ও অঙ্গসজ্জা
আসিফ আহমেদ ও আব্দুল্লাহ আল মামুন

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ
০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী
০১৪০৭-০২১৮২২
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, দিনাজপুর
০১৮৪৩-৩৩৭০৬৮
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বরিশাল
০১৭২৩-০০৮৪৯১
জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে
বিকাশ পারসোনাল : ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫
বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২
সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা

হাদিয়া ৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

সূচিপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ দারসে হাদীছ
» মানুষের চারিত্রিক উৎকর্ষতায় ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের ভূমিকা ০৩
-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

◈ প্রবন্ধ
» কার সাথে পর্দা করবেন? (পর্ব-৪) ০৬
-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী
» বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত শিরক : ধরন ও প্রকৃতি ১০
-ড. মোহাম্মদ হেদায়াত উল্লাহ
» রেসিজম: ইসলাম ও পাশ্চাত্য বাস্তবতা ১২
-মুস্তফা মনজুর
» কুরআনের আলোকে হাদীছের অপরিহার্যতা (পর্ব-৬) ১৪
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক
» মসজিদের গুরুত্ব, ফযীলত ও আদব ১৬
-মাহবূবুর রহমান মাদানী
» তাফসীর করার মূলনীতি ১৮
-সাঈদুর রহমান
» কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ঈমানের আলো ও মুনাফেক্বীর অন্ধকার (পর্ব-৮) ২১
মূল : ড. সাঈদ ইবনু আলী ইবনু ওয়াহাফ আল-ক্বাহত্বানী রহিমাহুল্লাহ
অনুবাদ : হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন
» আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির রূপরেখা ২৩
-মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ
» শীতকালে মুমিনের করণীয় ২৬
-আব্দুল্লাহ আল-আমিন

◈ হারামাইনের মিম্বার থেকে
» বিজয় ও কর্তৃত্ব লাভের আমল এবং ফিলিস্তীনী জনগণকে সাহায্য করার আবশ্যকতা -অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ ২৮

◈ নারীদের পাতা
» নারীর রূপচর্চা ও ইসলামের নির্দেশনা ৩১
-নাজমুল হাসান সাকিব

◈ ইতিহাসের পাতা থেকে
» জেরুযালেম ও বায়তুল মুকাদ্দাস: ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা (পর্ব-৩) ৩৩
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

◈ জামি'আহ পাতা
» পরাজিত ঈমানের সমালোচনা নয়; সংশোধনের সুযোগ কাম্য ৩৬
-সুরাইয়া বিনতে মামুনুর রশীদ

◈ গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান
» আড়াই টাকা ৩৮
-মিফতাউল ইসলাম

◈ কবিতা ৪০
◈ সংবাদ ৪২
◈ সওয়াল-জওয়াব ৪৪

সার্বিক যোগাযোগ
প্রধান সম্পাদক
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী

সহকারী সম্পাদক: ০১৪০৭-০২১৮৩৮
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক: ০১৪০৭-০২১৮৩৯
সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০

www.al-itisam.com
youtube.com/c/alitisamtv
facebook.com/alitisam2016
monthlyalitisam@gmail.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

হরতালের বৈধতা : ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি

আল্লাহ তাআলা মানুষকে শ্রমসাধ্য করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ স্বভাবগতভাবে শ্রমনির্ভর সৃষ্টি। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি মানুষকে শ্রমসাধ্য করে সৃষ্টি করেছি' *(আল-বালাদ, ৯০/৪)*। ঋতুর বিচিত্রতা ও রাত-দিনের পরিবর্তন আল্লাহ তাআলার অমোঘ সৃষ্টির নিদর্শন। আল্লাহ তাআলা 'রাতকে বিশ্রামের আধার আর দিনকে জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্র বানিয়েছেন' *(আন-নাবা, ৭৮/১০-১১)*। এজন্য আল্লাহ তাআলা ছালাত শেষে মানুষকে জীবিকা অন্বেষণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাওয়ার আদেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'যখন ছালাত শেষ হয়, তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ তালাশ করো' *(আল-জুমআহ, ৬২/১০)*। জীবিকা উপার্জন ও বাকস্বাধীনতার ক্ষেত্র ইসলামে নিয়ন্ত্রিত। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলাম কল্যাণকর ও উত্তমপন্থা অবলম্বন করতে বলেছে। তাই হরতাল, অবরোধ, পিকেটিং, রাস্তাঘাট ও যানবাহনে বাধা ইত্যাদির বৈধতা ইসলাম দেয়নি। কারণ, হরতালে মানুষের স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হয়, তাদের অর্থ উপার্জন ও জীবিকার পথ বন্ধ হয়ে যায় এবং সমাজে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা যমীনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না' *(আল-বাক্বারা, ২/১১)*।

রাষ্ট্রের সম্পদ নষ্ট হলে, জনগণ ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে, জীবিকা নির্বাহের পথ বন্ধ হলে, দ্রব্যমূল্য ক্রয়ক্ষমতার বাইরে গেলে, রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অরক্ষিত হলে, মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ না হলে প্রতিবাদ জানানোর অনুমোদন ইসলামে দিয়েছে। ইসলাম সমাজতন্ত্রের বেড়াজালে, সামরিক শাসনের কঠোরতায় ও রাজতন্ত্রের এককেন্দ্রিকতায় সীমাবদ্ধ নয়; ইসলাম কল্যাণকর সার্বজনীন জীবনব্যবস্থা। ইসলাম মানুষকে তার অধিকার রক্ষা সুযোগ দিয়েছে। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায় সে শহীদ, যে তার দ্বীন রক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে সে শহীদ, নিজের জীবন রক্ষা করত গিয়ে মৃত্যুবরণ করে সে শহীদ, যে নিজের পরিবারকে রক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে সে শহীদ' *(তিরমিযী, হা/১৪২১)*। কিন্তু স্বৈরাশাসকের আক্রমণ বা নির্যাতনের প্রবল আশঙ্কা থাকলে এবং তাদের অপসারণ সম্ভবপর মনে না হলে আন্দোলন-সংগ্রাম করে সাধারণ মানুষের জীবনকে হুমকির মুখে ফেলা যাবে না। কেননা মানুষ হত্যা ও জানমালের ক্ষতি এবং আতঙ্ক সৃষ্টি ইসলামে জায়েয নয়।

এক্ষেত্রে ইসলামের বিকল্প ও সর্বোত্তম পথ হলো— আক্বীদা ও আমল সংশোধন করা, ঈমানী চেতনা ও দৃঢ়তায় সমৃদ্ধ হয়ে আল্লাহর ইবাদত ও সান্নিধ্যে আত্মনিয়োগ করা এবং ইসলামের বিধান ও আদর্শকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যদি জনপদবাসী ঈমান আনত এবং (আল্লাহ তাআলাকে) যথাযথ ভয় করত, তবে আমি তাদের উপর আকাশ ও যমীনের বরকতের (রিযিক্বের) দরজাসমূহ খুলে দিতাম' *(আল-আ'রাফ, ৭/৯৬)*।

ইসলামের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো বিপদমুক্তির জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা। বিপদ বা সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। রিযিক্ব উপার্জনের জন্য যথাযথ চেষ্টা করা। হাত গুটিয়ে বসে থাকার সুযোগ ইসলামে নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'মানুষ তাই পায় যার জন্য সে চেষ্টা করে' *(আন-নাজম, ৫৩/৩৯)*। মানুষ যদি অন্যায় হতে দেখে, যদি তার অর্থসম্পদ ও জীবিকা ধ্বংস হয়; যদি রাষ্ট্রের সম্পদ বিশেষ শ্রেণির হাতে চলে যায়, নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোর সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়; তবে এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য চেষ্টার অনুমোদন ইসলামে আছে। 'আল্লাহ তাআলা কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না; যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করে' *(আর-রা'দ, ১৩/১১)*।

উক্ত পরিবর্তনের চেষ্টার অন্যতম উপায় হচ্ছে সরাসরি রাষ্ট্রপ্রধানকে নাছীহা করা। পাশাপাশি বিভিন্ন বক্তব্য ও জুমআর খুৎবায় জনগণের সামনে সঠিক বিষয়টি তুলে ধরা। মুখ, কলম ও মিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে বৈধ উপায়ে জনগণের দাবি তুলে ধরা। তবে এ ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা যাবে না। মানুষের জানমালের যেন ক্ষতি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করা বা রক্তপাত ঘটানোর অনুমোদন ইসলামে নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো মুমিন-মুসলিমকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে সে চিরকাল অবস্থান করবে। আল্লাহ তার ওপর ক্রোধান্বিত হবেন, তাকে অভিশাপ দেবেন আর তিনি পরকালে তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত করে রাখবেন' *(আন-নিসা, ৪/৯২)*। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের ওপর অস্ত্র উঠাবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়' *(বুখারী, হা/৬৮৭৪)*।

হরতাল অনেক সময় ভয়াল রূপ ধারণ করে। হরতালের আগের রাত ও পরের দিনে জনগণ অতঙ্ক পড়তে পারে। অথচ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো মুসলিমের অন্য মুসলিমকে ভয় দেখানো বৈধ নয়' *(আবূ দাঊদ, হা/৫০০৪)*। এতে দেশ ও সম্পদের ক্ষতি সাধিত হয়। বিদায় হজ্জের ভাষণে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান একে অন্যের জন্য হারাম' *(বুখারী, হা/১৬৫২)*। হরতাল কোনো ইসলামিক আদর্শ নয়। হরতালে সর্বসাধারণের চলাচলের পথ নিরাপদ থাকে না। অথচ আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের চলাচলের পথকে নিরাপদ করার আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা ঈমানের একটি শাখা' *(মুসলিম, হা/৩৫)*।

অশান্তিপূর্ণ ও বেআইনী কাজকর্মের বৈধতা ইসলাম দেয় না। রাজনৈতিক অধিকার চর্চার নামে বারবার হরতালে জনগণ যদি মৌলিক অধিকার বঞ্চিত হয় বা তাদের দৈনিক আয়-রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যায়, সে হরতাল বৈধ হবে না। আল্লাহ আমাদের সকলকে বোঝার ও অনুধাবন করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন! *(স.)*

মানুষের চারিত্রিক উৎকর্ষতায় ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের ভূমিকা

*-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল**

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ»

ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ইসলাম পাঁচটি রুকন তথা মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত— এই সাক্ষ্য দেওয়া আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। ছালাত ক্বায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, আল্লাহর ঘরের হজ্জ করা এবং রামাযানের ছিয়াম পালন করা’।[১]

ব্যাখ্যা : প্রকৃতপক্ষে ইসলাম হচ্ছে সব সময় আল্লাহ তাআলা রাসূলগণকে যে আইনকানুন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তার অনুসরণ করা। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের কাছ থেকে কী চান, তারা তা জানার উপায় বুঝতে পেরেছিলেন। সুতরাং মূসা আলাইহিস সালাম-এর অনুসারীদের জন্য ইসলাম হলো, তাওরাতে যা আছে তার অনুসরণ করা। ঈসা আলাইহিস সালাম-এর অনুসারীদের জন্য ইসলাম হলো, তাঁর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অনুসরণ করা। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর অনুসারীদের জন্য ইসলাম হলো, তিনি যে প্রমাণ ও হেদায়াত নিয়ে এসেছিলেন তার অনুসরণ করা। এভাবে শেষ নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের মাধ্যমে দ্বীনের এ ধারা পরিপূর্ণতা লাভ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মের সন্ধান করবে, তা তার কাছ থেকে কবুল করা হবে না এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হবে’ *(আলে ইমরান, ৩/৮৫)*। অতএব, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর সকল মানুষের এই দ্বীনের অনুসরণ করা অপরিহার্য, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল বান্দার জন্য মনোনিত করেছেন।

যে দ্বীনের অনুসরণ আল্লাহ আমাদের উপর আবশ্যক করেছেন, তার বৈশিষ্ট্য হলো এটি একটি আন্তর্জাতিক জীবনবিধান, যার উপযোগিতা প্রত্যেক কাল ও স্থানে বিদ্যমান। এ দ্বীনের পদ্ধতি, বিধিবিধান ও নীতিমালা খুবই সুদৃঢ়। এই জন্যই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীছে ইসলামকে একটি সুদৃঢ় ভবনের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি পাঁচটি রুকনকে ইসলামের এমন দৃঢ় ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন, যার উপর ইসলামের মূল কাঠামো দণ্ডায়মান। উক্ত ভিত্তি ব্যতীত ইসলামের টিকে থাকা অসম্ভব। আর অপরাপর বিধিবিধান ইসলামের শোভাবর্ধনে সহায়ক। মোদ্দাকথা, এই হাদীছে ইসলামের ঐ সব রুকন সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, যার উপর ইসলামের বিশুদ্ধ কাঠামো স্থাপিত।

প্রথম রুকন : উক্ত আরকানের মধ্যে প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হলো, আল্লাহর একত্ব এবং মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালাতে সাক্ষ্য প্রদান করা। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত অর্থে উপাসনার যোগ্য কেউ নেই এবং মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাসূল— এ কথার স্বীকৃতি প্রদান করা। এটি দ্বীনের সেই মানদণ্ড যার মাধ্যমে বান্দা দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সে জান্নাতে নাঈমের অধিকারী হয়। কালেমার প্রথম অংশ ‘লা ইলাহা’ এর অর্থ হলো— অন্তরে স্বীকার করে মুখে উচ্চারণ করে এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কেউ উপাসনার যোগ্য নয় এবং তিনি বরকতময় ও মহান। সুতরাং আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্যের ইবাদত করা এবং তিনি ব্যতীত অন্যের নিকট কোনো কিছু চাওয়া ও ভরসা করা যাবে না। যখন কোনো ব্যক্তি কালেমাকে বিশ্বাস করে এবং এর দাবি অনুযায়ী সৎকর্ম করে, তখন আল্লাহ তাআলা মৃত্যুর সময় তাকে এই কালেমা পাঠ করার সুযোগ করে দেন এবং তার জিহ্বাকে স্থিরতা দান করেন, যাতে দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় এ বাক্য বলা তার জন্য সহজ হয়। কারণ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যার শেষ বাক্য হবে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই, তার জন্য জান্নাতে প্রবেশ অপরিহার্য’।[২] মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ হচ্ছে— এই বিশ্বাস করা যে, তিনি বিশ্বজগতের জন্য

* প্রভাষক (আরবী), বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বরিশাল।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬

২. আবূ দাঊদ, হা/৩১১৬; আহমাদ, হা/২২০৩৪।

রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন আর তিনি সকলের জন্য সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শনকারী। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, (হে রাসূল!) আপনি বলুন, হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের সকলের নিকট ঐ আল্লাহর রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি, যার হাতে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব রয়েছে; যিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি মানুষকে জীবিত করেন ও মৃত্যুদান করেন। অতএব, তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর ঐ রাসূল ও নিরক্ষর নবীর প্রতি ঈমান আনো, যিনি আল্লাহ ও তাঁর বাণীকে বিশ্বাস করেন এবং তোমরা তাঁরই অনুসরণ করো যাতে হেদায়াত পেতে পারো' *(আল-আ'রাফ, ৭/১৫৮)*। এই সাক্ষ্যদানের দাবি হলো এই বিশ্বাস করা যে, তাঁর শরীআত পূর্ববর্তী ধর্মসমূহের রহিতকারী। এই জন্য আল্লাহর রাসূল (যার হাতে তাঁর আত্মা, সে সত্তার শপথ করে) বলেন, এই উম্মতের যে ব্যক্তি আমার সম্পর্কে শুনবে; সে ইয়াহূদী হোক বা খ্রিষ্টান হোক অতঃপর আমাকে যে বিধান দেওয়া হয়েছে তার প্রতি ঈমান আনবে না এবং সে অবস্থায় মারা যাবে সে অবশ্যই জাহান্নামে যবে'।[৩] হাদীছের এই বাক্য থেকে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে নবী হিসেবে অবিশ্বাস করবে এবং তাঁর দ্বীনকে অনুসরণ করবে না, সে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং আল্লাহ তাআলার নিকট তার কোনো ইবাদত কবুল হবে না। সে কোনো রহিত ধর্ম কিংবা বিকৃত ধর্মের অনুসারী হোক বা কোনো ধর্মে বিশ্বাসী নয় এমন হোক, তার মনে রাখতে হবে পরকালে ইসলাম ব্যতীত অন্য বিধান অনুসারীর মুক্তি নাই। সর্বোত্তম মানুষের অনুসরণ ব্যতীত পরকালে মুক্তি পাওয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুটি বিষয়ের সাক্ষ্যদানকে একটি স্তম্ভ বানিয়ে এ ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, উভয়টির সমন্বয়ে একটি রুকন। এরা একে অপরের পরিপূরক; কেউ কারও থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ইবাদতের মৌলিক উদ্দেশ্যের বিবেচনায় ইবাদত শুধু দুটি বিষয়ের মাধ্যে সীমাবদ্ধ। একটি হলো আল্লাহর প্রতি গভীর ভক্তির সাথে তাঁর একত্বকে বিশ্বাস ও স্বীকার করা যাকে 'আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই' সাক্ষ্যদানের এই বাক্যটি শামিল করে। আর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি সাক্ষ্যদানের দাবি হলো তাঁর একনিষ্ঠ অনুসরণ করা।

দ্বিতীয় রুকন : বান্দার উপর দ্বিতীয় ফরয রুকন হলো ছালাত, যা বান্দা ও তাঁর পালনকর্তার মধ্যে গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে। ছালাত আল্লাহর সাথে সংলাপের আধ্যাত্মিক মাধ্যম, যা তাঁর আলোর জন্য তৃষ্ণার্ত আত্মার তৃষ্ণা মিটায় এবং হৃদয়কে আলোকিত ও বক্ষকে উন্মুক্ত করে।

ইসলামে ছালাতের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ছালাত ইসলামের দ্বিতীয় রুকন। ক্বিয়ামতের দিন প্রথম ছালাতের হিসাব নেওয়া হবে।[৪] আল্লাহ তাআলা সর্বোচ্চ স্থান আরশে মুআল্লায় তাঁর নবীর উপর ছালাত ফরয করেছেন; যেখানে মানুষ হিসেবে তাঁর প্রথম যাত্রা ছিল। সর্বাধিক সম্মানিত রাত ইসরায় সপ্তম আকাশে ছালাত ফরয হওয়ার ইলাহী আদেশ আসে।[৫] ফলে শান্তি, যুদ্ধ, সুস্থতা, অসুস্থতা এক কথায় সর্বাবস্থায় ছালাত আদায়ের বাধ্যবাধ্যকতার ইলাহী হুকুম মুসলিমদের উপর অবতীর্ণ হয়।[৬] বিবেক লোপ পাওয়া ব্যতীত এর আবশ্যকতা রহিত হবে না।

এমনিভাবে এটি এমন গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যা একজন মুসলিম ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু বর্ণিত হাদীছ এর উজ্জ্বল প্রমাণ। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'একজন মানুষ এবং শিরক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো ছালাত বর্জন করা'।[৭]

তৃতীয় রুকন : তৃতীয় রুকন যাকাত, এটি এমন একটি আর্থিক ইবাদত, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার আত্মাকে কার্পণ্য থেকে এবং আমলনামাকে পাপ থেকে পবিত্র করার জন্য একে ফরয করেছেন। মানুষের অন্তর ও সম্পদ পবিত্র করার মাধ্যম কেনইবা যাকাত হবে না? যেখানে আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে কারীমে বলেছেন, 'তাদের ধনসম্পদ থেকে ছাদাক্বা গ্রহণ করো, যা তাদেরকে পবিত্র ও কলুষমুক্ত করে' *(আত-তওবা, ৯/১০৩)*। যাকাত ফরযের আরও কিছু

৩. ছহীহ বুখারী, হা/১৫৩

৪. ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৩৭৬
৫. ছহীহ বুখারী, হা/৩৫৭০; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬২
৬. ছহীহ বুখারী, হা/১৪৯৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১৯
৭. ছহীহ মুসলিম, হা/৮২

উদ্দেশ্য হলো— সৃষ্টির প্রতি দয়া, তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা, তাদের প্রয়োজন মিটানো এবং ভিক্ষাবৃত্তির লাঞ্ছনা থেকে তাদের মুক্ত করা।

পক্ষান্তরে, মানুষ যদি তাদের সম্পদের যাকাত আদায় না করে, তবে পৃথিবীর বরকত কমে যাবে। পৃথিবীর অর্থনৈতিক ভারসম্য ব্যাহত হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে জনজীবন বিপর্যাস্ত হবে। বুরায়দা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মানুষ যখন যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকবে, তখন আকাশ থেকে পৃথিবীতে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ হয়ে যাবে'।[৮] আর যারা যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকবে, আখেরাতে তারা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সতর্ক করে বলেছেন, 'নিজ অনুগ্রহ হতে আল্লাহ তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, তারা যেন ধারণা না করে যে, তা তাদের জন্য কল্যাণকর, বরং তা তাদের জন্য (খুবই) অকল্যাণকর, তারা যাতে কৃপণতা করেছে, সত্বর ক্বিয়ামতের দিন তারই বেড়ি তাদের গলায় পরিয়ে দেওয়া হবে' *(আলে ইমরান, ৩/১৮০)*। আল্লাহ তাআলার বাণী, 'যারা স্বর্ণ ও রূপা মজুদ করে রাখে এবং আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও' *(আত-তওবা, ৯/৩৪)*। এর ব্যাখ্যায় আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সোনা-রূপার মালিক যেসব লোক এসবের হক্ব (যাকাত) আদায় করে না, ক্বিয়ামতের দিন ঐ সোনা-রূপা দিয়ে তার জন্য আগুনের অনেক পাত তৈরি করা হবে, অতঃপর তা জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে। অতঃপর তা দিয়ে তার পার্শ্বদেশ, কপাল ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। যখনই ঠান্ডা হয়ে আসবে পুনরায় তা উত্তপ্ত করা হবে। এরূপ করা হবে এমন একদিন যার পরিমাণ হবে ৫০ হাজার বছরের সমান। আর তার এরূপ শাস্তি লোকদের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলমান থাকবে। অতঃপর তাদের কেউ জান্নাতে যাবে আর কেউ যাবে জাহান্নামে'।[৯] আল্লাহর পক্ষ থেকে তার উপর শাস্তি হবে ঐ ধনসম্পদের কারণে— যে ধনসম্পদে সে মানুষের উপর কার্পণ্য করেছিল।

চতুর্থ রুকন : রামযানের ছিয়াম হলো ইসলামের একটি মহান পর্ব। যেখানে একজন মুসলিম তার ঈমানকে পরিমার্জিত এবং আল্লাহর সাথে তার অঙ্গীকারকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে। ছিয়াম একজন মুমিনের জন্য এমন এক শক্তিশালী ইলাহী পথেয়, যা রামাযানের পর আনুগত্যের পথে চলার জন্য তার উৎসাহকে তীক্ষ্ণ করে। রামাযানের বেশ কতগুলো ফযীলত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং ছওয়াব আশায় ছিয়াম পালন করবে, তার অতীতের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে'।[১০] ছিয়াম পালনকারীর উক্ত ফযীলত থেকে ছিয়ামের ছওয়াব কোনো সংখ্যায় সীমাবদ্ধ করা যাবে না। কারণ আল্লাহ তাআলা ছিয়ামের প্রতিদান নির্ধারিত করে দেননি; বরং তিনি এর প্রতিদান নিজ হাতে দান করবেন।

পঞ্চম রুকন : পঞ্চম রুকন হজ্জ, এটি হলো আল্লাহর পবিত্র গৃহের হজ্জ পালন। হিজরতের নবম বছরে হজ্জ ফরয হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আল্লাহর উদ্দেশ্যে মানুষের মধ্যে ঐ ব্যক্তির উপর বায়তুল্লাহর হজ্জ পালন করা ফরয, যে সেখানে পৌঁছাতে সক্ষম' *(আলে ইমরান, ৩/৯৭)*। আত্মার পবিত্রতা এবং আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বের উপর মানুষকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে হজ্জ ফরয করা হয়েছেন। পাশাপাশি এটি গুনাহ মাফের একটি দুর্দান্ত সুযোগ। 'যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ঘরের হজ্জ করে অতঃপর অশ্লীল কাজ করে না এবং পাপাচারে লিপ্ত হয় না, সে সেই দিনের মতো পবিত্র হয়, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল'।[১১]

উক্ত পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের মহান কাঠামো প্রতিষ্ঠিত। রুকনগুলোর শিক্ষা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে আদর্শবান, নৈতিক ও আল্লাহভীরু হতে সাহায্য করবে। একটি কল্যাণকামী ও জনদরদী সমাজব্যবস্থা এবং উদার ও উন্নত রাষ্ট্রকাঠামো বিনির্মাণে রুকনগুলো চর্চার বিকল্প নেই। আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের যা পছন্দ করেন তা করার তাওফীক্ব দান করেন। তিনি আমাদের দুনিয়াসক্তি ও কদর্য অবস্থার সংস্কার করে উত্তম নৈতিক চরিত্রে সমৃদ্ধ জীবন গড়ার তাওফীক্ব দেন- আমীন!

৮. ইবনু মাজাহ, হা/৪০১৯
৯. ছহীহ বুখারী, হা/২৩৭১; ছহীহ মুসলিম, হা/৯৮৭
১০. ছহীহ বুখারী, হা/২০১৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৬০
১১. ছহীহ বুখারী, হা/১৫২১; ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৫০

কার সাথে পর্দা করবেন?

*-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী**

(পর্ব-৪)

(গ) দুধপানসূত্রে স্থায়ী মাহরাম নারীগণের বিবরণ:
বংশীয় কারণে বা রক্ত সম্পর্কীয় কারণে যেসব নারী মাহরাম হয়, দুধ সম্পর্কীয় কারণে তারাই মাহরাম হয়। দুধ সম্পর্কের কারণে মাহরাম নারীগণ বংশীয় কারণে মাহরাম নারীগণের ন্যায়। কারণ দুধপানের বিষয়টি দুধপানকারীকে দুধদানকারিণী মায়ের সাথে এমন সম্পর্ক তৈরি করে দেয়, যা তার জন্মদাত্রী মায়ের সম্পর্কের মতোই। সেজন্যই মহান আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ '(তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে) তোমাদের সেসব মাকে, যারা তোমাদেরকে দুধপান করিয়েছেন এবং (তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে) তোমাদের দুধবোনদেরকে' *(আন-নিসা, ৪/২৩)*। এ আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে ইমাম কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, فَإِذَا أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةُ طِفْلًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا أُمُّهُ وَبِنْتُهَا لِأَنَّهَا أُخْتُهُ وَأُخْتُهَا لِأَنَّهَا خَالَتُهُ وَأُمُّهَا لِأَنَّهَا جَدَّتُهُ وَبِنْتُ زَوْجِهَا صَاحِبُ اللَّبَنِ لِأَنَّهَا أُخْتُهُ وَأُخْتُهُ لِأَنَّهَا عَمَّتُهُ وَأُمُّهُ لِأَنَّهَا جَدَّتُهُ وَبَنَاتُ بَنِيهَا وَبَنَاتِهَا لِأَنَّهُنَّ بَنَاتُ إِخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ 'কোনো মহিলা যখন কোনো শিশুকে দুধপান করান, তখন তিনি তার জন্য (বিবাহে) হারাম হয়ে যান। কেননা তিনি তার মা। ঐ মহিলার মেয়ে হারাম হয়ে যায়। কেননা সে তার বোন। উক্ত মহিলার বোন হারাম হয়ে যান। কেননা তিনি তার খালা। তাঁর মা হারাম হয়ে যান। কেননা তিনি তার নানী। উক্ত মহিলার স্বামীর (অন্য স্ত্রীর) মেয়ে হারাম হয়ে যায়। কেননা সে তার বোন। উক্ত মহিলার স্বামীর বোন হারাম হয়ে যান। কেননা তিনি তার ফুফু। উক্ত মহিলার স্বামীর মা হারাম হয়ে যান। কেননা তিনি তার দাদী। উক্ত মহিলার ছেলের মেয়ে এবং মেয়ের মেয়ে (নাতনী) হারাম হয়ে যায়। কেননা তারা তার ভাইয়ের মেয়ে ও বোনের মেয়ে (ভাগনি)'।[১]

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম হামযা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর মেয়ে সম্পর্কে বলেন, لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ 'তিনি আমার জন্য হালাল নন। **বংশীয় কারণে যারা হারাম হয়, দুধপানের কারণেও তারা হারাম হয়**। তিনি তো আমার দুধভাইয়ের মেয়ে'।[২] অপর এক বর্ণনায় এসেছে, أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أُرَاهُ فُلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ نَعَمِ الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ 'নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম (একদিন) তাঁর নিকট ছিলেন। তখন তিনি জনৈক ব্যক্তির হাফছা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা-এর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাওয়ার আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ ব্যক্তি একজন পুরুষ মানুষ, যিনি আপনার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছেন। তখন নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার মনে হয়, সে হাফছার অমুক দুধচাচা। তখন আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বললেন, আচ্ছা আমার অমুক দুধচাচা যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে কি তিনি আমার ঘরে প্রবেশ করতে পারতেন? জবাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, **হ্যাঁ, পারতেন। কেননা, জন্মসূত্রে যা হারাম হয়, দুধপানসূত্রেও তা হারাম হয়ে যায়**'।[৩] অন্য একটি হাদীছে এসেছে, আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পর আবুল কুআইসের ভাই আফলাহ তাঁর গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। আবুল কুআইস ছিলেন আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা-এর দুধবাপ। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে অনুমতি না নিয়ে আফলাহকে অনুমতি দেব না। কেননা আবুল কুআইস আমাকে দুধপান করাননি; বরং আমাকে দুধপান করিয়েছেন তাঁর স্ত্রী। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন (আমার ঘরে) প্রবেশ করলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবুল কুআইসের ভাই আফলাহ আমার গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছেন। কিন্তু আপনার অনুমতি না নেওয়া পর্যন্ত আমি তাঁকে অনুমতি দিতে অপছন্দ করেছি। তিনি বলেন, অতঃপর নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ائْذَنِي لَهُ **'তাঁকে তুমি অনুমতি দাও'**। উরওয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সেজন্যই আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলতেন, حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ। **'বংশগত কারণে যাদেরকে তোমরা (বিবাহে) হারাম মনে করো, দুধপানসূত্রেও তোমরা তাদেরকে হারাম গণ্য করো'**।[৪]

ইবনু কুদামা বলেন, وَأَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْأُمَّةِ عَلَى التَّحْرِيمِ بِالرَّضَاعِ 'উলামায়ে কেরামের ইজমা হয়েছে যে, দুধপান দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হয়'।[৫] সেজন্য তাদের নিকট দুধপান সম্পর্কিত সূত্র হচ্ছে, كُلُّ مَا تَحْرُمُ الْمَرْأَةُ بِسَبَبِهِ قَرَابَةً وَمُصَاهَرَةً، تَحْرُمُ رَضَاعًا 'বংশ এবং বিবাহ যেকোনো কারণে যে নারী হারাম হয়, দুধপানের কারণেও সে নারী হারাম হয়'।[৬]

---

* বি. এ. (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এম. এ. এবং এম.ফিল., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. তাফসীর কুরতুবী, ৫/১০৯।
২. ছহীহ বুখারী, হা/২৬৪৫।
৩. ছহীহ বুখারী, হা/৫০৯৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৪৪।
৪. ছহীহ বুখারী, হা/৬১৫৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৪৫।
৫. আল-মুগনী, ৮/১৭১।
৬. মুহাম্মাদ সাঈদ রসলান, আল-মুহাররামাত মিনান নিসা, পৃ. ৫০।

দুধপানসূত্রে হারাম সাব্যস্ত হয় কীভাবে?

ধরে নিচ্ছি, যায়েদ ও খাদীজা অপরিচিত দু'জন মানুষ। যায়েদ এক পরিবারের আর খাদীজা ভিন্ন আরেক পরিবারের। যায়েদকে খাদীজা নির্ধারিত পরিমাণ ও নির্দিষ্ট বয়সে দুধ পান করালো। এখন যায়েদের পরিবারের সাথে এই দুধপানের কোনো সম্পর্ক নেই; বিষয়টি কেবলই যায়েদের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ ঐ দুধপানের প্রভাব কেবল যায়েদ এবং খাদীজার পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। দুধপানকারী যায়েদ দুধদানকারিণী খাদীজার পরিবারে ঢুকে যাবে। কারণ যখন খাদীজা যায়েদকে দুধপান করিয়েছে, তখন সে তার মা হয়ে গেছে। এখন যায়েদের উপর তাই হারাম হবে, যা খাদীজার পেটের ছেলের উপর হারাম হয়। ফলে এই যায়েদ খাদীজার ছেলে হয়ে যাবে, খাদীজার স্বামী যায়েদের পিতা হয়ে যাবে, খাদীজার সন্তানেরা তার ভাই-বোন হয়ে যাবে, খাদীজার বোনেরা তার খালা হয়ে যাবে, খাদীজার স্বামীর বোনেরা তার ফুফু হয়ে যাবে, এভাবে খাদীজার অন্যান্য আত্মীয়ের সাথেও যায়েদের সম্পর্ক তৈরি হবে। ভাবখানা এমন যে, খাদীজা যায়েদকে প্রসব করেছে এবং যায়েদ এই পরিবারের জন্য এমনভাবে হারাম হয়ে গেছে, যেন সে খাদীজার একজন সন্তান।[৭]

উল্লেখ্য, দুধপানসূত্রে কেউ হারাম হওয়ার জন্য কিছু বিশেষ শর্ত ও নিয়মকানুন রয়েছে, যার আলোচনা সামনে আসছে ইনশা-আল্লাহ।

যাহোক, দুধপান সম্পর্কীয় মাহরাম নারীগণ ৮ প্রকারের। তাদের ৪ প্রকার বংশীয় কারণে এবং অপর ৪ প্রকার বৈবাহিক কারণে মাহরাম হয়। নিচে তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো—

প্রথম প্রকার: দুধপানের দিক থেকে দুধপানকারীর মূলগত মাহরাম

অর্থাৎ দুধপানকারী ব্যক্তির দুধমা, দুধনানী, দুধদাদী এভাবে যত উপরে উঠুক সবাই তার জন্য (বিবাহের ক্ষেত্রে) হারাম। কারণ তারা সবাই তার দুধমা।

দ্বিতীয় প্রকার: দুধপানের দিক থেকে দুধপানকারীর শাখাগত মাহরাম

অর্থাৎ দুধপানকারী ব্যক্তির দুধমেয়ে, দুধনাতনী এভাবে যত নিচে নামুক সবাই তার জন্য (বিবাহের ক্ষেত্রে) হারাম। অতএব, যে মেয়ে কোনো পুরুষের স্ত্রীর দুধপান করল, সেই পুরুষ ঐ মেয়ের পিতা হয়ে গেল। সেজন্য ঐ মেয়েটি ঐ পুরুষ লোকটির জন্য হারাম হয়ে গেল। কেননা মেয়েটি তার দুধমেয়ে। এখানে দুধমেয়ে বলতে, দুধমেয়ে, দুধমেয়ের মেয়ে, দুধছেলের মেয়ে এভাবে যতই নিচে যাক, সবাই উদ্দেশ্য।

তৃতীয় প্রকার: দুধপানের দিক থেকে দুধপানকারীর দুধপিতা-মাতার জন্মদান সম্বন্ধীয় মাহরাম

অর্থাৎ দুধপানকারী ব্যক্তির দুধবোন, দুধভাই ও দুধবোনের মেয়ে (দুধভাগনি) এভাবে যত নিচে নামুক সবাই তার জন্য (বিবাহের ক্ষেত্রে) হারাম। অতএব, যে ব্যক্তি কোনো মহিলার দুধপান করবে, সে ঐ মহিলার সন্তানদের ভাই হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, দুধবোন হওয়ার জন্য একই সময়ে দুধপান করা শর্ত নয়, যেমনটি অনেকের মধ্যে ধারণা আছে। বরং সময়ের বিস্তর ব্যবধান থাকলেও একই মায়ের দুধপান করলে ছেলে-মেয়ে উভয়ে পরস্পর দুধভাই-দুধবোন হিসেবে গণ্য হবে।

চতুর্থ প্রকার: দুধপানের দিক থেকে দুধপানকারীর দুধদাদা-দাদীর জন্মদান সম্বন্ধীয় মাহরাম

অর্থাৎ দুধপানকারীর দুধফুফু, দুধখালা। তাদেরকে বিয়ে করা তেমন হারাম, যেমন তার বংশীয় ফুফু ও খালাকে বিয়ে করা হারাম। আরো সহজ করে বলা যায়, যে মহিলা আপনাকে দুধপান করিয়েছেন, তার বোন আপনার দুধখালা। তিনি আপনার জন্য চিরকাল হারাম। অনুরূপভাবে আপনার দুধমায়ের স্বামীর বোন আপনার দুধফুফু।

উক্ত ৪ প্রকার নারী দুধপানের দিক থেকে বংশীয় কারণে হারাম হয়।

পঞ্চম প্রকার: দুধপানের দিক থেকে ব্যক্তির স্ত্রীর মূলগত মাহরাম

অর্থাৎ ব্যক্তির স্ত্রীর দুধমা, স্ত্রীর দুধনানী, স্ত্রীর দুধদাদী এভাবে যত উপরে উঠুক-না কেন, তারা সবাই এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। বিয়ে করার কারণেই কিন্তু বিবাহিত ব্যক্তির সাথে তার স্ত্রীর দুধমা, স্ত্রীর দুধনানী, স্ত্রীর দুধদাদীর উক্ত সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে।

ষষ্ঠ প্রকার: দুধপানের দিক থেকে ব্যক্তির স্ত্রীর শাখাগত মাহরাম

অর্থাৎ ব্যক্তির স্ত্রীর দুধমেয়ে, স্ত্রীর দুধমেয়ের মেয়ে, স্ত্রীর দুধছেলের মেয়ে এভাবে যত নিচে নামুক-না কেনো, তারা সবাই এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো ঐ ব্যক্তির স্ত্রীর সাথে তার সহবাস হতে হবে; সহবাস হওয়ার আগে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে ব্যক্তির স্ত্রীর দুধমেয়ে, স্ত্রীর দুধমেয়ের মেয়ে, স্ত্রীর দুধছেলের মেয়ের সাথে সেই ব্যক্তির বিয়ে বন্ধন হারাম হবে না।

সপ্তম প্রকার: দুধপানের দিক থেকে ব্যক্তির মূলগত কোনো পুরুষের স্ত্রী

অর্থাৎ ব্যক্তির দুধবাপের স্ত্রী, দুধদাদার স্ত্রী প্রমুখ।

অষ্টম প্রকার: দুধপানের দিক থেকে ব্যক্তির শাখাগত কোনো পুরুষের স্ত্রী

অর্থাৎ ব্যক্তির দুধছেলের স্ত্রী, দুধছেলের ছেলের স্ত্রী প্রমুখ।

শেষের ৪ প্রকার নারী দুধপানের দিক থেকে বৈবাহিক কারণে হারাম হয়।

দুধপানসূত্রে যেসব নারীকে বিয়ে করা চিরতরে হারাম, তাদের তালিকাটা আমরা আরো সহজ করে এভাবেও বলতে পারি—

(১) দুধমা— যিনি দুধপানকারীকে দুধপান করিয়েছেন, দুধমায়ের মা ও দুধমায়ের নানী-দাদী। এভাবে যত উপরে উঠুক তারা সবাই দুধপানকারীর মা।

(২) দুধমায়ের মেয়ে, তার মেয়ে— এভাবে যত নিচে নামুক। তারা দুধপানকারী পুরুষের আগে জন্মগ্রহণ করুক বা পরে

৭. আলী রমলী, ফাযলু রব্বিল বারিয়্যাহ ফী শারহিদ দুরারিল বাহিয়্যাহ, পৃ. ৩০৭।

জন্মগ্রহণ করুক, তাতে হুকুমে কোনো পার্থক্য হবে না। এ শ্রেণির নারী হারাম হওয়ার কারণ হচ্ছে, তারা হলো দুধপানকারী সেই পুরুষ লোকটির বোন। অর্থাৎ আপনি যার দুধপান করেছেন, তার মেয়েরা আপনার বোন, তারা আপনার আগে জন্মগ্রহণ করুক বা পরে জন্মগ্রহণ করুক।

(৩) দুধমায়ের বোন। যিনি আপনাকে বুকের দুধপান করিয়েছেন, তার বোন আপনার খালা এবং তিনি আপনার জন্য চিরতরে হারাম।

(৪) দুধমায়ের মেয়ের মেয়ে তথা দুধপানকারীর দুধসম্পর্কের ভাগিনি। আরো স্পষ্ট করে বলা যায়, একজন পুরুষ কোনো মহিলার বুকের দুধপান করল আর এই মহিলার মেয়ে রয়েছে। এখন এই মেয়েটি এই দুধপানকারী পুরুষ লোকটির বোন। এই মেয়েটির বিয়ে হওয়ার পর তার একটি মেয়ে হলো। শেষের এই মেয়েটিই ঐ পুরুষ লোকটির দুধবোনের মেয়ে তথা দুধভাগিনি।

(৫) দুধমায়ের স্বামীর মা, যে স্বামীর মিলনে গর্ভধারণের ফলে উক্ত দুধমায়ের বুকে দুধ এসেছে। দুধমায়ের স্বামীর এই মাকে চিরদিনের জন্য বিয়ে করা হারাম। কারণ তিনি ঐ লোকটির দুধ সম্পর্কের দাদী। কেননা যে দুধ লোকটি পান করেছে, সেই দুধ বুকে আসার পেছনে যে মানুষটির অবদান রয়েছে, তিনি হচ্ছেন সেই দুধপানকারী লোকটির দুধবাবা। তাহলে সেই দুধবাবার মা তার দুধদাদী। ফলে তাকে বিয়ে করা চিরতরে হারাম।

(৬) দুধমায়ের স্বামীর বোন। চিরতরে তাকে বিয়ে করা হারাম হওয়ার কারণ হচ্ছে, তিনি দুধপানকারীর দুধসম্পর্কীয় ফুফু।

(৭) দুধমায়ের ছেলের মেয়ে। চিরতরে তাকে বিয়ে করা হারাম হওয়ার কারণ হচ্ছে, তিনি দুধপানকারীর দুধভাইয়ের মেয়ে তথা দুধসম্পর্কীয় ভাতিজি।

(৮) দুধমায়ের স্বামীর মেয়ে— যদিও মেয়েটি স্বামীর অন্য স্ত্রীর মেয়ে হয়। তাকে চিরতরে বিয়ে করা হারাম হওয়ার কারণ হচ্ছে, সে পিতার দিক থেকে তার দুধবোন।

(৯) দুধমায়ের স্বামীর বোন। তিনি হারাম হওয়ার কারণ হচ্ছে, তিনি দুধপানকারী পুরুষের ফুফু।

(১০) দুধমায়ের স্বামীর অন্য স্ত্রী। তাকে বিয়ে করা হারাম হওয়ার কারণ হচ্ছে, তিনি তার দুধসম্পর্কীয় বাবার স্ত্রী।

(১১) দুধপানকারী পুরুষের স্ত্রীকে বিয়ে করা দুধমায়ের স্বামীর জন্য হারাম। কেননা সে তার দুধছেলের স্ত্রী।

জরুরী জ্ঞাতব্য, দুধপানসূত্রে হারাম হওয়ার বিষয়টি কেবল দুধপানকারী পুরুষের জন্য প্রযোজ্য; এই নিষিদ্ধতা দুধপানকারী ব্যক্তির অন্য কোনো আত্মীয়স্বজন পর্যন্ত গড়াবে না। অর্থাৎ অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য হবে না। ফলে উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দুধপানকারীর দুধবোন দুধপানকারীর অন্য ভাইয়ের বোন হিসেবে গণ্য হবে না। সেকারণে দুধপানকারীর অন্য ভাই চাইলে তার ভাইয়ের দুধবোনকে বিয়ে করতে পারে। কোনো পুরুষ যদি কোনো মহিলার বুকের দুধপান করে, তাহলে ঐ মহিলার সকল মেয়ে ঐ পুরুষের জন্য হারাম হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু ঐ পুরুষের ভাই, যে উক্ত মহিলার বুকের দুধপান করেনি, সে চাইলে তার ভাইয়ের দুধবোনকে বিয়ে করতে পারবে। কেননা নিষিদ্ধতা শুধু দুধপানকারীর ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। এক্ষেত্রে সূত্র হচ্ছে, **'যারা একই মায়ের বুকের দুধপানে অংশগ্রহণ করেছে, তারা সবাই পরস্পর ভাই-ভাই ও ভাই-বোন। অতএব, দুধপানকারীর ভাই, যে তাদের সাথে একই মায়ের দুধপান করেনি, সে তার ভাইয়ের দুধমায়ের মেয়েকে বিয়ে করতে পারে। কারণ সে তার জন্য মাহরাম নয়, বরং বেগানা নারী— যদিও তার ভাইয়ের দুধবোন'।**[৮]

দুধপানসূত্রে হারাম হওয়ার শর্ত: দুধপানসূত্রে হারাম হওয়ার জন্য বা মাহরাম সাব্যস্ত হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। যেমন—

(১) মানুষের বুকের দুধপান হতে হবে। সেজন্য যদি দু'জন মানুষ কোনো একটি গরু, ছাগল বা উটের দুধ পান করে, তাহলে তারা পরস্পর ভাই-ভাই হবে না। কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ '(তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে) তোমাদের সেসব মাকে, যারা তোমাদেরকে দুধপান করিয়েছেন' *(আন-নিসা, ৪/২৩)*। আর আদমকন্যা না হওয়া পর্যন্ত কেউ মানুষের মা হতে পারবে না।[৯]

(২) দুধপান পাঁচ অথবা পাঁচের অধিকবার হতে হবে। সুতরাং যদি কোনো শিশু কোনো নারীর কাছ থেকে পাঁচবারের কম একবার, দুইবার, তিনবার বা চারবার দুধ পান করে, তাহলে উক্ত নারী তার মা বলে গণ্য হবে না। কেননা ছহীহ মুসলিমে আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ، بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ 'প্রথমত কুরআনে এই নির্দেশই অবতীর্ণ হয়েছিল যে, নির্দিষ্ট সময়ে ১০ বার দুধপান নারীকে হারামে পরিণত করে। অতঃপর এই নির্দেশ রহিত হয় ৫ বার নির্দিষ্ট সময় দুধপান দ্বারা। আর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুকাল পর্যন্ত কুরআনের আয়াত হিসেবে এটি পাঠ করা হতো'।[১০] ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, 'এর অর্থ হচ্ছে, পাঁচবার দুধপান (তেলাওয়াত হিসেবে) মানসূখ হওয়ার বিষয়টি এত পরে অবতীর্ণ হয়েছে যে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর মারা যাওয়ার সময়েও কিছু মানুষ পাঁচবার দুধপানকে কুরআনের আয়াত গণ্য করে তেলাওয়াত করতেন। কারণ খুব নিকট অতীতে মানসূখ হওয়ায় খবরটি তাঁদের কাছে পৌঁছেনি। কিন্তু যখনই তাঁদের কাছে খবর পৌঁছে গেছে, তখনই তাঁরা সেখান থেকে সরে এসেছেন এবং ইজমা পোষণ

---

৮. দুধপান সম্পর্কিত মাহরাম নারীগণের উল্লিখিত তথ্য ও বিন্যাসের অধিকাংশই মুহাম্মাদ সাঈদ রসলান প্রণীত 'আল-মুহাররামাত মিনান নিসা'-এর ৫০-৫৬ নম্বর পৃষ্ঠার আলোকে প্রণীত।

৯. শায়খ উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দার্ব (দ্রষ্টব্য: https://binothaimeen.net/content/7733)।

১০. ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৫২।

করেছেন যে, এগুলো আর তেলাওয়াত করা যাবে না। নাস্খ বা রহিত হওয়ার বিষয়টি তিন ধরনের: হুকুম ও তেলাওয়াত উভয়ই রহিত হয়ে যাওয়া। যেমন— দশবার দুধপানের বিষয়টি। **হুকুম অবশিষ্ট থাকা ও তেলাওয়াত রহিত হয়ে যাওয়া। যেমন— পাঁচবার দুধপানের বিষয়টি...**'।[১১]

অতএব, পাঁচবারের কম একবার, দুইবার, তিনবার বা চারবার দুধপান করলে হারাম সাব্যস্ত হবে না। এ শর্তটির ব্যাপারে ভিন্ন মত থাকলেও এটিই সবচেয়ে শক্তিশালী ও অগ্রাধিকারযোগ্য মত।

যদি প্রশ্ন করা হয়, পাঁচবারের শর্ত কেন? উত্তর হবে, এটি আল্লাহর হুকুম। সুতরাং কোনো প্রশ্ন ছাড়াই যেভাবে এসেছে, সেভাবে মেনে নেওয়া একজন মুসলিমের দায়িত্ব। যেমনভাবে একজন মুসলিম ছালাতের রাকআত সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন উঠায় না।

আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, দুধপানের ক্ষেত্রে পাঁচবার কীভাবে হিসাব করতে হবে?

এর উত্তরে বলা যায়, শিশু বুকের দুধ মুখে নিয়ে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় মুখ থেকে দুধ ছেড়ে দিলে তা একবার গণ্য হবে। এভাবে আবার দুধ মুখে নিয়ে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় দুধ ছেড়ে দিলে তা দ্বিতীয়বার গণ্য হবে। এভাবে পূর্ণ পাঁচবার পান করলে হারাম সাব্যস্ত হবে।[১২] তবে, এক বৈঠকে টানা পাঁচবার পান করা শর্ত নয়; বরং একাধিক বৈঠকেও যদি এভাবে পাঁচবার পান করে, তবুও তা ধর্তব্য হবে।[১৩]

কেউ কেউ বলেন, এক বৈঠকে স্বেচ্ছায় মুখ থেকে দুধ ছেড়ে দিয়ে থেমে গেলে একবার গণ্য হবে; নিঃশ্বাস নেওয়া, সামান্য বিশ্রাম নেওয়া বা অন্য কোনো কারণে সামান্য বিরতি নিয়ে আবার দুধ মুখে নিলেও একবারই গণ্য হবে, যেমনভাবে কেউ খাওয়াদাওয়া করতে করতে মাঝখানে কোনো কারণে সামান্য বিরতি নিলে তবুও সেটাকে একবার খাওয়াই ধরা হয়।[১৪]

প্রথম মতটির পক্ষে সঊদী আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের অনেক আলেমের মত রয়েছে।

(৩) দুধপান নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হতে হবে। অর্থাৎ দুই বছরের মধ্যে হতে হবে। যদি দুধপান নির্দিষ্ট সময়ের পরে হয় অথবা কিছুটা আগে আর কিছুটা পরে হয়, তাহলে দুধদাত্রী নারী শিশুর মা বলে গণ্য হবে না। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ 'মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর দুধপান করাবে। এটা সে ব্যক্তির জন্য, যে স্তন্যপান কাল পূর্ণ করতে চায়' *(আল-বাক্বারা, ২/২৩৩)*। ইমাম কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ উক্ত আয়াতের তাফসীরে দুই বছরের মধ্যে দুধপান হতে হবে মর্মে বক্তব্য উল্লেখ করেছেন।[১৫]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসলেন, তখন আমার নিকট এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আয়েশা! এ কে? আমি বললাম, আমার দুধভাই। তিনি বললেন, يَا عَائِشَةُ انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ 'হে আয়েশা! কে তোমার সত্যিকার দুধভাই তা যাচাই করে দেখে নিও। কেননা **ক্ষুধার কারণে দুধপানের ফলেই শুধু দুধসম্পর্ক স্থাপিত হয়**'।[১৬] অর্থাৎ যে বয়সে দুধ পান করলে অন্য কিছু না খেলেও পেট ভরে ও পরিতৃপ্ত হয় এবং স্রেফ এর দ্বারা তার গোশত-হাড়ের প্রবৃদ্ধি ঘটে।[১৭] যে বয়সে অন্য খাবারের বিকল্প হিসেবে কেবল দুধই যথেষ্ট হয়ে যায়, এখানে সেই বয়সের কথা বলা হয়েছে। আর সেই বয়সটা হচ্ছে দুই বছর বা এর কাছাকাছি সময়।[১৮]

যখনই দুধপানের শর্তগুলো পুরোপুরি পাওয়া যাবে, তখনই দুধপানকারী শিশুটি দুধদাত্রী নারীর সন্তান বলে গণ্য হবে এবং নারীর অন্য সন্তানরা তার ভাই-বোনের অন্তর্ভুক্ত হবে, চাই তাদের জন্ম তার আগে কিংবা পরে হোক। আর একইভাবে দুধবাবার সন্তানরাও তার ভাই-বোনের অন্তর্ভুক্ত হবে, চাই তারা দুধমার সন্তান হোক বা অপর স্ত্রীর সন্তান হোক।

(ঘ) লিআন[১৯] সম্পন্ন হওয়া স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের মাঝে লিআনপরবর্তী বিয়েবন্ধন চিরতরে হারাম:

যেহেতু এই এক শ্রেণির নারী তার স্বামীর জন্য চিরতরে হারাম, সেহেতু এই শ্রেণিকে কেউ কেউ এখানে উল্লেখ করেছেন। হাদীছে এসেছে, قَالَ سَهْلٌ حَضَرْتُ هَذَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا 'সাহল রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে উপস্থিত ছিলাম। অতঃপর **উভয় লিআনকারীর জন্য এই নিয়ম চলে আসছে যে, তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করা হবে এবং পুনরায় কখনো তারা উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না**'।[২০]

তবে তাদেরকে পরস্পর বেগানা নারী-পুরুষের মতো পর্দার বিধান মেনে চলতে হবে।

(চলবে)

১১. শারহুন নাবাবী আলা ছহীহি মুসলিম, ১০/২৯।
১২. দ্রষ্টব্য: ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ-দায়েমাহ, ১৬/১০।
১৩. ফতওয়ার এই লিংক দ্রষ্টব্য: https://www.islamweb.net/ar/fatwa/121016/।
১৪. ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মাআদ, ৫/৫১১।
১৫. তাফসীর কুরতুবী, ৩/১৬২।
১৬. ছহীহ বুখারী, হা/২৬৪৭।
১৭. দ্রষ্টব্য: ফাতহুল বারী, ৯/১৪৮।
১৮. দ্রষ্টব্য: ইমাম কুরতুবী, আল-মুফহিম, ৪/১৮৮।
১৯. লিআনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইতোপূর্বে একটি পাদটীকায় আলোচনা করা হয়েছে।
২০. সুনানে আবূ দাঊদ, হা/২২৫০, ছহীহ।

বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত শিরক : ধরন ও প্রকৃতি

*-ড. মোহাম্মদ হেদায়াত উল্লাহ**

অবতরণিকা : আল্লাহ তাআলা মানুষকে এ পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে একমাত্র তাঁরই ইবাদতের নিমিত্তে সৃষ্টি করেছেন *(আয-যারিয়াত, ৫১/৫৬)*। যুগে যুগে তিনি অসংখ্য নাবী ও রাসূলকে প্রেরণ করেছেন,[১] কিতাবসমূহ অবতরণ করেছেন, যাতে মানবজাতি তাঁর স্পষ্ট পরিচয় লাভের মাধ্যমে একমাত্র তারই ইবাদত করে। শিরক হচ্ছে সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করা। স্রষ্টার গুণাবলিকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করলে সে মুশরিক হয়ে যায়। ক্ষতি করা, উপকার করা, দান করা ও দান না করার একক অধিকারী হওয়া একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত। আর এ গুণাবলির একক অধিকারী হওয়ার কারণে প্রার্থনা করা, ভয় করা, কোনো কিছুর আশা করা এবং ভরসা করা কেবল তাঁর সাথেই সম্পৃক্ত। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি এসব গুণকে কোনো সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত করে, তাহলে সে যেন সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে শরীক সাব্যস্ত করল। আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোনো প্রকার মাধ্যম দাঁড় করানো তাঁর প্রভুত্ব, রবূবিয়্যাত ও একত্বের প্রতি চরম আঘাত এবং তাঁর সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করার শামিল। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য এরূপ ধারণা করাকে কিছুতেই অনুমোদন করেন না। শিরক হলো জঘন্যতম গোনাহ। তওবা ছাড়া যার কোনো ক্ষমা নেই। শিরকমিশ্রিত যেকোনো আমল ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যহীন এবং আল্লাহর নিকটে তা প্রত্যাখ্যাত। কেউ যদি জীবনে একটি শিরকও করে এবং তওবা না করে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে এই একটিমাত্র শিরকই তার ঈমান ও জীবনের যাবতীয় সৎকর্মকে নিষ্ফল করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। এ ধরনের লোকদের ঈমান ও আমলের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا - الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ ‘বলুন, আমি তোমাদেরকে কি সংবাদ দেব নিজেদের আমলের ক্ষেত্রে কারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত? তারা সেসব লোক, দুনিয়ার জীবনে যাদের চেষ্টা-সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেছে আর তারা নিজেরা মনে করছে যে, তারা সৎকর্ম করছে’ *(আল-কাহফ, ১৮/১০৩-১০৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ ‘আর আমি তাদের আমলের দিকে অগ্রসর হব, অতঃপর তা (তাওহীদশূন্য হওয়ার কারণে) বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার ন্যায় উড়িয়ে দিব’ *(আল-ফুরক্বান, ২৫/২৩)*। কেবল আল্লাহর তাওহীদের স্বীকৃতি দান, এর সংরক্ষণ, প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার জন্যই তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। ফলে এ পৃথিবীতে আগমনকারী প্রত্যেক নবী বা রাসূল সর্বপ্রথম তাওহীদের দিকেই আহ্বান করেছেন এবং শিরক থেকে বেঁচে থাকার জন্য বারবার তাগিদ জানিয়েছেন *(আন-নহল, ১৬/৩৬)*। তাওহীদের মর্মবাণী প্রচারের জন্য জীবনের সবচেয়ে বেশি সময় অতিবাহিত করেছেন মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। আমাদের দেশে তাওহীদ সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার কারণে তাওহীদ পরিপন্থী বিষয় শিরক মুসলিম সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিস্তার লাভ করেছে। আর শিরক এমনই ভয়াবহ ও জঘন্যতম পাপ, যা থেকে বেঁচে থাকা প্রতিটি মানুষের আবশ্যই কর্তব্য। শিরকের ব্যাপারে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ‘(হে নবী!) কিন্তু আপনার কাছে আর আপনার পূর্ববর্তীদের কাছে অহী করা হয়েছে যে, আপনি যদি (আল্লাহর) শরীক স্থির করেন, তাহলে আপনার কর্ম অবশ্যই অবশ্যই নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং আপনি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন’ *(আয-যুমার, ৩৯/৬৫)*। আল-কুরআনের অনেক আয়াতে শিরকের ভয়াবহতা সম্পর্কে বলা হয়েছে *(আল-বাক্বারা, ২/২২; আন-নিসা, ৪/১১৬; আল-মায়েদা, ৫/৭২; আল-আনআম, ৬/৮৮)*। বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় শিরক এবং শিরক আশ্রিত কর্মকাণ্ড সীমাহীনভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে। নিম্নে আমাদের বাস্তব জীবনে ও সমাজে প্রচলিত নানা ধরনের শিরক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—

(১) বাংলাদেশের সমাজে প্রচলিত শিরক : বাংলাদেশের গ্রাম এবং শহরে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছে শিরক, বিদআত ও নানাবিধ কুসংস্কার। কুসংস্কারজনিত এমন শিরক রয়েছে, যা এ দেশের লোকজন ধর্মীয় বিধান বা নিয়ম মনে করেই পালন করে থাকে।

(২) গায়েবী ক্ষমতায় বিশ্বাসজনিত শিরক : বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় এই ধারণা প্রচলিত আছে যে, পীর, মুর্শিদ বা বিশেষ কিছু ব্যক্তির সীমাহীন ক্ষমতা রয়েছে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো এই জগতের উপর কর্তৃত্ব রয়েছে এমন বিশ্বাস নেহায়তই শিরক। যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সম্পর্কে এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, সে অলৌকিক শক্তির অধিকারী এবং অলৌকিকভাবেই কোনো ঘটনা ঘটাতে, বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করতে, রোজগারহীনকে রোজগারের ব্যবস্থা করতে, সন্তানহীনকে সন্তান দিতে পারে, তাহলে সে মুশরিক বলে গণ্য হবে।

---

* সহকারী অধ্যাপক (বিসিএস, সাধারণ শিক্ষা), সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।

১. ‘আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য রাসূল পাঠিয়েছিলাম এই নির্দেশ দিয়ে যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন করো’ *(আন-নাহল, ১৬/৩৬)*।

(৩) জ্যোতির্বিদ্যাসংক্রান্ত ধারণায় শিরকের চর্চা : জ্যোতির্বিদ্যা হলো সৌরজগতের বিভিন্ন অবস্থার পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কারণ বর্ণনা করা। জ্যোতির্বিদরা বলে থাকেন যে, অমুক নক্ষত্রের অমুক স্থানে অবস্থানের সময়ে যে ব্যক্তি বিবাহ করবে তার অমুক অমুক জিনিস অর্জিত হবে। যে ব্যক্তি অমুক নক্ষত্রের অমুক জায়গায় অবস্থানের ক্ষণে সফরে থাকবে সে ভাগ্যবান কিংবা ভাগ্যহীন হবে। যেমন- বর্তমানে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এ ধরনের কল্পনাপ্রসূত রাশিফলের খবরাখবর পরিবেশন করা হয়, আর এগুলোর আশেপাশে বিক্ষিপ্ত তারকারাজি, সরলরেখা, বক্ররেখা ইত্যাদি ধরনের আঁকাবাঁকা রেখা অঙ্কিত থাকে। কিছু সংখ্যক মূর্খ ও দুর্বল ঈমানের মানুষও বিভিন্ন সময় জ্যোতিষীদের নিকট গমন করে থাকে এবং তাদেরকে স্বীয় ভবিষ্যৎ ও বিবাহ-শাদী ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করে থাকে।

(৪) জাদু সংস্কৃতিতে শিরকের চর্চা : বাংলাদেশের সমাজে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যদি কারো সাথে কারো শত্রুতা সৃষ্টি হয় এবং এ দু'পক্ষের কোনো এক পক্ষ যদি দুর্বল হয়, তবে দুর্বল পক্ষ সাধারণত বিভিন্ন জিন সাধকের মাধ্যমে জাদুর আশ্রয় গ্রহণ করে সবল পক্ষকে বাণ মারে বা বধ করে। আবার অনেক ক্ষেত্রে সবল পক্ষও দুর্বল পক্ষকে সমূলে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে জাদুর আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। এভাবেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অধিকতর ভালোবাসা সৃষ্টি, কারো সাথে শত্রুতা সৃষ্টি, কারো বিবাহ হতে না দেওয়া, কারো প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি, কাউকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে চলে জাদুর খেলা। আর এখানেই শেষ নয়, বরং এ সকল জাদুকে নিষ্ক্রিয় করতে পুনরায় আশ্রয় গ্রহণ করা হয় জাদুমন্ত্রের। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট তথা জিন, পীর, ওলী-আওলিয়া, এমনকি হিন্দুদের দেব-দেবী প্রভৃতির নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করা, নির্দিষ্ট দিনে লাল বা কালো মোরগ জিন বা ভূতের নামে রোগীকে যবেহ করতে বলা কিংবা মিষ্টি ও ফলমূল গায়রুল্লাহর নামে এমনকি হিন্দুদের মন্দিরে অবস্থিত দেব-দেবীকেও মানত করা- অশিক্ষিত শ্রেণির মাঝে এসবের প্রচলন সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়।

(৫) ধাতব পদার্থ দিয়ে তৈরি আংটি ও বালা পরিধানের মাধ্যমে শিরকের চর্চা : রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে ধাতব পদার্থ নির্মিত আংটি ও বালা পরিধান করা মুসলিম সমাজের এক শ্রেণির মানুষের ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। রাজধানীর বসুন্ধরা ও যমুনা ফিউচার পার্কসহ দেশের বিভিন্ন শহরের ফুটপাতে এবং বড় বড় পাইকারি বাজারে এমন কিছু ব্যবসার দোকান পাওয়া যায়, যারা ধাতব নির্মিত আংটি ও বালা বিক্রি করে থাকে। অনেক লোককে তা বাতরোগ নিরাময়, যে কোনো উদ্দেশ্য সফল হওয়া, শনি ও মঙ্গল গ্রহের কুদৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা ইত্যাদির জন্য আঙুলে ও হাতে ব্যবহার করতে দেখা যায়।

আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কোনো বস্তুই নিজস্ব গুণে কোনো রোগের ক্ষেত্রে উপকারী বা অপকারী হতে পারে না। এতে রোগীর অন্তরে ধাতব বস্তুর প্রতি উপকারী হওয়ার ধারণার সৃষ্টি হয় এবং রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে আল্লাহর পরিবর্তে বস্তুর উপর ভরসা করা হয়। তাই কোনো বস্তুকে কোনো ক্ষেত্রে উপকারী বা অপকারী ধারণা করে ব্যবহার করা শিরক।

(৬) তা'বীয ব্যবহারে শিরকের চর্চা : বিভিন্ন রোগের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য বা জিনের অশুভ দৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়াসহ বিভিন্ন কারণে মানুষ তা'বীয ব্যবহার করে থাকে। এভাবে সাধারণ মুসলিমদের মাঝে তা'বীয ব্যবহার একটা সাধারণ রীতিতে পরিণত হয়েছে। অথচ সকল ধরনের তা'বীয ব্যবহার করা শিরক। বাংলাদেশে গ্রামীণ জীবনে তা'বীয ব্যবহারের সংস্কৃতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে। এ ক্ষেত্রে কিছু কিছু আলেম বিভিন্নভাবে তা বৈধ করার প্রয়াস পান, দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় আবেগ ব্যবহার করে কিছু টাকা-পয়সা উপার্জন করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য।

(৭) মাযার সংস্কৃতিতে শিরকের চর্চা : বাংলাদেশে হাজার হাজার মানুষ নিয়মিত বা অনিয়মিত মাযারে গমন করে থাকে। মাযার স্পর্শ করা, শরীর মাসাহ করা বা চুমু খাওয়া, কবরের মাটি বরকতের নিয়্যতে নিয়ে তা'বীযে করে গলায় বাঁধা, গায়ে মালিশ করা, রওযা শরীফ, মাযার বা কবর ইত্যাদির ছবি বরকতের জন্য রাখা, চুমু খাওয়া, সম্মান করা, বিপদাপদ, বালা-মুছীবত থেকে বাঁচার জন্য ঘর-বাড়িতে রাখা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকতের জন্য দোকান, অফিস, হোটেলে মাযার ও খানকার ছবি রেখে আদবের সাথে দাঁড়িয়ে থাকা, মাযারকে মাঝে মাঝে মহা ধুমধামের সাথে গোসল করানো, আর এ কবর ধোয়া পানি বোতলে করে নিয়ে যাওয়া এবং নেক মাক্বছাদ পূরণের নিয়্যতে পান করা, বিভিন্ন পীর, ওলী-আওলিয়া, বুযুর্গানে দ্বীনের মাযারে বা কবরের উপরে গিলাফ পরানো, নির্দিষ্ট সময়ের পর এ গিলাফ পরিবর্তন করে আবার নতুন গিলাফ পরানো, পুরানো গিলাফ অতি যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করা, অজ্ঞ-অশিক্ষিত মানুষের এসব গিলাফে চুমু খাওয়া, গিলাফ ধরে ফরিয়াদ জানানো, আদবের সাথে মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ও এ গিলাফের সুতা তা'বীযে ভরে গলায় বাঁধা ইত্যাদি এ জাতীয় শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এমনকি অনেকেই আরো একধাপ এগিয়ে গিলাফের কাছেই দু'আ চেয়ে বসে। কিছুদিন আগে বাংলাদেশের কোনো এক প্রসিদ্ধ গ্রুপের মালিক ভারতের আজমিরে গিয়ে মাযারে গিলাফ ও সেজদা দিতে দেখা যায়।

(প্রবন্ধটির বাকী অংশ ৩৭ নং পৃষ্ঠায়)

রেসিজম: ইসলাম ও পাশ্চাত্য বাস্তবতা

-মুস্তফা মনজুর*

আমরা মুসলিমরা পাশ্চাত্য মিডিয়ায় এতই বিভোর যে, সত্য উল্টে গিয়ে মিথ্যা হয়ে গেলেও আমরা সেটাকেই সত্য বলি। আজ কেবল একটি উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করব, তা হচ্ছে বর্ণবাদ।

আমাদের অবস্থা হচ্ছে কাহিনী যা-ই হোক, দোষ মুসলিমদের। 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে'-এর গল্পের বুধো মুসলিমরাই। আর এর মূল কারিগর পাশ্চাত্য মিডিয়া, আর এর অনুসারী ('চামচা' শব্দটা এক্ষেত্রে বেশি মানানসই হতো) এ দেশীয় মিডিয়া। বর্ণবাদের ছিটেফোঁটা না থেকেও মুসলিমরাই কালারড। আর পাশ্চাত্য হচ্ছে প্রগতিবাদী, সভ্য, সুশীল!!!

[ক]

বর্ণবাদ নিয়ে ২০০৫ বা ২০০৬ সালের সেরা কবিতা হিসেবে মনোনীত আফ্রিকার ছোট্ট এক ছেলের রচিত কবিতার কথা মনে পড়ছে। তার মূল বক্তব্য হচ্ছে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সকল সময়ে নানা পরিস্থিতিতেও আফ্রিকানরা কালোই থাকে। অন্যদিকে সাদা দাবিদাররা নানা সময়ে নানারূপ, গোলাপি, নীল, লাল। সবকিছুই। অথচ কালোরাই না-কি কালারড। সকলের সুবিধার্থে কবিতাটি ফুট নোটে দিয়ে রাখলাম।[১]

গোটা কবিতায় ছোট্ট বাচ্চাটির কথাগুলো ছিল আক্ষরিক, কেবল শেষ লাইনটা ছাড়া। খুব সুন্দরভাবেই সে এ পৃথিবীর বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলেছিল।

[খ]

আফ্রিকানদের পাশাপাশি মুসলিমরাও বর্ণবাদের শিকার। আর যদি তারা আফ্রিকান মুসলিম হয়, তাহলে তো কথাই নেই। বিলেতে কিছুদিন থাকার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, ব্রিটিশরা কতটুকু রেইসিস্ট। আমার ধারণায়, ব্রিটেনে সাধারণত তিন ধরনের লোক দেখতে পাওয়া যায়-

(১) প্রকাশ্য রেইসিস্ট। এরা সরাসরিই মুসলিম, এশিয়ান, আফ্রিকান তথা নন-ব্রিটিশ সবাইকে আক্রমণ করে কথা বলে। সরাসরি আঘাত করার চান্স থাকলে তাও করে।

(২) নিতান্তই ভদ্রলোক। এরা কারো বর্ণ বা ধর্ম বিচার করে না। আদতেই এরা ভদ্রলোক। বয়স্ক, আদি ব্রিটিশ ও শিক্ষিত শ্রেণিতে এধরনের লোক দেখতে পাওয়া যায়।

(৩) বাহ্যিক ভদ্রতা দেখালেও, এরা মূলত রেইসিস্ট। সাধারণত চলাফেরায় এরা ব্রিটিশ এটিকেট বজায় রাখলেও মাঝেমধ্যেই এদের স্বরূপ ধরা পড়ে।

প্রথম দুরকমের লোক খুব-বেশি নেই। বিলেতের বেশির ভাগই তৃতীয় শ্রেণির। অবশ্য এদের মধ্যেও মাত্রাগত পার্থক্য আছে। এদের বাহ্যিক মুখোশ কেবল নানা ইস্যুতেই ধরা পড়ে। আশ্চর্য লাগে তখনই, যখন ব্রিটিশ নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও অনেকেই এশিয়ান ব্রিটিশ, আফ্রিকান ব্রিটিশ। সেটা কার্যক্ষেত্রে যেমন, তেমনই আচরণগত দিক থেকেও।

কিছুদিন মানুষের সাথে মিশে আমার নিজেরই এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে। দাড়ি-টুপি থাকায় ন্যূনতম ভদ্রতাসূচক ব্যবহার ও সম্বোধনও অনেক সময় পাইনি। আবার এমন অনেকে বেশ আশাতিরিক্ত ভালো ব্যবহার করেছে, যদিও তা নিতান্তই কম।

আমাদের প্রগতিশীলদের বিরাট অংশ এমন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইসলাম বা মুসলিমদের নিয়ে এরা মন্দ কথা না বললেও এদের অবস্থান মুসলিমদের পক্ষে কখনোই যায় না। আর বাকী অংশ তো প্রকাশ্যেই ইসলামবিরোধী। মানবিকতা আর অসাম্প্রদায়িকতার কথা বললেও ইসলাম ও মুসলিমদের ইস্যুতে এদের মতো রেইসিস্ট খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

[গ]

অন্যদিকে ইসলাম এমন জীবনব্যবস্থা, যার কাছে বর্ণবাদের কোনো স্থানই নেই। যেখানে ব্রিটিশরা, জার্মানরা, ফরাসীরা

সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. **COLOUR:** When I born, I black; When I grow up I black; When I go in sun I black; When I scared, I black; When I sick, I black! And when I die, I still black!! And U white fellow? When U born, U pink; When u grow up, U white; When U go in sun, you red; When U cold, U blue; When U scared, U yellow; When U sick, U green; When U die, U grey; And U call me coloured!!!

নিজেদের উন্নত জাতি মনে করে, যেখানে হোয়াইট সুপ্রিমেসীর ধারণা পাশ্চাত্য সভ্যতায় প্রবলতর, সেখানে ইসলাম এসব বৈষম্যের বিপক্ষে প্রথম দিন থেকেই।

আরবদের মাঝেও উন্নত জাতি দাবি করার প্রবণতা ছিল, এখনো আছে। কিন্তু ইসলামে নেই। মনে রাখা উচিত, আরব মানেই ইসলাম নয়। আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাই প্রথমেই তাদের এই গৌরবকে নিষিদ্ধ করলেন। ঘোষণা করলেন, আরবের উপর অনারব বা অনারবের উপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সাদার উপর কালোর, কিংবা কালোর উপর সাদার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। এর চাইতে সুস্পষ্ট বিধান আর কি হতে পারে?

নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেটা করেও দেখিয়েছেন। কালো হাবশী বেলাল রাযিয়াল্লা-হু আনহু কে অনেক উপরে উঠিয়েছেন। এমনকি পরবর্তীতেও এ প্রচলন ছিল। আমি বিস্তারিত লিখতে চাচ্ছি না, অনেক পাঠক আমার চাইতেও ভালো জানেন। এমনকি বর্তমানে আমাদের এই ঈমানী দুর্দশার সময়েও বর্ণবৈষম্য মুসলিমদের মধ্যেই সবচেয়ে কম। কালো আফ্রিকানদের যেমন আমরা জড়িয়ে ধরতে পারি, তেমনই পারি একজন গরীবকে বুকে টেনে নিতে।

সহজ একটা উদাহরণ দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না। সবাই জানেন, তাও লিখছি। ছালাতের কাতারে কৃষ্ণাঙ্গ ফকীর দাঁড়ালেও তার যেমন অধিকার, তেমনই ল্যাম্বরগিনি চড়ে আসা বিলিওনিয়ারেরও সমান অধিকার। যতটুকু বৈষম্য আমরা নানা ক্ষেত্রে করছি, তা কেবলই দুনিয়ার স্বার্থসিদ্ধির জন্য। নতুবা বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে এত ইফেক্টিভ নীতিমালা আর কেউই দিতে পারেনি।

[ঘ]

কেবল এক জায়গায় ইসলাম পার্থক্য করে। সেটা ধর্ম ক্ষেত্রে। অর্থাৎ ইসলাম ও মুসলিম একদিকে, অন্যদিকে সব অমুসলিম। আচরণগতভাবেও এই পার্থক্য ইসলামে নির্ধারিত। ফলে মুসলিমদের সাথে যে আচরণ, তা সবার ক্ষেত্রেই সব সময় করা যাবে না। সেখানে বিভিন্নতা আছে।

পাঠক খেয়াল করবেন, আমি বলছি, পার্থক্য করে; বৈষম্য করে আমি স্বজ্ঞানেই বলছি না। এর মূল কারণ হচ্ছে, ধর্মীয় কারণে পার্থক্যকরণ কোনো জাতিগত বিষয় না। বরং যে যখনই ইসলাম গ্রহণ করবে, মুসলিম হিসেবে সুবিধা তখন থেকেই যে প্রাপ্ত হবে।

অন্যান্য বর্ণের ক্ষেত্রে এ সুবিধা নেই। আপনি চাইলেও সাদা হয়ে যেতে পারবেন না, এটা তো অসম্ভব। কিংবা ব্রিটিশ হতে পারবেন না। যদি অনেক ঝামেলা মাথায় নিয়ে নাগরিকত্ব নিয়েও ফেলেন, তবুও আপনি এশিয়ান ব্রিটিশ; মূল ব্রিটিশ কখনোই নয়। অতএব, ওদেরটাকে বর্ণবৈষম্য বললেও ইসলামের বিভিন্নতাকে পার্থক্য বলাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

আরো একটা বিষয় এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখা উচিত, ইসলাম মুসলিম-অমুসলিমের আচরণগত ক্ষেত্রে অনেক জায়গাতে পার্থক্য করলেও, একটা ক্ষেত্রে ইসলাম সুদৃঢ়, তা হচ্ছে, কারো প্রতি যুলম করা যাবে না। এমনকি কাউকে ধর্মের কারণে উপহাস করা যাবে না, কটু কথাও বলা যাবে না, অন্যের ধর্মের প্রতি আঘাত করা যাবে না ইত্যাদি। এমনকি অন্য ধর্মের মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করতে ইসলাম উৎসাহিত করেছে। ফলে অন্যরা রেসিজমে যতটা যুক্ত, ইসলাম ঠিক ততটাই তা থেকে মুক্ত।

[ঙ]

এত কিছুর পরও ইসলামই বর্ণবাদী। কারণ মাইক ওদের হাতে। আমরা দোষ না করেও দোষী।

প্রিয় ভাই! আমার দুঃখ সেখানে না। দুঃখ আমরা ভালো মুসলিমরা, যারা তথাকথিত প্রগতিশীল নই, এ সত্যটা বুঝতে চাই না। চাইলেও উচ্চকণ্ঠে এ সত্যটা তুলে ধরতে চাই না বা পারি না। আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে, মানছি। কিন্তু সীমাবদ্ধতাকে কখন পাশ কাটানো যায়, কখন উপড়ে ফেলা যায়, এটা আমরা বুঝতে চাচ্ছি না। কেবল চুপ থেকে দায় নিয়েই মনে মনে আফসোস করছি। অনেকে তো ইসলামকেই ভুল বুঝছি পাশ্চাত্যের প্ররোচণায়।

যাহোক, আমাদের মাঝে ইসলামের পরিপূর্ণ জ্ঞান আসুক; নিদেনপক্ষে পাশ্চাত্যের মুখোশ খুলে যাক, উন্মোচিত হোক দেশীয় সুশীলদের মায়াবী প্রতারণা, মুসলিমরা আবারো ফিরিয়ে আনুক তাদের বজ্রধ্বনি, যাতে পাশ্চাত্যের অসভ্যতা বালির বাঁধের মতো ধ্বসে যাবে— এ কামনায়।

আল্লাহু আ'লাম। ওয়ামা তাওফীক্বী ইল্লা বিল্লাহ।

কুরআনের আলোকে হাদীছের অপরিহার্যতা

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(পর্ব-৬)

(নভেম্বর'২৩ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

শুধু শাব্দিক অর্থ দিয়ে কুরআন বুঝা অসম্ভব :

আধুনিক যুগের মুনকিরে হাদীছগণ হাদীছ দ্বারা কুরআন বুঝাকে অস্বীকার করে। নিজের মনমতো কুরআন বুঝতে চায়। তবে মজার বিষয় হচ্ছে নিজের মনমতো কুরআন বুঝতে গিয়েও তাদের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ তৈরি হয়েছে। তদের মধ্যে কেউ স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি দিয়ে কুরআন বুঝতে চায়, কেউ কুরআনের অন্যান্য আয়াতের সহযোগিতায় নিজের ইচ্ছামতো এক আয়াতকে আরেক আয়াতের সাথে মিলিয়ে কুরআন বুঝতে চায়, কেউ অভিধান দেখে শাব্দিক অর্থ অনুযায়ী কুরআন বুঝতে চায়, কেউ আবার বিজ্ঞান দিয়ে কুরআন বুঝতে চায়। ফলত, হাদীছ বাদ দিয়ে নিজের মনমতো কুরআন বুঝতে গিয়ে তারা আজ পর্যন্ত একমত হতে পারেনি এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত হতে পারবে না। নিম্নে তাদের মতভেদের কিছু নমুনা পেশ করা হলো—

(১) আব্দুল্লাহ চকড়ালবী কুরআন থেকে দলীল দিয়ে একের অধিক অতিরিক্ত বিবাহকে হারাম বলেছেন। তার দলীল হচ্ছে কুরআনের এই আয়াত, ﴿وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ﴾ 'আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর পরিবর্তে আরেক স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও' *(আন-নিসা, ৪/২০)*।

এই আয়াতের শাব্দিক অনুবাদ গ্রহণ করে সে মনে করেছে এক স্ত্রীর সাথে আরেক স্ত্রী কখনোই গ্রহণ করা যায় না, বরং একজনের জায়গায় আরেকজনকে প্রতিস্থাপন করতে হয়। আর অতিরিক্ত বিবাহের কথা যেহেতু ইয়াতীম মেয়েদের বিবাহের পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে সেহেতু ইয়াতীম না হলে একের অধিক বিবাহ করা হারাম।[১]

(২) একদল মুনকিরে হাদীছ কুরআন থেকে নিজের মতো বুঝে সকল নবীকে মর্যাদাগতভাবে সমান দাবি করেছে।[২]

(৩) স্যার সৈয়দ আহমাদ কুরআন নিজের মতো বুঝে মু'জিযা ও কবরের আযাবকে অস্বীকার করেছেন।

(৪) নিয়াজ ফতেহপুরী কুরআনে কোথাও পায়নি যে, কুরআন আল্লাহর বাণী। এজন্য সে কুরআনকে আল্লাহর বাণী মানে না।[৩]

(৫) ড. গোলাম জিলানী বাররাক কুরআনকে নিজের মনমতো বুঝে বলেন, শুধু আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান থাকলেই জান্নাতে যাওয়া যাবে। রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়ন না করলেও হবে।[৪]

(৬) হাফেয এনায়েতুল্লাহ আছারী বিনা পিতায় ঈসা আলাইহিস সালাম-এর সৃষ্টিকে অস্বীকার করেছেন।[৫]

(৭) তিনি মি'রাজও অস্বীকার করেছেন। তার মতে আক্বছা শব্দের শাব্দিক অর্থ দূরবর্তী মসজিদ অর্থাৎ মদীনা থেকে দূরের কোনো মসজিদ।

(৮) গোলাম আহমাদ পারভেজ বলেন, ঈসা আলাইহিস সালাম-এর পিতা ছিল। তার মা মারইয়াম বিবাহিত ছিলেন।[৬] তার দাবি অনুযায়ী যাকে গীর্জার জন্য মানত করা হয় তার জন্য বিবাহ করা নিষিদ্ধ। মারইয়াম (আ.) সেই বিধান লঙ্ঘন করে বিবাহ করেছিলেন, তাই মানুষজন তার নিন্দা শুরু করেছিল। তিনি আরো দাবি করেন, মারইয়াম (আ.)-এর নিকট খাবার আসত মানে তাঁর নিকটে মানুষের হাদিয়া আসত।

(৯) হাদীছ অস্বীকারকারী সেই ব্যক্তির[৭] নিকট ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি সবকিছুই শাব্দিক অর্থে প্রযোজ্য। তথা ছালাত মানে দু'আ, ছিয়াম মানে বিরত থাকা, হজ্জ মানে নিয়্যত করা এবং যাকাত মানে বৃদ্ধি করা। হাদীছের সহযোগিতায় এই নামগুলোকে আমরা যে বিশেষ ইবাদতের জন্য পরিভাষিক অর্থে ব্যবহার করে থাকি, সে সেগুলো অস্বীকার করে থাকে।

হাদীছ ছাড়া শুধু শাব্দিক অর্থ দিয়ে কুরআন বুঝতে গেলে কী হতে পারে?

আমাদের কাছে হাদীছ না থাকলে ইসলামের ইতিহাসের কোনো তথ্যও থাকবে না। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনীর সকল তথ্য আমাদের মাথা থেকে মুছে ফেলে সম্পূর্ণ খালি মাথায় কুরআন বুঝতে গেলে এবং শাব্দিক অর্থ করতে গেলে কী ধরনের সমস্যা তৈরি হতে পারে তার কিছু উদাহরণ নিম্নে পেশ করা হলো—

(১) পবিত্র কুরআনের সূরা আল-ফাতিহায় 'ছিরাতে মুস্তাক্বীম' এর পরিচয়ে বলা হয়েছে 'আনআমতা আলাইহিম' তথা যাদের উপর মহান আল্লাহ দয়া করেছেন তাদের পথ। আর কুরআনে এই আয়াতের পর সর্বপ্রথম যেখানে 'আনআমা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেটা বানূ ইসরাঈলের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ 'হে বানূ ইসরাঈল! তোমরা স্মরণ করো আমার দয়ার কথা, যে দয়া আমি তোমাদের উপর করেছিলাম' *(আল-বাক্বারা, ২/৪০)*।

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বি. এ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

১. মাসিক ইশাআতুল কুরআন (মে, ১৯২২ সংখ্যা), পৃ. ১৮।
২. বিস্তারিত জানতে পড়ুন : প্রবন্ধটির লেখক কর্তৃক রচিত 'মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল' গ্রন্থ।
৩. বেজদান, ১/৫৫২।
৪. এক ইসলাম, পৃ. ৪৮।
৫. উয়ূনে যমযম ফী বিলাদাতে ঈসা ইবনে মারইয়াম।
৬. মাফহূমুল কুরআন, পৃ. ১২৯।
৭. লেখকের সাথে যার ডিবেট হয়েছিল।

তথা মহান আল্লাহ বানূ ইসরাঈলের উপর দয়া করেছেন। আমাদের নিকট যদি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে ব্যাখ্যামূলক কোনো হাদীছ না থাকে, তাহলে আমরা এই ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হব যে, বানূ ইসরাঈল ছিরাতে মুস্তাক্বীমের উপর আছে তথা ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানরা সঠিক পথে আছে, কেননা তাদের উপর দয়া করার কথা মহান আল্লাহ বলেছেন।

(২) সূরা আল-বাক্বারার শুরুতেই মহান আল্লাহ বলেন, ﴿ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ 'এই কিতাবে কোনো সন্দেহ নাই' *(আল-বাক্বারা, ২/২)*। আমরা যদি কিতাবের শাব্দিক অর্থ করি তাহলে অর্থ হবে, এই লিখিত বস্তুর মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই। সেক্ষেত্রে কুরআন লিখিতভাবে দুনিয়াতে আসার কোনো প্রমাণ আমাদের কাছে নাই। তাহলে এখানে কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য কী? আমরা যদি দেখি পবিত্র কুরআনে কিতাব শব্দটি আর কোথায় কোথায় ব্যবহৃত হয়েছে তাহলে আমরা দেখব—

(ক) এই আয়াতের পর সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালাম-এর তাওরাতের জন্য কিতাব শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আল্লাহর বাণী, ﴿وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ 'আর স্মরণ করুন সেসময়ের কথা, যখন আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম' *(আল-বাক্বারা, ২/৫৩)*।

(খ) মানুষের আমলনামার জন্য আল্লাহ কিতাব শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾ 'আর যার ডান হাতে কিতাব তথা আমলনামা দেওয়া হবে' *(আল-হাক্কাহ, ৬৯/১৯; আল-ইনশিক্বাক্ব, ৮৪/৭)*।

(গ) নির্ধারিত সময় বুঝানোর জন্য কিতাব শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ 'নিশ্চয় ছালাত মুমিনদের উপর নির্ধারিত সময়ে ফরয করা হয়েছে' *(আন-নিসা, ৪/১০৩)*।

এখানে ফরয অর্থে কিতাব শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

(ঘ) লাওহে মাহফূযের কিতাবকেও কুরআনে কিতাব বলা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ 'আর জমিনের অন্ধকারে থাকা দানা, কোনো শুকনা ও সতেজ বস্তু সবকিছুই স্পষ্ট কিতাবে লিখিত রয়েছে' *(আল-আনআম, ৬/৫৯)*।

আর আমরা জানি পৃথিবীর সকল খুঁটিনাটি লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

তাহলে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে প্রদত্ত ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে শুধু কুরআন দিয়ে যদি কুরআনকে বুঝতে যাই অথবা শুধু শাব্দিক অর্থ দিয়ে কুরআনকে বুঝতে যাই, তাহলে সামান্য কিতাব দ্বারা কী উদ্দেশ্য হবে তা বুঝা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে যাবে।

(৩) আমরা যদি হাদীছ সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে দিই এবং সম্পূর্ণ খালি মাথায় কুরআন পড়া শুরু করি, তাহলে কুরআন থেকে এতটুকু প্রমাণ করা সম্ভব নয় যে, কুরআন মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। পবিত্র কুরআনে যে জায়গাগুলোতে 'মুহাম্মাদ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেখান থেকে এটা বুঝার কোনো উপায় নেই যে, ১৪০০ বছর পূর্বে জন্ম নেওয়া মরুভূমির কোনো নবীর কথা বলা হচ্ছে। কেননা 'মুহাম্মাদ' শব্দের শাব্দিক অর্থ প্রশংসিত। আর যেকোনো ব্যক্তি প্রশংসিত হতে পারে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ﴾ 'আর যারা ঈমান আনয়ন করে, সৎকাজ করে এবং মুহাম্মাদ (প্রশংসিত ব্যক্তি) এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে' *(মুহাম্মাদ, ৪৭/২)* (এই আয়াতের আমরা শাব্দিক অনুবাদ করেছি)।

'মুহাম্মাদ'-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে প্রশংসিত। আর যদি শাব্দিক অনুবাদ না ধরে মুহাম্মাদকে নাম হিসেবেও ধরি তবুও প্রমাণিত হবে না যে, তিনি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব। কেননা মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো পরিচয় পবিত্র কুরআনে তুলে ধরা হয়নি; না তাঁর নাম ও বংশ পরিচয় আর না তাঁর জন্মসাল ও জন্মস্থান, কিছুই বর্ণিত হয়নি। সুতরাং মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিচয় জানার কোনো সুযোগ থাকবে না। সেক্ষেত্রে কুরআন কীভাবে কোথায় আসল, কীভাবে আমরা পেলাম তাও জানার কোনো সুযোগ থাকবে না।

(৪) মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ 'নিশ্চয় আমরা যিকির অবতীর্ণ করেছি আর নিশ্চয়ই আমরা তার সংরক্ষণ করব' *(আল-হিজর, ১৫/৯)*।

মহান আল্লাহ কুরআনকে সংরক্ষণ করবেন এই দাবির প্রেক্ষিতেই আয়াতটি পেশ করা হয়। অথচ এই আয়াতের শাব্দিক অর্থ করলে 'যিকির' দ্বারা কুরআন বুঝানো খুব কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। কেননা 'যিকির' শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে স্মরণ করা। আর পবিত্র কুরআনে তাওরাতের জন্যও যিকির শব্দ ব্যবহার হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ﴾ 'আর আমি যাবূরে লিখেছি যিকিরের পরে' *(আল-আম্বিয়া, ২১/১০৫)*।

এখানে 'যিকির' দ্বারা যদি কোনো বই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তাওরাতই হবে। কেননা তাওরাতের পরে যাবূর অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং মহান আল্লাহ তাওরাতের হেফাযতের ওয়াদা করলেন, না-কি অন্য কোনো কিছুর স্মরণকে হেফাযতের ওয়াদা করলেন, তা শুধু কুরআন থেকে নির্ধারিত করা অসম্ভব।

(৫) আদম, শয়তান, ইবলীস ইত্যাদি চরিত্রেরও অনেকে শাব্দিক অর্থ করেছে। ইবলীস অর্থ হতাশ হওয়া, শয়তান অর্থ বিতাড়িত আর আদম অর্থ সামাজিক। এইরকম কুরআনে ব্যবহৃত নামগুলোর শাব্দিক অর্থ করলে এবং বাস্তব চরিত্রের ব্যক্তিগুলো বাদ দিয়ে দিলে কুরআনের আর কিছুই বাকি থাকবে না।

(চলবে)

মসজিদের গুরুত্ব, ফযীলত ও আদব

-মাহবুবুর রহমান মাদানী*

মসজিদ তৈরির উদ্দেশ্য হলো, সেখানে ছালাত আদায়, আল্লাহর যিকির, কুরআন তেলাওয়াত ও দ্বীনের আলোচনা করা। মসজিদগুলোতে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে এবং তাঁর সাথে অন্য কারো ইবাদাত করা চলবে না। যেমন— ইয়াহূদী ও নাছারারা তাদের উপাসনালয়ে শিরক করে থাকে। অন্যদিকে ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস, মিথ্যা কর্মকাণ্ড এবং বিদআতী আলোচনা থেকেও মসজিদকে মুক্ত রাখতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ 'আর মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য। সুতরাং আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকেও ডেকো না' *(আল-জিন, ৭২/১৮)*। অর্থাৎ পৃথিবীর কোথাও যেন শিরকী কর্মকাণ্ড না হয়, এটা আল্লাহর ইচ্ছা। জুনদুব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সাবধান! তোমাদের আগে যারা ছিল (ইয়াহূদী ও নাছারা) তারা তাদের নবী ও নেক্কার লোকদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। 'সাবধান! তোমরা কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করো না। আমি তোমাদেরকে এ কাজ হতে নিশ্চিতভাবে নিষেধ করছি'।[১] রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার জন্য সমগ্র পৃথিবীকে মসজিদ এবং পবিত্রতা অর্জনের উপায় বানিয়ে দেওয়া হয়েছে'।[২] অন্যত্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا 'আল্লাহর নিকট সকল জায়গা হতে মসজিদই হলো সবচেয়ে প্রিয় স্থান, আর বাজার হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান'।[৩]

মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব ও ফযীলত :

মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ 'আল্লাহ তাআলা যেসব গৃহকে সমুন্নত করতে এবং সেগুলোতে তাঁর নাম স্মরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে' *(আন-নূর, ২৪/৩৬)*। এখানে গৃহ বলতে মসজিদ আর সমুন্নত করা বলতে নির্মাণ করা ও মর্যাদা প্রদান উদ্দেশ্য।[৪]

মসজিদ নির্মাণকারীর শ্রেষ্ঠত্ব : উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُذْكَرُ فِيهِ اسْمُ اللَّهُ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে যিকিরের জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি তৈরি করবেন'।[৫] জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য টিড্ডির টিবির ন্যায় বা তার চাইতেও ক্ষুদ্র একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন'।[৬]

উক্ত হাদীছে মসজিদ নির্মাণের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। অন্যথা টিড্ডির বাসার ন্যায় ঘরে তো আর ছালাত আদায় করা সম্ভব নয়। মসজিদ হতে হবে সাদাসিধে এবং কারুকার্য মুক্ত। আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ 'ক্বিয়ামত ততক্ষণ আসবে না, যতক্ষণ না মানুষ মসজিদের সৌন্দর্য ও শোভাবদ্ধন নিয়ে পরস্পর গর্ব করবে'।[৭]

মসজিদে যাতায়াতকারীর শ্রেষ্ঠত্ব : বুরায়দা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'যারা অন্ধকারে মসজিদে যায়, ক্বিয়ামতের দিনে তাদের পূর্ণ জ্যোতির সুসংবাদ দাও'।[৮] রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় মসজিদে উপস্থিত হয়, সকাল-সন্ধ্যার যখনই সে মসজিদে উপস্থিত হয়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি স্থান প্রস্তুত করেন'।[৯] অন্য হাদীছে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মসজিদে আগমনকারী ব্যক্তি আল্লাহর যিয়ারতকারী মেহমান, আর অতিথিসেবকের কর্তব্য হলো মেহমানের সম্মান করা'।[১০] আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ 'সাত ধরনের মানুষকে আল্লাহ তাআলা ক্বিয়ামতের দিন তাঁর ছায়ার নিচে আশ্রয় দিবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। তার মধ্যে এক শ্রেণির লোক সে, যার অন্তর মসজিদের সাথে লেগে থাকে। অর্থাৎ মসজিদ থেকে ছালাত আদায় করে বের হওয়ার পর আবার অন্য ছালাতে মসজিদে যাওয়ার জন্য তার মন উদগ্রীব থাকে'।[১১]

মসজিদে ছালাত আদায় করার ফযীলত : আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ঘরে বা বাজারে ছালাত আদায় করার চেয়ে মসজিদে জামাআতের সাথে ছালাত আদায় করার ছওয়াব ২৫ গুণ বেশি। তার কারণ হলো, কোনো ব্যক্তি ভালো করে ওযূ করে শুধু ছালাত আদায় করার জন্যই মসজিদে আসে। তার প্রতি ধাপের বিনিময়ে একটা মর্যাদা বেড়ে যায়, আর একটি পাপ মুছে যায়। যখন সে ছালাত আদায় করে, ফেরেশতাগণ সর্বদা তার জন্য ততক্ষণ দু'আ করতে থাকে

শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/৫৩২; মিশকাত, হা/৭১৩।
২. ছহীহ বুখারী, হা/৪৩৮।
৩. ছহীহ মুসলিম, হা/৬৭১; মিশকাত, হা/৬৯৬।
৪. সূরা আন-নূর, ২৪/৩৬-এর তাফসীর দ্রষ্টব্য।
৫. ইবনু মাজাহ, হা/৭৩৫, হাদীছ ছহীহ।
৬. ইবনু মাজাহ, হা/৭৩৮, হাদীছ ছহীহ।
৭. আবূ দাঊদ, হা/৪৪৯; ইবনু মাজাহ, হা/৭৩৯, হাদীছ ছহীহ।
৮. আবূ দাঊদ, হা/৫৬১; তিরমিযী, হা/২২৩; ইবনু মাজাহ, হা/৭৮১; মিশকাত, হা/৭২১, হাদীছ ছহীহ।
৯. ছহীহ বুখারী, হা/৬৬২; ছহীহ মুসলিম, হা/৬৬৯।
১০. আত-তবারী ফীল কাবীর, ৬/২৫৫।
১১. ছহীহ বুখারী, হা/৬৬০; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৩১; মিশকাত, হা/৭০১।

যতক্ষণ সে ছালাতে থাকে। ফেরেশতাগণ অনবরত- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ বলতে থাকে। অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা করো, হে আল্লাহ! তুমি তাকে দয়া করো। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ ছালাতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, সে সময়টা সে ছালাতের মধ্যেই থাকে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, যখন কেউ মসজিদে গেল, আর ছালাতের জন্য সেখানে অবস্থান করল, তখন সে ছালাতেই রইল'।[১২]

মসজিদ দেখাশোনা বা তত্ত্বাবধায়কের গুণাগুণ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ 'আল্লাহর মসজিদের আবাদ তো তারাই করবে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনে, ছালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায়, তারাই হবে সঠিক পথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত' *(আত-তওবা, ৯/১৮)*।

মসজিদের আদবসমূহ :

(১) মসজিদে প্রবেশের ও বের হওয়ার দু'আ পড়া : আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন বলে, اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়াবা রহমাতিক'। অর্থ: 'হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও'। আর যখন বের হবে, তখন যেন বলে, اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিং ফাযলিক'। অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি'।[১৩]

(২) মসজিদে প্রবেশ করলে বসার পূর্বে দুই রাকআত ছালাত আদায় করা : আবূ ক্বতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ 'তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, তখন দুই রাকআত ছালাত আদায় করা ছাড়া যেন না বসে'।[১৪]

(৩) মসজিদকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা : আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ فِي الدُّورِ وَأَنْ تُطَهَّرَ وَتُطَيَّبَ 'আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পাড়া-মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করতে এবং তা পরিষ্কার ও সুগন্ধিময় করে রাখতে আদেশ করেছেন'।[১৫] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, اَلْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا 'মসজিদে থুথু ফেলা গুনাহ। আর তার ক্ষতিপূরণ হলো ঐ থুথু মাটিতে পুঁতে ফেলা (দূর করা)'।[১৬] আবূ যার গিফারী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার উম্মতের ভালো-মন্দ সকল আমল আমার কাছে উপস্থিত করা হলো। তখন আমি তাদের ভালো কাজগুলোর মধ্যে দেখতে পেলাম, রাস্তা হতে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করা। আর মন্দ কাজগুলোর মধ্যে দেখতে পেলাম, মসজিদে ফেলে রাখা কফ যা পুঁতে ফেলা হয়নি'।[১৭]

(৪) মসজিদে হারানো বস্তুর ঘোষণা দেওয়া নিষেধ : আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا 'যে শুনতে পাবে কেউ মসজিদে হারানো বস্তুর ঘোষণা করছে, তখন শ্রবণকারী যেন বলে, 'আল্লাহ যেন তোমাকে তা আর ফিরিয়ে না দেন। কেননা মসজিদ এরূপ কাজের জন্য তৈরি করা হয়নি'।[১৮]

(৫) মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করা নিষেধ : আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ 'তোমরা কোনো ব্যক্তিকে মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখলে বলবে, আল্লাহ তোমার ব্যবসাকে যেন লাভজনক না করেন'।[১৯]

(৬) কাঁচা পেঁয়াজ, রসুন ও দুর্গন্ধ জিনিস খেয়ে মসজিদে যাওয়া নিষেধ : মুআবিয়া ইবনু কুররাহ রাহিমাহুল্লাহ হতে তার পিতা সূত্রে বর্ণিত, أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ، وَقَالَ: «مَنْ أَكَلَهُمَا فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا» وَقَالَ: «إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ آكِلِيهِمَا فَأَمِيتُوهُمَا طَبْخًا» قَالَ: يَعْنِي الْبَصَلَ وَالثُّومَ 'রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুটি গাছ তথা (কাঁচা) পেঁয়াজ ও রসুন খেতে নিষেধ করেছেন। যে তা খাবে, সে যেন আমাদের মসজিদের কাছে না আসে। তিনি আরো বলেন, 'যদি তোমাদের একান্তই খেতে হয়, তবে তা পাকিয়ে দুর্গন্ধ দূর করে খাও'।[২০] অতএব, বিড়ি-সিগারেট পান করে মসজিদে যাওয়া আরো কঠিনভাবে নিষিদ্ধ।

(৭) মসজিদে দণ্ড কার্যকর করা নিষেধ : হাকেম ইবনু হিযাম রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ 'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে ও তথায় কবিতা পাঠ ও হদ্দ (কৃত অপরাধের ইসলামে নির্ধারিত) শাস্তি কার্যকর করতে নিষেধ করেছেন'।[২১]

পরিশেষে বলতে চাই, আমাদের উপর্যুক্ত আলোচনা মেনে আমল করা এবং মসজিদের আদবগুলো যথাযথভাবে পালন করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দিন- আমীন!

১২. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৭; মিশকাত, হা/৭০২।
১৩. ছহীহ মুসলিম, হা/৭১৩; মিশকাত, হা/৭০৩।
১৪. ছহীহ বুখারী, হা/৪৪৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৭১৪; মিশকাত, হা/৭০৪।
১৫. আবূ দাঊদ, হা/৪৫৫; তিরমিযী, হা/৫৯৪; ইবনু মাজাহ, হা/৭৫৯, হাদীছ ছহীহ।
১৬. ছহীহ বুখারী, হা/৪১৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৫৫২; মিশকাত, হা/৭০৮।
১৭. ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৩; মিশকাত, হা/৭০৯।
১৮. ছহীহ মুসলিম, হা/৫৬৮; মিশকাত, হা/৭০৬।
১৯. তিরমিযী, হা/১৩১২; মিশকাত, হা/৭৩৩, হাদীছ ছহীহ।
২০. আবূ দাঊদ, হা/৩৮২৭; মিশকাত, হা/৭৩৬, হাদীছ ছহীহ।
২১. আবূ দাঊদ, হা/৪৪৯০; মিশকাত, হা/৭৩৪, হাসান।

www.al-itisam.com

তাফসীর করার মূলনীতি

*-সাঈদুর রহমান**

মহান আল্লাহ বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে খাঁটি তওবা করো’ *(আত-তাহরীম, ৬৬/৮)*। বাংলাদেশের জনৈক বক্তা উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা নাসুহা নামক ব্যক্তির মতো তওবা করো’। চলুন আমরা দেখি এই আয়াতের ব্যাখ্যা কী? তাফসীরে কুরতুবীতে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, ‘তওবাতুন নাছূহা হলো মুখে ক্ষমা প্রার্থনা করা, অন্তরে অনুশোচনা করা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ভবিষ্যতে সেই গুনাহ থেকে দূরে রাখা’। শুধু ওই বক্তা নয়, আমাদের দেশে বহু মুফাসসির এই ধাঁচের। চলছে শীতকাল। শুরু হয়েছে তাফসীর মাহফিল। তাফসীরের নামে ওয়ায-মাহফিলে কী যে হয়, তা জ্ঞানী মাত্রই অনুধাবন করতে পারবেন। অনেক বক্তা মুফাসসির সেজে বসে আছেন। শুরুতে নামের আগে টাইটেল লাগান আল্লামা মুফাসসিরে কুরআন অমুক। অথচ তিনি তাফসীর করেন মনগড়া। আমাদের দেশের অনেক মুফাসসির তাফসীর করার মূলনীতি জানেন না। এখন যেহেতু শীতকাল চলছে, সেহেতু বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন অনুভব করছি।

কুরআনের তাফসীর পাঁচভাবে করতে হবে—

(১) আমাদের প্রথমে কুরআনের তাফসীর কুরআন দিয়েই করার চেষ্টা করতে হবে। কুরআন নিজেই অনেক অস্পষ্ট আয়াতের তাফসীর করেছে। যেমন- আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ - الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ - لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ‘জেনে রাখো, আল্লাহর অলীদের (বন্ধুদের) কোনো ভয় নেই, চিন্তা নেই। (আল্লাহর অলী হলেন, তারা) যারা ঈমান এনেছে ও তাক্বওয়া অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য পার্থিব জগতে ও পরকালে সুসংবাদ রয়েছে। আল্লাহর কালেমাসমূহের কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই হচ্ছে মহাসফলতা’ *(ইউনুস, ১০/৬২-৬৪)*। এই আয়াতে কুরআনই কারা আল্লাহর অলী তাদের ব্যাখ্যা দিয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿الْقَارِعَةُ - مَا الْقَارِعَةُ - وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ - يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ - وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾। ‘মহাপ্রলয়! মহাপ্রলয় কী? মহাপ্রলয় সম্পর্কে আপনাকে কীসে জানাবে? (যেদিন মহাপ্রলয় হবে) সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো, আর পর্বতসমূহ হবে বিক্ষিপ্ত পশমের মতো’ *(আল-ক্বারিআহ, ১০১/১-৫)*। এই আয়াতে কুরআনই الْقَارِعَةُ এর ব্যাখ্যা দিয়েছে।

(২) কুরআনে যদি কুরআনের অস্পষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা না থাকে, তাহলে হাদীছ দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ আমরা আপনার কাছে কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের কাছে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা করতে পারেন এবং যাতে তারা চিন্তাভাবনা করতে পারে’ *(আন-নাহল, ১৬/৪৪)*। এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে কুরআনের ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব দিয়েছেন। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হাদীছে বলেন, أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ। ‘জেনে রাখো! আমাকে কিতাব এবং তার অনুরূপ কিছু দেওয়া হয়েছে’।[১] ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘অনুরূপ কিছু দেওয়া হয়েছে’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সুন্নাহ।[২]

কুরআনের তাফসীর যে হাদীছ দিয়ে হয়েছে, তার কিছু উদাহরণ নিচে পেশ করা হলো—

আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, لَمَّا نَزَلَتِ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ فَنَزَلَتْ ﴿لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ ‘যখন এ আয়াত নাযিল হলো, “যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানের সাথে যুলমের সংমিশ্রন ঘটায়নি” *(আল-আনআম, ৬/৮২)*। তখন নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর ছাহাবীগণ বললেন, আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি আছে যে, নিজের ঈমানের সাথে যুলমের সংমিশ্রন ঘটায়নি? তখন এ আয়াত নাযিল হয়, ‘আল্লাহর সঙ্গে শরীক করো না। কেননা শিরক হচ্ছে মহা যুলুম’ *(লুক্বমান, ৩১/১৮)*।[৩] এখানে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যুলমের ব্যাখ্যা করেছেন শিরক।

আবূ উমামা আল-বাহেলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ‘আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বিদায় হজ্জের দিন তাঁর খুৎবায় বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক হক্বদারকে

---

* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. আবূ দাঊদ, হা/৪৬০৪, হাদীছ ছহীহ।
২. তাফসীর ইবনু কাছীর, ১/১০।
৩. ছহীহ বুখারী, হা/৩৪২৮।

তার হক্ব দিয়ে দিয়েছেন। অতএব কোনো ওয়ারিসের জন্য অছিয়ত করা যাবে না'।[৪] এই হাদীছে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অছিয়ত-সংক্রান্ত কুরআনের অস্পষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন যে, ওয়ারিশদের জন্য কোনো অছিয়ত করা যাবে না।

উক্ববা ইবনু আমের আল-জুহানী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ 'আমি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে মিম্বারের উপরে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "তোমরা তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী শক্তি অর্জন করো" *(আল-আনফাল, ৮/৬০)*। জেনে রাখো! নিশ্চয়ই শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপণ, জেনে রাখো! নিশ্চয়ই শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপণ, জেনে রাখো! নিশ্চয়ই শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপণ'।[৫] এখানে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কুরআনের অস্পষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন।

(৩) কুরআন ও সুন্নাহ থেকে কুরআনের অস্পষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা না পেলে এ বিষয়ে ছাহাবীদের কথা দ্বারা তাফসীর করতে হবে। কারণ তারা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গী ছিলেন। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় তারা উপস্থিত ছিলেন। তারা আমাদের থেকে কুরআন বেশি বুঝতেন। তাদের হৃদয় ছিল নিষ্কলুষ। স্বয়ং নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের সম্পর্কে বলেন, خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لاَ أَدْرِي ذَكَرَ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا بَعْدَ قَرْنِهِ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يَنْذِرُونَ وَلاَ يَفُونَ وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ 'তোমাদের মধ্যে আমার যুগ সর্বোত্তম, এরপর তাদের পরবর্তী যুগ, অতঃপর তাদের পরবর্তী যুগ। ইমরান রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, 'নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর যুগ বলার পর দু'বার বলেছেন, না-কি তিনবার বলেছেন, তা আমার জানা নেই'। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'এরপর এমন লোকের আবির্ভাব হবে, যারা মানত করবে কিন্তু তা পূরণ করবে না, তারা খিয়ানত করবে, আমানতদার হবে না। তারা সাক্ষ্য দেবে অথচ তাদের সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। আর তাদের মাঝে প্রকাশ পাবে শারীরিক স্থূলতা'।[৬]

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, একবার নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম টয়লেটে গেলেন, তখন আমি তাঁর জন্য ওযূর পানি রাখলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কে রেখেছে?' তাঁকে জানানো হলে তিনি বললেন, اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ 'হে আল্লাহ! আপনি তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করুন'।[৭] এই হাদীছে দেখুন নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা-এর জন্য বিশেষভাবে দু'আ করেছেন।

আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, وَاللهِ الَّذِيْ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا أُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أُنْزِلَتْ وَلَا أُنْزِلَتْ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيْمَ أُنْزِلَتْ وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّيْ بِكِتَابِ اللهِ تُبَلِّغُهُ الإِبِلُ لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ 'আল্লাহর কসম! যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আল্লাহর কিতাবের অবতীর্ণ প্রতিটি সূরা সম্পর্কেই আমি জানি যে, তা কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং প্রতিটি আয়াত সম্পর্কেই আমি জানি যে, তা কোন ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আমি যদি জানতাম যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত এবং সেখানে উট পৌঁছতে পারে, তাহলে সওয়ার হয়ে সেখানে পৌঁছে যেতাম'।[৮]

ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, كانوا إذا تعلَّموا عَشْرَ آياتٍ لم يُجاوِزوهنَّ إلى العَشْرِ الأُخَرِ حتى يَعلَموا ما فيهنَّ فكُنا نتعلَّمُ القُرْآنَ والعَمَلَ به 'ছাহাবীগণ যখন ১০টি আয়াত শিক্ষা করতেন, তখন তারা পরবর্তী ১০ আয়াতের দিকে মনোনিবেশ করতেন না যতক্ষণ না সেসব আয়াতের ইলম শিক্ষা করতেন। কাজেই আমরা কুরআন শিখতাম এবং আমলও শিখতাম'।[৯]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কোনো ছাহাবী যদি কোনো কথা বলেন, আর আরেক ছাহাবী তার বিরোধিতা করেন, তাহলে ওই ছাহাবীর কথা গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, الصَّحَابِيُّ إِذَا قَالَ قَوْلًا وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ مِنْهُمْ لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ حُجَّةً 'কোনো ছাহাবী যদি একটি কথা বলেন আর অন্য ছাহাবী তার বিপরীত কথা বলেন, তাহলে ওই কথা দলীলযোগ্য নয়'।[১০]

এ ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় হলো, দেখতে হবে কার কথা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর কথা বা কাজের সাথে মিলে। যার কথা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর কথার সাথে মিলবে, তার কথা প্রাধান্য পাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ 'যদি তোমরা কোনো বিষয়ে মতদ্বন্দ্বে লিপ্ত হও, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে থাকো। এটাই হলো উত্তম এবং পরিণতির দিকদিয়ে উৎকৃষ্ট' *(আন-নিসা, ৪/৫৯)*।

৪. ইবনু মাজাহ, হা/২৭১৩, হাদীছ ছহীহ।
৫. আবূ দাঊদ, হা/২৫১৪, হাদীছ ছহীহ।
৬. ছহীহ বুখারী, হা/৬৬৯৫।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/১৪৩।
৮. ছহীহ বুখারী, হা/৫০০২।
৯. তাফসীর ইবনু কাছীর, ১/১১।
১০. শারহুন নাবাবী আলা ছহীহি মুসলিম, ৩/৫।

(৪) কুরআন, সুন্নাহ ও ছাহাবীদের কথা থেকে কুরআনের অস্পষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা না পেলে এ ক্ষেত্রে তাবেঈনের কথা থেকে তাফসীর করতে হবে। কারণ তারা ছাহাবীদের থেকে জ্ঞান শিখেছেন।

رأيتُ مُجاهِدًا يسأَلُ ابنَ عبّاسٍ عن تفسيرِ القرآنِ ومعهُ الواحِدُ فيقولُ له ابنُ عبّاسٍ اكتُبْ. قال حتّى سأَلَهُ عَنِ التَّفسيرِ كلِّهِ.

'আমি মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ-কে দেখেছি তিনি ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা-কে কুরআনের তাফসীর জিজ্ঞেস করতেন। তার সাথে আরো একজন ছিলেন। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা তাকে বলেন, তুমি লেখো। তিনি বলেন, মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ তাকে সম্পূর্ণ কুরআনের তাফসীর জিজ্ঞেস করেন'।[১১]

(৫) কুরআন, সুন্নাহ, ছাহাবীদের কথা ও তাবেঈনের কথা থেকেও যদি কুরআনের অস্পষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা না পাওয়া যায়, তাহলে এ ক্ষেত্রে যারা কুরআন ও হাদীছের ভাষাজ্ঞান রাখে তাদের থেকে তাফসীর গ্রহণ করতে হবে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা বলেন, التَّفْسِيرُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: وَجْهٍ تَعْرِفُهُ الْعَرَبُ مِنْ كَلاَمِهَا، وَتَفْسِيرٌ لاَ يُعْذَرُ أَحَدٌ بِجَهَالَتِهِ، وَتَفْسِيرٌ يَعْلَمُهُ الْعُلَمَاءُ، وَتَفْسِيرٌ لاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ اللَّهُ 'তাফসীর চার ধরনের- ১. আরবরা তাদের ভাষা আরবী হওয়ার সুবাদে জানে। ২. আরেক প্রকার তাফসীর সবাই জানে। ৩. আরেক প্রকার তাফসীর আলেমরা জানে। ৪. আরেক প্রকার তাফসীর শুধু আল্লাহ জানেন। অন্য কেউ জানে না।[১২] অন্যত্র ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা বলেন, نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: حَلَالٍ وَحَرَامٍ، لَا يَسَعُ أَحَدًا جَهْلُهُمَا، وَوَجْهٍ عَرَبِيٍّ تَعْرِفُهُ الْعَرَبُ، وَوَجْهِ تَأْوِيلٍ يَعْلَمُهُ الْعُلَمَاءُ، وَوَجْهِ تَأْوِيلٍ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنِ انْتَحَلَ فِيهِ عِلْمًا فَقَدْ كَذَبَ 'তাফসীর চার ধরনের। হালাল-হারাম সম্পর্কে তাফসীর সবাই জানে। আরবরা তাদের ভাষা আরবী হওয়ার সুবাদে জানে। আরেক প্রকার তাফসীর আলেমরা জানে। আরেক প্রকার তাফসীর শুধু আল্লাহ জানেন। অন্য কেউ জানে না। কেউ এই বিষয়ে জ্ঞানের দাবি করলে সে মিথ্যা দাবি করেছে'।[১৩]

শীতকালে আমরা যারা সাধারণ জনতাকে সঠিক দিশা দেওয়ার জন্য ওয়ায-নছীহত করে থাকি, তাদের উচিত তাফসীর করার এই নীতিমালা গভীরভাবে উপলব্ধি করে আলোচনা করা।

শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য অনেক বক্তা আহলে কিতাব থেকে আগত বর্ণনা যাকে ইসরাঈলী বর্ণনা বলা হয় এগুলো দেদারসে বলে থাকেন। ইসরাঈলী বর্ণনা বলার ক্ষেত্রে লাগাম টেনে আলোচনা করার দরকার। কারণ অধিকাংশ ইসরাঈলী বর্ণনা ভুয়া, মিথ্যা। ইয়াহূদীরা বিকৃতি করে বর্ণনা করেছে। ইসরাঈলী বর্ণনার ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় হলো, যে বিষয়ে নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে বিপরীত হাদীছ পাওয়া যায়, ওই বিষয়ে বর্ণনা করা জায়েয নেই। তবে শ্রোতাদের সতর্ক করার জন্য বর্ণনা করা জায়েয আছে। আর যে বিষয়ে নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো কিছু বর্ণিত হয়নি, ওই ইসরাঈলী বর্ণনার ব্যাপারে সত্য মিথ্যা কোনো কিছু বলা যাবে না। বরং নীরবতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ আপনি মিথ্যা বললে ওইটা সত্য হলে আপনি সত্যকে মিথ্যা মনে করলেন। আর মিথ্যা হলে আপনি মিথ্যাকে সত্য মনে করলেন। এদিকে লক্ষ্য রেখেই নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 'আমার কথা পৌঁছে দাও, যদিও তা একটি আয়াত হয়। আর বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলি বর্ণনা করো। এতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু যে কেউ ইচ্ছা করে আমার উপর মিথ্যারোপ করল, সে যেন জাহান্নামকে তার ঠিকানা নির্দিষ্ট করে নিল' *(ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৬১)*।

তাছাড়া তাফসীর ত্বাবারী, তাফসীর কুরতুবী, তাফসীর ইবনে কাছীরসহ অতীত ও বর্তমানের নির্ভরযোগ্য তাফসীরগুলো থেকে আয়াতের তাফসীর দেখে উপস্থাপন করতে হবে। আর হাদীছের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলো দেখে সঠিক ব্যাখ্যা নিতে হবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের কুরআন-হাদীছ বুঝে ব্যাখ্যা করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

হালাল চয়েস ফুড

সকল জেলায় কুরিয়ারের মাধ্যমে হোম ডেলিভারী করা হয়

ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন

০১৭৫১-১৮৯৯৫৫, ০১৫১৫-৬৪৮২১২

সু-খবর ! সু-খবর ! সু-খবর !

'ভেজালমুক্ত মধু পান, সুস্থ থাকবে জাতির প্রাণ'

আমাদের পণ্য সমূহ

১০০% খাঁটি

মধু (লিচু ফুল, সরিষা ফুল, বরই ফুল, মিশ্র ফুল, কালোজিরা, সুন্দরবনের বিখ্যাত খলিশা ফুল) মধুময় বাদাম, দানাদার ঘি, উন্নত মানের খেজুর, কালোজিরা তেল, সরিষার তেল, মৌসুমের খেজুরের গুড়। **বি.দ্র. ইসলামী বই পাওয়া যায়।**

প্রোপাইটার

মোঃ আব্দুল্লাহ আল-মামুন

ঠিকানা : ছোটবনগ্রাম (চন্দ্রিমা থানা), নওদাপাড়া (আমচত্বর), ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

Halal Choice Shop, Md. Abdullah Al-Mamun, Abdullah Mamun

আল্লাহর রহমতে ১০০% খাঁটি খাবার পাবেন, ইনশাআল্লাহ।

১১. তাফসীর ইবনু কাছীর, ১/১২।

১২. তাফসীর ইবনু কাছীর, ১/১৫।

১৩. প্রাগুক্ত।

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ঈমানের আলো ও মুনাফেক্বীর অন্ধকার

মূল : ড. সাঈদ ইবনু আলী ইবনে ওয়াহাফ আল-ক্বাহত্বানী রাহিমাহুল্লাহ
*-অনুবাদ : হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন**

(পর্ব-৮)

(নয়) আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ 'আর যখনই কোনো সূরা নাযিল করা হয়, তারা একে অপরের দিকে তাকায়। (এবং বলে,) 'তোমাদেরকে কি কেউ দেখছে'? অতঃপর তারা (চুপিসারে) প্রস্থান করে। আল্লাহ তাদের হৃদয়কে সত্যবিমুখ করে দেন একারণে যে, তারা বোধশক্তিহীন সম্প্রদায়' *(আত-তওবা, ৯/১২৭)*। কোনো একটি সূরা নাযিল হলে ঐ সূরার প্রতি আমল ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় হয়ে মুনাফেক্বরা একে অপরের দিকে দৃষ্টি দেয় এবং মুমিনদের চোখের আড়াল হওয়ার সুযোগের অপেক্ষা করে। অতঃপর পলায়ন করে চলে যায় এবং বিমুখ হয়ে ফিরে যায়। তাই তাদের কাজের ধরন থেকেই আল্লাহ তাদের শাস্তির প্রতিদান দেন। সুতরাং যখনই তারা আমল পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাদের অন্তরগুলো পরিবর্তন করে দেন, হক্ব থেকে বিরত রাখেন এবং বিনা সাহায্যে ছেড়ে দেন। কারণ তারা তৃণমূল জাতি তাদের উপকার সাধন করে এমন কোনো বুঝই তারা বুঝে না। কেননা যদি তারা বুঝতই, তাহলে যখন কোনো সূরা নাযিল হতো তারা তার প্রতি ঈমান আনত এবং তাঁর আদেশের নিকট অনুগত থাকত'।[১] যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾ 'আর তাদের মধ্যে এমন কতক রয়েছে, যারা তোমার প্রতি মনোযোগ দিয়ে শোনে। অবশেষে যখন তারা তোমার কাছ থেকে বের হয়ে যায়, তখন তারা যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে বলে, 'এইমাত্র সে কী বলল?' এরাই তারা, যাদের অন্তরসমূহে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তারা নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেছে' *(মুহাম্মাদ, ৪৭/১৬)*। তিনি অন্যত্র বলেন, ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ 'তবে আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, যে তার প্রবৃত্তিকে আপন ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? তার কাছে জ্ঞান আসার পর আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন এবং তিনি তার কান ও অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। আর তার চোখের উপর স্থাপন করেছেন আবরণ। অতএব, আল্লাহর পর কে তাকে হেদায়াত করবে? তারপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?' *(আল-জাছিয়া, ৪৫/২৩)*।

(দশ) নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا 'ঐ ছালাত হলো মুনাফেক্বের ছালাত, যে বসে বসে সূর্যের প্রতি তাকাতে থাকে আর যখন তা ডুবতে বসে, তখন উঠে গিয়ে চার বার ঠোকর মেরে আসে। এভাবে সে আল্লাহকে কমই স্মরণ করতে পারে'।[২] এই হাদীছে মুনাফেক্বের দু'টি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো—

(১) ছালাত বিলম্ব করে আদায় করা। (২) ঠোকর মেরে ছালাত আদায় করা এবং ছালাতে অল্পই আল্লাহকে স্মরণ করা।

(এগারো) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا 'এশা ও ফজরের ছালাত আদায় করা মুনাফেক্বের জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন। তারা যদি জানত যে, এ দু'টি ছালাতের পুরস্কার বা ছওয়াব কত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে বুক হেঁচড়ে হলেও তারা এ দুই ওয়াক্ত (ছালাত) জামাআতে উপস্থিত হত'।[৩] হাদীছটিতে সংক্ষিপ্ত পরিসরে মুনাফেক্বদের নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশ পেয়েছে:

(১) তারা ঈমানের দাবি করে অথচ তারা মিথ্যাবাদী। (২) তারা আল্লাহকে ও যারা ঈমান এনেছে, তাদেরকে ধোঁকা দেয়। বস্তুত শুধু তারা নিজেদেরকেই ধোঁকা দেয়। (৩) তাদের অন্তরে ব্যাধি আছে। তাই আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বৃদ্ধি করেন। (৪) তারা সংশোধন-সংস্কারের দাবি করে।

---

* নারায়ণপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

১. আল্লামা সা'দী, তায়সীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান, পৃ. ৩১৩।

২. ছহীহ মুসলিম, 'মসজিদ ও ছালাতের স্থানসমূহ' অধ্যায়, 'আছরের ছালাত আগে আগে আদায় করা মুস্তাহাব' অনুচ্ছেদ, ১/৪৩৪, হা/৬২২।

৩. ছহীহ বুখারী, 'আযান' অধ্যায়, 'এশার ছালাত জামাআতে আদায় করার ফযীলত' অনুচ্ছেদ, ১/১৮১, হা/৬৫৭; ছহীহ মুসলিম, 'মসজিদ ও ছালাতের স্থানসমূহ' অধ্যায়, 'জামাআতে ছালাত আদায়ের ফযীলত এবং তা পরিত্যাগকারীর প্রতি কঠোরতা' অনুচ্ছেদ, ১/৪৫১, হা/৬৫১।

www.al-itisam.com

অথচ তারাই বিশৃঙ্খলাকারী। (৫) তারা মুমিনদের নির্বোধ হওয়ার অভিযোগ করে। (৬) তারা মুমিনদের নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে ও তাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। (৭) হেদায়াতের বিনিময়ে তারা ভ্রষ্টতা ক্রয় করে। (৮) তাদের কথা সুন্দর অথচ তারা প্রচণ্ড ঝগড়াটে। (৯) তাদের অন্তরে যা আছে তার উপর তারা আল্লাহকে সাক্ষী রাখে, অথচ তারা মিথ্যাবাদী। (১০) বাতিল পন্থায় বিতর্কে পারদর্শী। (১১) মানুষের থেকে আড়াল হলেই বাতিলের মধ্যে চেষ্টা চালায়। (১২) যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহকে ভয় করো, তখন আত্মগরিমা তাদেরকে অধিকতর পাপে লিপ্ত করে। (১৩) তারা কাফেরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাদের সাহায্য করে ও তাদের সেবা করে। (১৪) তারা কাফেরদের নিয়ে গর্ব করে এবং তাদের মাধ্যমে সাহায্য নেয়। (১৫) ছালাতে যখন দাঁড়ায়, অলস অবস্থায় দাঁড়ায়। (১৬) তারা মানুষদেরকে তাদের আমলগুলো দেখায়। (১৭) তারা কমই আল্লাহকে স্মরণ করে। (১৮) তারা মুমিন ও কাফেরদের মাঝে দোদুল্যমান থাকে। (১৯) তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কে অবিশ্বাস করে। (২০) মুনাফেক্বরাই ফাসেক্ব বা আল্লাহর আনুগত্য-বিচ্যুত। (২১) অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও (বাধ্য হয়ে) তারা দান করে। (২২) মুনাফেক্বরা একে অপরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে। (২৩) তারা তাদের হাতগুলোকে গুটিয়ে রাখে, তাই তারা কল্যাণের পথে ব্যয় করে না। (২৪) তারা অসৎকাজের আদেশ দেয় এবং সৎকাজ হতে বাঁধা দেয়। (২৫) তারা আল্লাহকে ভুলে থাকে। তাই আল্লাহ তাদের ভুলে যান। (২৬) মুমিনদের মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত দান করে, তাদের কটাক্ষ করে। (২৭) তারা ছালাতের সময় হতে বিলম্ব করে ছালাত আদায় করে। (২৮) তারা ঠোকর মেরে ছালাত আদায় করে এবং ছালাতে তারা কমই আল্লাহকে স্মরণ করে। (২৯) তাদের উপর সবচেয়ে কঠিন ও ভারী ছালাত হলো এশা ও ফজরের ছালাত। (৩০) তারা জামাআতের সঙ্গে ছালাত আদায় করা হতে বিলম্ব করে। (৩১) তাদের অন্তরসমূহ নিষ্ঠুর এবং বিবেকসমূহ অপূর্ণ। (৩২) তারা দ্বীন বা ধর্ম হিসেবে ইসলামের প্রতি সন্তুষ্ট নয়। (৩৩) তাদের কামনা-বাসনার সঙ্গে যেটুকু মিলে, সেটুকুই তারা দ্বীন বা ধর্ম থেকে গ্রহণ করে। (৩৪) তারা যা বলে, তা করে না। (৩৫) শান্তি বা যুদ্ধবিরতির সময় তারা বীরত্ব প্রকাশ করে। অথচ যুদ্ধক্ষেত্রে তারা ভীতু-কাপুরুষ। (৩৬) তারা একে অপরের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট বিচার নিয়ে যায় না। (৩৭) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর ফয়সালা থেকে তারা নিজেদের মধ্যে অসুবিধা ও সংকীর্ণতা পায়। (৩৮) তারা মুমিনদের জিহাদ করতে বলে না। (৩৯) আল্লাহর রহমত থেকে তারা নিরাশ হয় এবং তাঁর সাহায্যের ব্যাপারে তাদের আশার অবসান হয়। (৪০) তারা তাদের জিহাদ দ্বারা দুনিয়াকে উদ্দেশ্য করে এবং যখন তারা এর থেকে নিরাশ হয়, তখন তারা জিহাদ না করে বসে থাকে। (৪১) ঝগড়া-বিতর্কের সময় তারা সত্যচ্যুত হয়। (৪২) তারা গোপন পন্থায় ও ইসলামের নাম দিয়ে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। (৪৩) তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থগুলোই কেবল তারা গুরুত্ব দেয়। (৪৪) তারা একনিষ্ঠ আলেমদের ব্যাপারে মিথ্যা ও বাস্তবতা পরিবর্তনের দোষারোপ করে। (৪৫) তারা ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয়ের উসকানি দেয়। যাতে মানুষদের ইসলামে প্রবেশ করা হতে বিরত রাখতে পারে। (৪৬) তারা দ্বীনের সাহায্যকারীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। (৪৭) কথাবার্তায় তারা মিথ্যা বলে। (৪৮) আল্লাহ, তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও মুমিনদের সাথে তারা খেয়ানত করে। (৪৯) তারা ওয়াদা ভঙ্গ করে। (৫০) তাদের প্রত্যেকের দুটি মুখ। মুমিনদের জন্য এক মুখ এবং দ্বীনের জন্য শত্রুদের জন্য আরেক মুখ। (৫১) তাদের উপকার দেয় এমন কিছু তারা বোধগম্য করে না, তাদের উপকার সাধন করে এমন কিছু তারা শুনে না এবং আল্লাহর যে সমস্ত আয়াত তাঁর ক্ষমতা প্রমাণ করে সেগুলোর দিকে তারা দৃষ্টি দেয় না। (৫২) তাদের কারো শপথ তাঁর কথার পূর্বে আসে। কারণ সে জানে মুমিনদের অন্তর তাঁর প্রতি আস্থা রাখে না। (৫৩) কল্যাণ হতে তাদের অন্তর অমনোযোগী এবং তাদের দেহগুলো তার দিকেই ছুটে যায়। (৫৪) তারা সবচেয়ে খারাপ অন্তরের এবং সবচেয়ে সুন্দর দেহের মানুষ। (৫৫) তারা নিফাক্বের (মুনাফেক্বীর) গোপন বিষয়গুলো গোপন করে। অতঃপর আল্লাহ তাদের মুখমণ্ডল ও তাদের যবানে সেগুলো প্রকাশ করেছেন। (৫৬) দুনিয়ার জন্য তারা চুক্তি ভঙ্গ করে। (৫৭) তারা কুরআনুল কারীম নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে।

এগুলো মুনাফেক্বদের বৈশিষ্ট্য। হে মুসলিম! আপনার নিকট মৃত্যু আসার পূর্বেই এগুলো থেকে সতর্ক হোন। এই বৈশিষ্ট্যগুলো উদাহরণস্বরূপ বলা হলো'।[৪] আল্লাহর কুরআন ও নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সুন্নাহ (হাদীছে) মুনাফেক্বদের অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। দুনিয়াতে ও আখেরাতে আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও সুস্থতা কামনা করি।

(চলবে)

---

৪. ইবনুল ক্বাইয়িম, ছিফাতুল মুনাফেক্বীন, পৃ. ৪; ড. আব্দুল আযীয হুমায়দী, আল-মুনাফেকূনা ফিল কুরআনিল কারীম, পৃ. ৪৪১।

আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির রূপরেখা

*-মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ**

আমাদের জীবন শিক্ষার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে এ পথে ছুটে চলেছে অগণিত মানব সন্তান। শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি পৃথিবীর বুকে উন্নতি করতে পারে না। শিক্ষা চোখ খুলে দিয়ে মনুষ্যত্ব বিকাশে সহায়তা করে। শিক্ষা মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর অন্যতম। আত্মোপলব্ধি, আত্মগঠন, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, সমাজ সচেতনতা সৃষ্টি, ব্যক্তির আচরণিক ও আবেগিক পরিবর্তন, দেশ ও জাতির সভ্যতা সংস্কৃতির বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রয়োজনে শিক্ষাগ্রহণ একান্ত আবশ্যক।

শিক্ষার প্রয়োজন শুধু মানুষের জন্য। মানুষের সঙ্গে শিক্ষার যে ঘনিষ্ঠতা এমন আর কোনো প্রাণীর বেলায় নেই। সৃষ্টির শুরু থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মানুষ শিক্ষাগ্রহণ করে আসছে। পৃথিবীর বয়স যতই বাড়ছে মানুষের চিন্তা, চেতনা ও চাহিদা ততই প্রসারিত হচ্ছে। হাজার বছর আগের শিক্ষাব্যবস্থা আর আজকের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে অনেক তফাত।

শিক্ষা কী?

আল্লাহ কুরআনুল কারীমে বলেছেন, ﴿إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ 'যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন' *(আলে ইমরান, ৩/১৬৪)*।

এখানে আল্লাহর আয়াত পড়ে শোনানোর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর কুরআনের আয়াত বা তাঁর কুদরতের নিদর্শন যাতে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো সন্দেহ না থাকে, কিতাবের জ্ঞানের অর্থ হচ্ছে ভালোমন্দ চেনার জ্ঞান, হিকমত অর্থ হচ্ছে জীবনযাপনের কৌশল। এই হিকমতের মধ্যে রয়েছে সমাজবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, প্রকৌশল, চিকিৎসাসহ সকল ধরনের জ্ঞান। আর অন্তঃকরণ পবিত্র করার অর্থ হচ্ছে আত্মা বা রূহকে এতটা উন্নত করা যাতে তা যে কোনো খারাপ বা অকল্যাণ কাজের দিকে ধাবিত না হয়। শিক্ষার এতটা পরিচ্ছন্ন ও পরিপূর্ণ সংজ্ঞা আর কেউ দিতে পারেনি।

মন এবং আত্মার উন্নতি সাধন যদি শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে ধর্মের সাথে শিক্ষার যোগাযোগ অপরিহার্য। কারণ মন ও আত্মার উন্নয়ন, বিশ্বমানবতার কল্যাণ কামনায় তার বাস্তব প্রয়োগ ধর্ম ছাড়া সম্ভব নয়।

শিক্ষাব্যবস্থার ইতিকথা : গোলাম জাতির শিক্ষাব্যবস্থা আর স্বাধীন জাতির শিক্ষাব্যবস্থা এক হতে পারে না। আমরা পরপর দুইবার স্বাধীনতা লাভ করলেও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার চুলচেরা পরিবর্তন হয়নি। ব্রিটিশরা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এদেশ দখল করার পর প্রথমদিকে দেশপ্রেমিক নাগরিকদের কাছ থেকেই প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়।

ইংরেজরা এসব স্বাধীনতা সংগ্রাম, যা তাদের ভাষায় বিদ্রোহের কারণ খুঁজতে গিয়ে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই এর বীজ আবিষ্কার করে। তাই তারা নযর দেয় শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনের। কারণ কোনো জাতিকে ধ্বংস করতে হলে তার শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করে দিতে পারলেই যথেষ্ট।

ইংরেজরা তাদের অনেক শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ এবং ঝানু ঝানু আমলাদের দ্বারা গঠিত বিভিন্ন কমিশন তৈরি করে শিক্ষাব্যবস্থার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে এদেশের মানুষের মধ্য থেকে স্বাধীনতার চেতনা শেষ করে দিয়ে স্থায়ী গোলামির মানসিকতা তৈরির সিদ্ধান্ত নিল। অবশেষে লর্ড ম্যাকেলের নেতৃত্বে গঠিত কমিশন ইংরেজ সরকারের ইচ্ছা পূরণের মতো শিক্ষাব্যবস্থা কাঠামো তৈরি করে দিল। শিক্ষাব্যবস্থা কেমন হবে তার ভূমিকা লিখতে গিয়ে লর্ড ম্যাকেলে পরিষ্কার ভাষায়ই লিখলেন, আমরা এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা এখানে ক্বায়েম করতে চাই, সে ব্যবস্থায় যারা লেখাপড়া করবে তারা রঙে, ভাষায় এবং চেহারায় হবে ভারতীয়; কিন্তু চিন্তা-চেতনা, ভাবনা ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে হবে ব্রিটিশেরই মানস সন্তান।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজও সেই শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন হয়নি। ইংরেজরা আমাদের দেশ দখল করার পূর্বে এখানে একটি সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা ছিল। একই প্রতিষ্ঠান থেকে আলেম, সমাজতত্ত্ববিদ, সামাজিক নেতৃত্ব, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, প্রশাসনিক কর্মকর্তা তথা জাতির প্রয়োজন পূরণের জন্য সকল ধরনের জনশক্তিই সরবরাহ করত ওই শিক্ষাব্যবস্থা। এদেশের সকল ধর্ম ও গোত্রের লোকদের জন্যই সে শিক্ষাব্যবস্থা উপযোগী ছিল। আদর্শিক দিক থেকে সেই শিক্ষাব্যবস্থার খোঁজখবর আজকে আবার নেওয়ার প্রয়োজন।

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থায় অশুভ চিন্তা : ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা সর্বযুগে উত্তম এবং গ্রহণযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও একশ্রেণির তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা ইসলামী শিক্ষা আতঙ্কে ভোগে। কারণ শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলাম ঢুকলে তো আর সংস্কৃতির নামে অজস্র দুষ্কৃতির খেলা করা যাবে না, সহশিক্ষার নামে জ্ঞানচর্চার

* মুহিমনগর, চৈতনখিলা, শেরপুর।

বদলে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের অলিন্দে বৃন্দাবনলীলা চলবে না, নারী স্বাধীনতার নামে হাটে-ঘাটে নারীপণ্যের পসরা বসিয়ে বিনা পুঁজিতে জমজমাট ব্যবস্থা করার মওকা পাওয়া যাবে না। পার্কে ও নাইট ক্লাবে বেহায়াপনা, উলঙ্গপনা আর খেমটা নাচের মহড়া চলবে না। নারীর বহর আর শাড়ির ঝলক দেখিয়ে তরুণদের মাথা নষ্ট করে প্রগতি আন্দোলনের ঝাণ্ডা বুলন্দ করার উপায় থাকবে না।

শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন এবং তাতে সফল হওয়ার উপায় : শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ কিছু অর্জন করতে চায় সেটা দৈহিক, মানসিক, বৈষয়িক কিংবা আত্মিকও হতে পারে। এ লক্ষ্য নির্ধারিত হয় একটা জাতি বা জনগোষ্ঠীর মৌলিক জীবনদর্শন দ্বারা। এজন্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মূল লক্ষ্য কেবল বৈষয়িক প্রগতি কিংবা কেবল আত্মিক মুক্তিই হতে পারে না; দৈহিক, মানসিক, বৈষয়িক, আত্মিক সবদিক দিয়ে জীবনকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলাই হবে এর মূল লক্ষ্য। ইসলামী শিক্ষা ধর্মীয় মূল্যবোধের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে মানুষের মধ্যে আল্লাহভীতিই উন্নত চরিত্র ও নৈতিকতা অর্জনের সর্বোত্তম মাধ্যম। কুরআনুল কারীমে এসেছে, ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ 'তোমাদের মধ্যে সেই সবচেয়ে মর্যাদাশীল, যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহভীরু' *(আল-হুজুরাত, ৪৯/১৩)*।

কাজেই কুরআনুল কারীমের আলোকে আমাদেরকে এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যা জ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখার মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করবে; শিক্ষার্থীদেরকে প্রদান করবে জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র ও অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি। তাই বর্তমানে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং তড়িৎ সমস্যা সমাধানের মানসিকতা সৃষ্টির জন্য শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোগত এবং পাঠ্যক্রমেও পরিবর্তন অপরিহার্য। বিশ্বের সমস্ত মুসলিমকে সেইভাবে তৎপর হতে হবে, যেভাবে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদীন সমস্ত মুসলিম নর-নারীকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে ইসলামী শিক্ষার যে প্রগতি আমরা অনুধাবন করতে পারি, তা যদি আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় সংযোজিত হয় তবে শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান নৈরাজ্য সমূলে উৎপাটন করা সম্ভব।

সুশিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা : মানুষের মনের সম্ভাবনাকে বিকশিত করা ও সচল করাই শিক্ষা। তবে হ্যাঁ, ইতিবাচক শিক্ষাই হচ্ছে সুশিক্ষা। সুশিক্ষা একটি জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির চাবিকাঠি। সুশিক্ষা মানুষকে আলোকিত করে এবং বাস্তবভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সাহায্য করে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য : শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়, অতি প্রাচীনকাল থেকেই মন ও মগজের সৌন্দর্য বৃদ্ধিই ছিল শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য। দার্শনিক প্লেটো বলেন, শিক্ষাই মানুষকে ভ্রান্ত অভিজ্ঞতার বন্ধন থেকে মুক্তি ও জ্ঞান অন্বেষণে সাহায্য করতে পারে। গাযালী বলেন, কর্মহীন জ্ঞান উন্মাদনা মাত্র, জ্ঞানহীন কর্ম কোনো ধর্ম নয়।

সুশিক্ষার স্বরূপ : সুশিক্ষার মাধ্যমেই মানব জীবনের সামগ্রিক উৎকর্ষতা অর্জন করা সম্ভব। সুশিক্ষার মাধ্যমেই জীবনকে খুঁজে পাওয়া যায়। শিক্ষাহীন জীবন অর্থহীন। সুশিক্ষা মানুষকে আশাবাদী, আত্মপ্রত্যয়ী, উন্নত, আলোকিত ও বিকশিত করতে পারে। নিজেকে বুঝতে, জানতে ও আবিষ্কার করতে মানুষকে অবশ্যই প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। মানুষের মধ্যে যে অফুরন্ত সম্ভাবনা রয়েছে এর আশানুরূপ ও যথার্থ বিকাশ ঘটানো সুশিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। জীবনকে দক্ষ, গতিশীল, আকর্ষণীয়, গ্রহণযোগ্য ও কল্যাণকামী করতে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। একটি জাতির অতীত-ঐতিহ্য, ইতিহাস-গৌরব, আশা-আকাঙ্ক্ষা, জাতি গঠন, রাজনৈতিক দর্শন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে সুশিক্ষা। মানব কল্যাণের পরিপন্থী সব ধরনের সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে সামগ্রিক স্বার্থে নিয়োজিত হতে প্রকৃত শিক্ষাই উদ্বুদ্ধ করে। সার্বিক অর্থে একটি সুন্দর জীবন প্রতিষ্ঠার একমাত্র মাধ্যম হতে পারে সুশিক্ষা। প্রকৃতপক্ষে সুশিক্ষা বলতে যে জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে মানুষের সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ, মানবিক উন্নয়ন, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রয়োগযোগ্য অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়, তাকেই সুশিক্ষা বা উন্নত শিক্ষা বলা হয়।

অন্যদিকে সুশিক্ষার লক্ষ্য হলো সৃষ্টিশীলতা ও মানবিক মূল্যবোধের উৎকর্ষতা। আধুনিক ধারণা মতে, সময় ও অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাই হলো সুশিক্ষা।

সুশিক্ষার জন্য শিক্ষকের ভূমিকা : একজন শিক্ষার্থীকে পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিক্ষক তার উপর অর্পিত গুরুদায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে জ্ঞানপ্রদীপ নিভে যাবে। এ পর্যায়ে দেশের সচেতন দায়িত্বশীলগণ এমন সব শিক্ষক পেতে চায়, যাদের শিক্ষকসুলভ আচরণ ও সংস্পর্শে শিক্ষাঙ্গনে সৃষ্টি হবে প্রকৃত শিক্ষার জন্য অনুকূল পরিবেশ, রচিত হবে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মাঝে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক। ফলে সুগম হবে সুশিক্ষা অর্জনের পথ।

মানুষকে জ্ঞানী করে তোলার উপায় : দেশের সকল মানুষকে জ্ঞানী করে তোলার উপায়, জাতির জীবনের মেরুদণ্ড মনুষ্যত্ব ও জ্ঞান। এ দুটি চাপা রেখে জাতিকে জাগতে বললে তারা জাগবে না। বুদ্ধির দোষে হোক বা অবস্থার চক্রে হোক,

কোনো দেশ যদি বহু মানুষের অশিক্ষা, অল্প শিক্ষাবশত অমার্জিত চিত্ত এবং জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাবোধহীন হয়ে পড়ে, তাহলে সে জাতির জীবন টেকসই হবে না। এসব লক্ষ্য মৌন আত্মার স্পন্দন আনার উপায় আছে, কোটিবদ্ধ মুখে ভাষা তুলে দেবার এক পন্থা আছে, সকল দেশের সকল সময়ে সেই পন্থা কার্যকরী হয়ে থাকে। সেই পন্থা না থাকলে কোনো জাতি বাঁচত না, উন্নত হতো না, স্বপ্ন দেখাও অসম্ভব হতো। এজন্য সুশিক্ষায় শিক্ষিত জাতি দরকার। দেশের বা জাতীয় সাহিত্যের পুষ্টিসাধন তন্মধ্যে অন্যতম পথ বা পন্থা। জাতিকে শক্তিশালী করতে প্রত্যেক সময়ে মানুষ এই পন্থা অবলম্বন করেছে।

ইসলামবিরোধী শিক্ষার কুফল : ইসলামী শিক্ষার বিপরীতে যে বস্তুবাদী, পুঁজিবাদী, সমাজবাদী ও নাস্তিক্যবাদী শিক্ষার মহড়া বিভিন্ন সমাজ ও দেশে চলছে, সে শিক্ষায় মা-বাবাকে পরম শ্রদ্ধার পাত্র না ভেবে তাদেরকে উৎপাদনের মন্ত্র ছাড়া আর কিছুই মনে করে না। শিক্ষককে গুরুজন মনে না করে মাসিক মাইনে পাওয়া খাদেম ব্যতীত অধিক কিছু ভাবতে শিখে না। নারীর ইযযত হেফাযত না করে ভোগের সামগ্রী ছাড়া অন্য কিছু ধারণা করতে পারে না। অংকের নামে দুধে পানি মেশানো এবং চক্রবৃদ্ধি সূদের হিসাব শিখায়, সাহিত্যের নামে পরকীয়া প্রেম আর নারকীয় যৌনলীলার ইন্ধন যোগায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নামে মুনাফেক্বী ও মানবীয় প্রভুত্বের মহত্ত্ব শিখানো হয়, অর্থনীতির নামে ব্যক্তিগত শোষণ (পুঁজিবাদ) বা দলীয় শোষণ (সমাজবাদ) শিক্ষা দেয়। সমাজবিজ্ঞানের নামে সৃষ্টির সেরা মানবজাতিকে বানরের বংশধর বলে সবক দেয়। আল্লাহর বাণীর চাইতে তারা ডারউইনের বাণীকে অধিক গুরুত্ব দেয়। খুলাফায়ে রাশেদীনের নেতৃত্বের বদলে তারা মাও সে তুং, লেলিন, স্টালিনের নেতৃত্বকে আদর্শ মনে করে। এমন কুধারণা সম্পন্ন শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কতটুকু? প্রশ্ন রেখে গেলাম।

ইসলামবিরোধী শিক্ষা অর্জনের ফলে ছেলেমেয়েরা মা-বাবাকে কাঁচকলা দেখায়, শিক্ষককে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখায়, অস্ত্র হাতে নিয়ে পরীক্ষা দেয়, নকলবাজি আর অসদুপায় অবলম্বন করে পরীক্ষার বৈতরণি পার হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অলিগলি, করিডোরে কপোত-কপোতীর ন্যায় জোড়ায় জোড়ায় মেলা বসায়, টেডিবাদের জয়গান গায়।

ইসলামের আলোকে আমাদের একটি শিক্ষাব্যবস্থা থাকা খুবই দরকার। যাতে জ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখার মধ্যে একটি সমন্বয় থাকবে। শিক্ষার্থীদের প্রদান করবে একটি অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি, একটি অবিভাজ্য জীবন। সুতরাং অজ্ঞতা, মূর্খতা, কুসংস্কার, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, নকল প্রবণতা ও সন্ত্রাস নিরসনে নৈতিকতা, সততা, নির্ভেজাল জ্ঞান ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ইসলামী শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

ইসলামী শিক্ষার রূপরেখা : যে শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামকে একটা পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ হিসেবে শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত থাকে, তাই ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা। এ শিক্ষা লাভের ফলে শিক্ষার্থীদের মন, মগজ, চরিত্র এমনভাবে গড়ে উঠবে, যাতে ইসলামের আদর্শে একটা রাষ্ট্র পরিচালনা করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। মুসলিম বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, শাসক, বিচারক, অর্থনীতিবিদ, সেনাপতি, রাষ্ট্রদূত ইত্যাদি সৃষ্টি করবে।

ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য :

(১) একই সাথে দ্বীন ও দুনিয়ার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হতে হবে।

(২) পার্থিব জীবনের প্রয়োজনে যত প্রকার বিদ্যা শিক্ষা করতে হয়, তা সবই ইসলামী দৃষ্টিকোণ হতে শিক্ষা দিতে হবে।

(৩) উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামের সাথে মানবরচিত বিধানের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে ইসলামের যৌক্তিকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব শিক্ষার্থীদের মনে বদ্ধমূল করতে হবে।

(৪) শিক্ষাব্যবস্থার উচ্চস্তরে মুসলিম বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, শাসক, বিচারক, অর্থনীতিবিদ, সেনাপতি, রাষ্ট্রদূতসহ উন্নতমানের মুফাসসির, মুহাদ্দিছ, ফক্বীহ ও মুজতাহিদ সৃষ্টির উপযোগী বিশেষ কোর্স থাকবে।

(৫) মৌলিক দ্বীনী শিক্ষা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য আবশ্যক।

(৬) প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ইলম অনুযায়ী আমল করার জন্য এবং নিজের শিক্ষা অন্যদের পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

(৭) আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আল্লাহর সৃষ্টির উপকার সাধনই ইলম হাছিলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

(৮) শিক্ষকগণকে চিন্তা ও কর্মে প্রকৃত মুসলিম হতে হবে।

(৯) শিক্ষাগ্রহণ, শিক্ষাদান এবং শিক্ষাকে সার্বজনীন করার জন্য পুরোপুরি চেষ্টা থাকবে, যাতে কেউ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থেকে না যায়।

(১০) প্রয়োজনীয় শিক্ষা অবৈতনিক হবে। অসমর্থক ও কপর্দকহীন ছাত্রদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের যিম্মাদারী নেওয়া হবে। প্রত্যেক সামর্থ্যবান ব্যক্তি এ ব্যাপারে সাহায্য করাকে কল্যাণজনক এবং ছাদাক্বার অর্থ এই খাতে ব্যয় করাকে উৎকৃষ্টতর ব্যয়ের খাত হিসেবে মনে করবেন।

মহান আল্লাহ ইসলামী শিক্ষার সমন্বয়ে একটি উন্নত শিক্ষাক্রম তৈরির তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

শীতকালে মুমিনের করণীয়

*-আব্দুল্লাহ আল-আমিন**

ঋতুচক্র আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম নিদর্শন। পৃথিবীর অঞ্চলভেদে ঋতুপরিক্রমা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। বাংলাদেশে সাধারণত ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শীতের মৌসুম চলে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে এই শীতকালে মুমিনদের জন্য বিশেষভাবে কিছু করণীয় থাকে। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে একজন মুমিন কীভাবে তার শীতকালকে অর্থবহ করে তুলতে পারে, সে সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

আল্লাহর শুকরিয়া আদায় : শীতকাল আমাদের জন্য আল্লাহর বিশেষ দান। এ সময় প্রচুর পরিমাণে শাকসবজি ও ফলমূল পাওয়া যায়। এই সবকিছুর প্রাচুর্যের জন্য আমাদের সর্বপ্রথম আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ-أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا-ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا-فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا-وَعِنَبًا وَقَضْبًا-وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا-وَحَدَائِقَ غُلْبًا-وَفَاكِهَةً وَأَبًّا-مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ﴾ 'মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক। আমি তো অঝোর ধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করেছি। অতঃপর মাটিকে বিদীর্ণ করেছি। আর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্যাদি, আঙুর, শাকসবজি, জলপাই, খেজুর, বহু বৃক্ষবিশিষ্ট বাগান, ফলফলাদি ও ঘাস। এসব তোমাদের ও তোমাদের পালিত পশুকুলের জীবনধারণের জন্য' *(আবাসা, ৮০/২৪-৩২)*। এজন্য আমাদের উচিত মনপ্রাণ উজাড় করে সর্বান্তকরণে আমাদের উন্নত মস্তক মহান রবের শানে অবনত করা।

বেশি বেশি নফল ছিয়াম রাখা : শীতকাল নফল ছিয়াম রাখার উপযুক্ত সময়। কারণ শীতকালে দিন থাকে খুবই ছোট। শীতকালে ছিয়াম রাখলে খুব অল্প সময় না খেয়ে থাকতে হয় এবং তেমন একটা পানিপিপাসাও লাগে না, যা ছিয়াম রাখার জন্য খুবই উপযোগী। তাই এই ঋতুতে সম্ভব হলে বেশি বেশি ছিয়াম রাখবে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শীতকালকে গনীমত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ 'শীতল গনীমত হচ্ছে শীতকালে ছিয়াম রাখা'।[১]

শীতকালে শেষরাতের ছালাত আদায়ের চেষ্টা করা : শীতকালের রাত অনেক দীর্ঘ হয়। ফলে কেউ যদি চায় তাহলে সে তৃপ্তি সহকারে ঘুমিয়ে শেষরাতে তাহাজ্জুদ ছালাত অনায়াসে আদায় করতে পারে। আল্লাহ তাআলা মুমিনদের গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে পবিত্র কুরআনে বলেন, ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ 'তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে আলাদা হয়। তারা ভয় ও আশা নিয়ে তাদের রবকে ডাকে আর আমি তাদেরকে যে রিযিক্ব দান করেছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে' *(আস-সাজদাহ, ৩২/১৬)*।

জাহান্নাম থেকে বেশি বেশি নাজাত চাওয়া : শীত ও গরম উভয়ই আল্লাহর নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إِلَى رَبِّهَا فَأَذِنَ لَهَا فِي كُلِّ عَامٍ بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ 'জাহান্নাম তার রবের কাছে অভিযোগ করে বলে, হে রব! আমার এক অংশ অন্য অংশকে খেয়ে ফেলেছে। মহান আল্লাহ তখন তাকে দুটি নিঃশ্বাস ফেলার অনুমতি দেন। একটি নিঃশ্বাস শীতকালে, আরেকটি গ্রীষ্মকালে। কাজেই তোমরা গরমের তীব্রতা এবং শীতের তীব্রতা পেয়ে থাকো'।[২]

সুতরাং আমাদের উচিত তীব্র শীতে জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তির কথা স্মরণ করে মহান আল্লাহর কাছে জাহান্নাম থেকে বেশি বেশি মুক্তি চাওয়া। কারণ তীব্র শীত বা তীব্র গরম জাহান্নামের আযাবের একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ মাত্র। আর এসব নিদর্শন আমাদেরকে আল্লাহমুখী হতে সাহায্য করে।

ওযূ ও গোসলের ব্যাপারে সচেতন হওয়া : শীতকালে ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করতে কষ্ট হবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। গ্রীষ্মকালে অনেকে ইবাদত-বন্দেগী স্বাভাবিকভাবে করলেও শীতকালে কিছুটা অলসতাবোধ করে। তাই এ বিষয়ে বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে; এমনকি শীতের মৌসুমে গরম পানি দিয়ে ওযূ করলেও ছওয়াবে কমতি হবে না। এই ঠাণ্ডাকে উপেক্ষা করে যথাযথভাবে ওযূ ও গোসল সম্পন্ন করতে হবে। কারণ পূর্ণাঙ্গরূপে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধৌত না করলে ওযূ ও গোসল ঠিকমতো আদায় হয় না। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو

* সহকারী শিক্ষক (ধর্ম), মোহাম্মদপুর উচ্চ বিদ্যালয়, তানোর, রাজশাহী।

১. তিরমিযী, হা/৭৯৭, হাদীছ ছহীহ।

২. ছহীহ মুসলিম, হা/৬১৭।

اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللّٰهِ. قَالَ « إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ 'আমি কি তোমাদেরকে এমন (কাজের) কথা বলব না, যা দ্বারা আল্লাহ তাআলা পাপরাশি দূর করে দিবেন এবং মর্যাদা উঁচু করে দিবেন?' ছাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! তিনি বললেন, 'তা হলো অসুবিধা ও কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণভাবে ওযূ করা, মসজিদে আসার জন্য বেশি পদচারণা করা এবং এক ছালাতের পর অন্য ছালাতের জন্য অপেক্ষা করা। জেনে রাখো, এটাই হলো রিবাত্ব (নিজেকে আটকে রাখা ও শয়তানের মোকাবিলায় নিজেকে প্রস্তুত রাখা)'।[৩]

শীতার্ত মানুষকে সহযোগিতায় এগিয়ে আসা : শীতকাল আমাদের কাছে আসে পরীক্ষাস্বরূপ। এই শীতকাল অনেকের কাছে রুমহিটার চালিয়ে উষ্ণতা উপভোগের চমৎকার উপলক্ষ্য আবার অনেকের কাছে হাড়কাঁপানো শীতে জীবনবাজি রেখে অস্তিত্ব রক্ষার এক চরম লড়াই। দরিদ্র ছিন্নমূল মানুষের ব্যথায় ব্যথিত হয়ে বিত্তশালী মানুষদেরকে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। মানবতার সেবায় তাদের পাশে দাঁড়িয়ে মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়ে মহান আল্লাহর আদেশ পালনে আমাদেরকে ব্রতী হতে হবে। কারণ বিপন্ন সব মানুষের পাশে দাঁড়ানোই ইসলামের আদর্শ। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾ 'আত্মীয়-স্বজনকে দাও তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। আর কিছুতেই অপব্যয় করো না' *(আল-ইসরা, ১৭/২৬)*। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, وَاللّٰهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ 'আল্লাহ তাআলা ততক্ষণ বান্দার সহযোগিতায় থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সহযোগিতায় রত থাকে'।[৪]

গরম পোশাক পরিধান করা : পোশাক মানবজাতির জন্য মহান আল্লাহর বিশেষ দান ও অনুগ্রহ। আল্লাহ তাআলা পোশাকের মাধ্যমে মানুষকে সম্মানিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। প্রচণ্ড শীত থেকে বাঁচার জন্য মহান আল্লাহ বিশেষ পোশাক দান করেছেন। আল্লাহ বলেন, وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ 'তিনি তোমাদের জন্য পোশাক সৃষ্টি করেছেন, যা তোমাদেরকে তাপ থেকে রক্ষা করে। আর সৃষ্টি করেছেন এমন পোশাক, যা তোমাদেরকে সংঘাতের সময় রক্ষা করে' *(আন-নাহল, ১৬/৮১)*।

অতএব, আমাদের উচিত তীব্র শীতে গরম পোশাক পরিধান করে শীত নিবারণ করা আর এ জন্য বেশি বেশি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা।

মোজার ওপর মাসাহ করা : আল্লাহ তাআলা মুমিনদের কষ্ট লাঘবের জন্য তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর মাধ্যমে মোজার উপর মাসাহ করার বিধান দিয়েছেন। পায়ে মোজা পরা থাকলে পা ধৌত করার পরিবর্তে মোজার উপর মাসাহ করলে ধৌত করার ফরয আদায় হয়ে যায়। এজন্য শর্ত হলো ওযূ অবস্থায় মোজা পরতে হবে। ওযূ অবস্থায় মোজা পরিধান করলে গৃহে অবস্থানকারীর জন্য এক দিন ও এক রাত আর মুসাফিরের জন্য তিন দিন ও তিন রাত মাসাহ করার সুযোগ রয়েছে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ يَعْنِي فِي الْمَسْحِ.

আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মাসাহের ক্ষেত্রে মুসাফিরের জন্য সময় নির্ধারণ করেছেন তিন দিন ও তিন রাত এবং মুক্বীম তথা গৃহে অবস্থানকারীর জন্য এক দিন ও এক রাত।[৫]

পরিশেষে বলা যায়, ঋতুচক্র আমাদের কাছে আসে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে আরো নিবিড়ভাবে চেনার জন্য। এসবকিছুর মধ্যে আল্লাহর সত্যান্বেষী বান্দাদের জন্য চিন্তার খোরাক রয়েছে। বছরের অন্য সময়ের মতো শীতকালও হোক মহান রবের আরো নিকটবর্তী হওয়ার একটি সত্যিকারের মাধ্যম। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন- আমীন!

৩. ছহীহ মুসলিম, হা/২৫১।

৪. আবূ দাঊদ, হা/৪৯৪৬, হাদীছ ছহীহ।

৫. সুনানে নাসাঈ, হা/১২৮, হাদীছ ছহীহ।

মৌচাক মধু

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন-০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

মৌচাক মধু কালোজিরা ও জয়তুন তেল পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

মৌচাক মধু কালোজিরার তেল
১০০% খাঁটি
১০০% গ্যারেন্টি
ভেজাল প্রমানে দশ হাজার টাকা পুরষ্কার

বি.এস.টি.আই অনুমোদিত

লাইসেন্স নং রাজশাহী-৫৫১৮

যোগাযোগ

প্রত্যাশা লাইফ এন্টারপ্রাইজ
শালবাগান, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ
প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ
মোবাইল : ০১৭১৪-৯২৯৯৭৭

দেশের প্রতিটি জেলা, উপজেলাও বিভাগীয় শহরে ডিলারশীপ দেওয়া হচ্ছে।

বিজয় ও কর্তৃত্ব লাভের আমল এবং ফিলিস্তীনী জনগণকে সাহায্য করার আবশ্যকতা

*[৩ জুমাদাল উলা, ১৪৪৫ হি. মোতাবেক ১৭ নভেম্বর, ২০২৩ পবিত্র হারামে মাক্কীর (কা'বা) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন **শায়খ আব্দুর রহমান আস-সুদাইস** হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর আরবী বিভাগের সম্মানিত পিএইচডি গবেষক **আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ**। খুৎবাটি **'মাসিক আল-ইতিছাম'**-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

প্রথম খুৎবা

যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যই। হে আমাদের রব! আমরা একমাত্র আপনারই গুণকীর্তন করছি, আপনার কাছেই সাহায্য চাই, আপনার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং একমাত্র আপনার কাছেই তওবা করছি। আমরা সকল কল্যাণকর কাজের জন্য একমাত্র আপনারই প্রশংসা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই, যিনি মহিমান্বিত সিংহাসনের অধিকারী। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ নবী ও মহা সম্মানিত বান্দা। তাঁর উপর দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক এবং তাঁর পরিবারবর্গ, ছাহাবী, তাবেঈ ও ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাঁর অনুসরণকারী উম্মাহর উপর শান্তি অবতীর্ণ হোক।

অতঃপর, হে আল্লাহর বান্দাগণ! সর্বোত্তম উপদেশ হলো, সকল কাজের শুরুতে ও শেষে তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি অবলম্বন করা। বিশেষ করে বিভিন্ন বালা-মুছীবত, দুর্দশা ও প্রতিকূলতার মধ্যে একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করে চলা। কেননা এই আল্লাহভীতি ব্যক্তির সকল দুঃখ-কষ্ট ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দূর করে এবং এর কারণে তার উপর আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় নেমে আসে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا- وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ 'যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য (সমস্যা থেকে উদ্ধার পাওয়ার) কোনো না কোনো পথ বের করে দিবেন। আর তাকে রিযিক্ব দিবেন (এমন উৎস) থেকে যা সে ধারণাও করতে পারে না' *(আত-ত্বালাক, ৬৫/২-৩)*।

হে মুসলিম উম্মাহ! এই ভয়ংকর বিপদ, ভয়াবহ দুর্বিপাক ও শত বাধার মধ্যেও নফসকে দুর্বলতা এবং ভেঙে পড়া থেকে রক্ষা করা এবং সম্মান ও বিজয় লাভের মাধ্যমগুলো অবলম্বন করা জরুরী। আজ এই কঠিন সংকটময় মুহূর্ত ও ঐতিহাসিক যুগ অমানিশা আমাদের জাতিকে চারদিক থেকে ঘিরে নিয়েছে। মুসলিম উম্মাহ আজ চতুর্মুখী প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ 'আল্লাহ তাঁর কাজের ব্যাপারে পূর্ণ কর্তৃত্বশীল। কিন্তু অধিকাংশ লোকই (তা) জানে না' *(ইউসুফ, ১২/২১)*।

হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয় আল্লাহর চিরন্তন রীতি হলো, তিনি প্রতিটি জিনিসের পিছনে কিছু কারণ বা মাধ্যম, ফলাফল এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য ও আনন্দের বিষয় স্থির করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের উক্ত মাধ্যমগুলো গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তারা চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছার মাধ্যমে সম্মান ও আল্লাহর সাহায্য লাভ করতে সক্ষম হয়।

দয়াময় শক্তিধর আল্লাহর সাহায্যের আশাবাদী ঈমানদার ও তাওহীদপন্থী ব্যক্তিদের উপর আবশ্যক হলো আল্লাহর সাহায্য, সম্মান ও ক্ষমতা লাভের মাধ্যমগুলো দ্বারা নিজেদেরকে সজ্জিত করা এবং সকল স্থান ও সকল সময়ে তা ধারণ করা।

নিশ্চয় মুমিন বান্দাদের উপর মহান আল্লাহর সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হলো তিনি তাদেরকে আল্লাহর সাহায্য, সম্মান ও ক্ষমতা লাভের এসব মাধ্যম সম্পর্কে অবহিত করেছেন এবং তা কুরআনুল কারীম ও পবিত্র সুন্নাহতে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর সাহায্য লাভের মাধ্যমগুলোর মধ্যে রয়েছে—

প্রথম মাধ্যম : তাওহীদ ও ইখলাছের আক্বীদার ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলা। আল্লাহর নির্দেশিত বিষয়গুলোর মধ্যে তাওহীদ ও ইখলাছ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা তাওহীদ ও ইখলাছের আদলে গড়ে উঠা আমল আল্লাহর সাহায্য লাভের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ 'আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে তাঁরই জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে' *(আল-বায়্যিনাহ, ৯৮/৫)*। ছহীহাইনের মধ্যে আবূ মূসা আল-আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রশ্ন করা হলো, যে ব্যক্তি বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করে, যে ব্যক্তি গোত্রের স্বার্থ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করে, যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে এগুলোর মধ্যে কোনটি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ (বলে গণ্য হবে)? তখন (জবাবে) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে যে, আল্লাহর বাণী সমুন্নত হবে (কেবল) সে আল্লাহর রাস্তায় (বলে গণ্য হবে)'।[১]

১. ছহীহ বুখারী, হা/৭৪৫৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৯০৪।

দ্বিতীয় মাধ্যম : ঈমান ও আমলে ছালেহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ 'আর মুমিনদেরকে সাহায্য করা তো আমার কর্তব্য' *(আর-রূম, ৩০/৪৭)*। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ 'নিশ্চয় আমি আমার রাসূলদেরকে ও মুমিনদেরকে দুনিয়ার জীবনে এবং (ক্বিয়ামতে) যেদিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হবে সেদিন সাহায্য করব' *(গাফির, ৪০/৫১)*। অন্যত্রে আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, ﴿إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ 'আল্লাহ মুমিনদেরকে রক্ষা করেন (যাবতীয় মন্দ হতে)' *(আল-হজ্জ, ২২/৩৮)*।

তৃতীয় মাধ্যম : আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করা। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ 'হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন' *(মুহাম্মাদ, ৪৭/৭)*। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ-الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ 'আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁকে সাহায্য করে, আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রান্ত। (এরা হলো) যাদেরকে আমি যমীনে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা ছালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত প্রদান করে, সৎ কাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজে নিষেধ করে, সকল কাজের শেষ পরিণাম (ও সিদ্ধান্ত) আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ' *(আল-হজ্জ, ২২/৪০-৪১)*। অতএব, আল্লাহর সাহায্য লাভের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং আল্লাহর পথে দাওয়াত, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ এবং আল্লাহর যমীনে বসবাসকারী দুর্বলদের জন্য সহযোগিতা নিশ্চিত করা।

চতুর্থ মাধ্যম : কালেমার পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়া, হক্বের পথে কাতারবদ্ধ হওয়া, পরস্পরের মধ্যকার সম্পর্কগুলো ঠিক করে নেওয়া এবং পরস্পরের মধ্যে বিদ্যমান দ্বন্দ্ব, বিভেদ ও মতবিরোধ দূর করা। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ 'আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং বিভক্ত হয়ো না' *(আলে ইমরান, ৩/১০৩)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, ﴿فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ 'সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং পরস্পরের মধ্যকার অবস্থা সংশোধন করে নাও' *(আল-আনফাল, ৮/১)*। এটিই হলো উম্মাহর ক্ষমতায়নের প্রথম পথ। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, ﴿وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ 'আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং পরস্পর ঝগড়া করো না, তাহলে তোমরা সাহসহারা হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে' *(আল-আনফাল, ৮/৪৬)*।

পঞ্চম মাধ্যম : সাধ্যমতো বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক শক্তির মাধ্যমে প্রস্তুত হওয়া। মুমিনদের শক্তির পরিচয় হলো তাদের দ্বীন, জাতি এবং পবিত্র স্থানসমূহ রক্ষা করা; যা রক্ষা করা তাদের জন্য শিরোধার্য। ইসলাম একটি শক্তিশালী দ্বীন, ইজ্জত, সম্মানের নাম, যা এমন একটি কিতাব ও অস্ত্রের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যা মানুষকে পথ দেখায় ও সাহায্য করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ 'আর তাদের মোকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত করো, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে' *(আল-আনফাল, ৮/৬০)*।

ষষ্ঠ মাধ্যম : আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ 'যদি আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেন তবে তোমাদের উপর বিজয়ী কেউ নেই। আর যদি তিনি তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করেন তবে কে এমন আছে যে তোমাদেরকে এর পরে সাহায্য করবে? আর আল্লাহর উপরই যেন মুমিনগণ তাওয়াক্কুল করে' *(আলে ইমরান, ৩/১৬০)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, ﴿وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ 'আর আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল করো, যদি তোমরা মুমিন হও' *(আল-মায়েদা, ৫/২৩)*। অতএব, মহাশক্তিধর আল্লাহর উপর ভরসা করা তাঁর সাহায্য লাভ ও তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমতা লাভের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ 'আর সাহায্য কেবল পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে' *(আলে ইমরান, ৩/১২৬)*।

সপ্তম মাধ্যম : ছবর বা ধৈর্যধারণ করা ও দৃঢ় অবিচল থাকা। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ 'আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করো, তাহলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ তারা যা করে, তা পরিবেষ্টনকারী' *(আলে ইমরান, ৩/১২০)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ 'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কোনো বাহিনীর সম্মুখীন হবে তখন অবিচল থাকবে আর আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারো' *(আল-আনফাল, ৮/৪৫)*।

অষ্টম মাধ্যম : ছালাত প্রতিষ্ঠা করা, বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করা, তাঁর কাছে ইস্তিগফার করা, দু'আ করা, তাঁর কাছেই সাহায্য চাওয়া ও তাঁকেই একমাত্র আশ্রয়স্থল হিসাবে গ্রহণ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ - فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ 'তোমরা ছালাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী ছালাতের প্রতি এবং আল্লাহর সামনে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হও। যদি তোমরা ভয় করো, তবে পদচারী কিংবা আরোহী অবস্থায় ছালাত আদায় করবে। যখন নিরুদ্বেগ হবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করো যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না' *(আল-বাক্বারা, ২/২৩৮-২৩৯)*।

নবম মাধ্যম : পথভ্রষ্ট, অবাধ্য, কপটচারীদের পথ থেকে দূরে থাকা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই উম্মাহর ঘনিষ্ঠ অনুসারীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ 'আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা তাদের ঘর থেকে অহংকার ও লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে বের হয়েছে এবং আল্লাহর রাস্তায় বাধা প্রদান করে, আর তারা যা করে, আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে আছেন' *(আল-আনফাল, ৮/৪৭)*।

দশম মাধ্যম : বেশি বেশি আল্লাহর কাছে দু'আ করা। কেননা বায়তুল মাক্বদিসের পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত ভাইদের জন্য আপনাদের উপর হক্ব হলো তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে বিনয় ও নম্রতার সাথে বেশি বেশি দু'আ করা। তাদের জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া এবং অবিচল থাকা ও ক্ষমতায়নের জন্য দু'আ করা।

অতএব, আপনাদের ঈমানী ভাইদের জন্য আল্লাহর দরবারে বেশি বেশি দু'আ করুন। আপনাদের অসহায় মুসলিম ভাইদের জন্য একমাত্র আল্লাহর দরবারেই দু'আ করুন। শুধুই দু'আ করতে থাকুন। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ 'তোমার প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি (তোমাদের ডাকে) সাড়া দিব' *(গাফির, ৪০/৬০)*।

হে সৌভাগ্যবান পিতাগণ! সুস্পষ্ট বিজয়, গৌরব এবং ক্ষমতা লাভের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমগুলো গ্রহণ করার পাশাপাশি চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য দৃঢ় সংকল্প এবং আকাঙ্ক্ষার সমন্বয় ঘটাতে হবে; যাতে উম্মাহর পবিত্র ও বরকতময় ভূমি বায়তুল মাক্বদিসের পবিত্রতা অক্ষুণ্ন থাকে। যা মুসলিমদের প্রথম ক্বেবলা ও মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিচরণভূমি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলিম জাতি এক ভয়াবহ সময় পার করছে। ক্রমশ মুসলিমদের উপর বর্বর ইয়াহূদীবাদী আগ্রাসন প্রভাব বিস্তার করছে। তারা ফিলিস্তীনে দুর্বল নিরপরাধ বেসামরিক মুসলিমদের উপর বর্বর আক্রমণ চালাচ্ছে। সেখানে শত্রুরা পুরো মুসলিম জনপদকে তছনছ করে দিচ্ছে। হে আল্লাহ! আমরা আপনার দয়া কামনা করছি। আমাদের জন্য একমাত্র আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম প্রতিনিধি।

হে ফিলিস্তীনের ভূমিতে অবস্থানরত মুসলিম ভাইয়েরা! আপনারা বেশি বেশি ছবর করুন, সদা দৃঢ় অবিচল থাকুন। আমরা সকলেই আপনাদের বিজয়ের ব্যাপারে আশাবাদী, সুধারণা পোষণকারী। আল্লাহ বলেন, ﴿وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ 'আর নিশ্চয় আমার বাহিনীই বিজয়ী হবে' *(আছ-ছাফফাত, ৩৭/১৭৩)*। তিনি আরো বলেন, ﴿أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ﴾ 'জেনে রেখো! নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী' *(আল-বাক্বারা, ২/২১৪)*।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা আল্লাহর স্পষ্ট সাহায্য লাভের মাধ্যমগুলো গ্রহণ করুন। তিনি অবশ্যই আপনাদের জন্য বিজয়, সম্মান ও ক্ষমতা নিশ্চিত করবেন।

بارَكَ اللهُ لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإيَّاكم بما فيه...

দ্বিতীয় খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মুত্তাক্বীদের সাহায্যকারী। আমি আল্লাহ তাআলার অগণিত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর।

অতঃপর হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা আল্লাহকে ভয় করে চলুন। দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন যে, নিশ্চয়ই দৃঢ়তা ও ছবরের মধ্যেই আল্লাহর সাহায্য নিহিত আর চূড়ান্ত বিজয় তো কেবল সর্বশক্তিমানকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমেই অর্জিত হবে। হে মুসলিমগণ! আপনারা ইখলাছ, সততা এবং দৃঢ়তার সাথে ঈমান রাখুন। অবশ্যই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বিজয়, সম্মান ও ক্ষমতা দান করবেন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের গাযার নির্যাতিত মুসলিম ভাইদের সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে সামনে ও পিছন থেকে, ডান ও বাম থেকে, উপর ও নিচ সকল দিক থেকে হেফাযত করুন। হে আল্লাহ! আপনি গাযার আবালবৃদ্ধবনিতার প্রতি রহম করুন। হে আল্লাহ! আপনি তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করুন এবং যারা তাদের উপর যুলম করছে তাদের উপর এদেরকে বিজয় দান করুন। হে আল্লাহ! তারা আজ নিপীড়িত মাযলূম, সুতরাং তাদের বিজয় দান করুন।

নারীর রূপচর্চা ও ইসলামের নির্দেশনা

-নজমুল হাসান সাকিব*

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন’।[১] ইসলাম সৌন্দর্য চর্চার অনুমোদন দেয়। তবে এর নির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা আছে, যেন তা পাপে পরিণত না হয়। নারী মাত্রই সৌন্দর্যের প্রতি দুর্বল। নিজেকে কীভাবে সুন্দর করে উপস্থাপন করা যায় এ নিয়ে অনেকের মাঝে বেশ চঞ্চলতা দেখা যায়। ইসলাম নারীকে বৈধ সাজসজ্জা করতে বাধা দেয় না। বরং বিবাহিত নারীকে তার স্বামীর নিকট সুসজ্জিত ও পরিপাটি থাকার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করে। একজন মুসলিম নারীর যাবতীয় সাজসজ্জা ও শোভা-সৌন্দর্য হবে স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য। তাই শুরুতেই ভাবতে হবে সাজসজ্জা আপনি কার জন্য কিংবা কাকে দেখানোর জন্য করছেন। কারণ পবিত্র কুরআনুল কারীমে নারীদের সৌন্দর্য বাহিরে প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে আপন স্বামীর সামনে সাজসজ্জা কেবল বৈধই নয়, বরং করণীয়ও বটে।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজকাল মুসলিম নারী মহলে কৃত্রিম রূপচর্চা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। পার্লার ব্যবসার নামে এই মহামারি শহরের অলিগলি পেরিয়ে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ধর্মীয় বিধিবিধানের প্রতি উদাসীন নারীরা পার্লার সংস্কৃতিকে হাল ফ্যাশনের প্রতীকরূপে জানে। অথচ এসব পার্লারগুলো রূপচর্চার আড়ালে শরীআত লঙ্ঘন করছে এবং অশ্লীলতার অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। তাই এহেন পরিস্থিতিতে জানতে হবে নারীর জন্য কী ধরনের সাজসজ্জা বৈধ! এ ব্যাপারে ইসলামী শরীআতের মূলনীতি হলো—

প্রথমত, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো সাজসজ্জা হারাম হওয়ার দলীল না পাওয়া যাবে, ততক্ষণ তা বৈধ। আর হারাম হওয়ার দলীল পাওয়া গেলে অবৈধ। কারণ বস্তুর মূল হচ্ছে, ‘বৈধতা’। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ ‘আপনি বলুন, আল্লাহ নিজের বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তাকে হারাম করেছে? *(আল-আ‘রাফ, ৭/৩২)*।

দ্বিতীয়ত, কোনো নারী সাজসজ্জা করতে গিয়ে পুরুষের বেশ ধারণ করতে পারবে না। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ ‘রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম নারীর বেশ ধারণকারী পুরুষদের এবং পুরুষের বেশ ধারণকারী মহিলাদেরকে অভিশাপ করেছেন’।[২]

তৃতীয়ত, সাজসজ্জা ও রূপচর্চায় কোনো অমুসলিম বা প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত কারো অনুকরণ করা যাবে না। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ‘যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদের দলভুক্ত গণ্য হবে’।[৩]

চতুর্থত, সাজসজ্জার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর বস্তু বা প্রসাধনী ব্যবহার করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে নবী ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘নিজের ক্ষতি করা যাবে না এবং অন্যেরও ক্ষতিসাধন করা যাবে না’।[৪]

রূপচর্চায় ইসলামের নির্দেশনা :

(১) ভ্রু প্লাক করা : সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উপায়ে ভ্রু চিকন করার যে প্রথা বর্তমানে প্রচলিত আছে, তা বৈধ নয়; বরং হারাম। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত, لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ ‘আল্লাহ অভিশাপ করেছেন সেসব নারীদের, যারা দেহাঙ্গে উল্কি উৎকীর্ণ করে এবং যারা করায়, যারা ভ্রু উঠিয়ে সরু (প্লাক) করে, যারা সৌন্দর্য বাড়াতে দাঁতের মাঝে ফাঁকা সৃষ্টি করে। এরা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির মধ্যে বিকৃতি সাধনকারী’।[৫]

(২) চেহারায় উল্কি (ট্যাটু) অঙ্কন করা : উপর্যুক্ত হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, শুধু চেহারা নয়; বরং দেহের যে কোনো অঙ্গে উল্কি অঙ্কন করা হারাম।

(৩) ফেক আইল্যাস বা কৃত্রিম পাপড়ি লাগানো : মুহূর্তেই চোখের আবেদন সহস্র গুণ বাড়িয়ে দেয় ফেক আইল্যাস। ইসলামী শরীআতে তা হারাম। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ ‘আল্লাহ তাআলা পরচুলা ব্যবহারকারিণী ও যে করায় উভয়কে লা‘নত করেছেন’।[৬] কারণ এটা প্রতারণা। তাই মুসলিম বোনদের এ ধরনের মেকআপ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

(৪) দাঁত স্কেলিং করা : স্কেলিং হলো আঁকাবাঁকা দাঁত সোজা করার উদ্দেশ্যে ব্রেস পরানো। এটি কেবল ফ্যাশন কিংবা এতে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা হলে তা জায়েয নেই। পক্ষান্তরে কারো দাঁত অস্বাভাবিক বাঁকা বা অতিরিক্ত থাকলে

---

* দাওরায়ে হাদীছ (মাস্টার্স), ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা; অধ্যয়নরত (ইফতা), আল-মারকাজুল ইসলামী, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/৯১।

২. ছহীহ বুখারী, হা/৫৮৮৫।

৩. আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১, হাসান; মিশকাত, হা/৪৩৪৭।

৪. দারাকুত্বনী, হা/৩০৭৯।

৫. ছহীহ বুখারী, হা/৪৮৮৬।

৬. ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/২০৯৮।

তা সোজা করা কিংবা অন্য কোনো চিকিৎসার জন্য হলে বৈধ। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যারা অনর্থক দাঁতের মাঝে ফাঁকা তৈরি করে, হাদীছে তাদের ব্যাপারে লা'নত এসেছে'।[৭]

(৬) চোখে রঙিন পর্দা বা কন্ট্যাক্ট লেন্সের ব্যবহার : আজকাল কন্ট্যাক্ট লেন্স ফ্যাশনের অন্যতম অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে। এটি চশমার বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এটি সৌন্দর্যের জন্যও ব্যবহার করা হয়। কন্ট্যাক্ট লেন্সের ব্যবহার শুদ্ধ হতে পারে কয়েকটি শর্তে। যেমন- (১) এটি ব্যবহারে কোনো ক্ষতি প্রমাণিত হওয়া যাবে না। (২) এটি ব্যবহারের কারণে জীবজন্তুর চোখের মতো দেখা যাওয়া চলবে না। (৩) লেন্সটি যেন কারো জন্য ধোঁকার কারণ না হয়। (৪) এটি ব্যবহারে অপচয় হওয়া যাবে না। (৫) এটি যেন কারো ফেতনার কারণ না হয়।[৮]

পোশাকের সাজসজ্জার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি :

পোশাক সাজসজ্জার অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ। নারী ও পুরুষ যেহেতু পৃথক সত্তা, তাই সৃষ্টিগতভাবে তাদের মাঝে বেশ পার্থক্য আছে। সেকারণে সবকিছুতেই তা বজায় রাখা চাই। সুতরাং নারীদের জন্য পুরুষদের মতো আঁটোসাঁটো পোশাক পরিধান করা এবং তাদের সদৃশ্য অবলম্বন করা নিষিদ্ধ।[৯] পোশাকের উদ্দেশ্য হলো শরীর আবৃত করা, যা লজ্জাস্থান, সতর ও নারীদের সৌন্দর্যের স্থানগুলো ঢেকে রাখে। তাই কোনো নারীর আঁটোসাঁটো জামা, আঁটোসাঁটো বোরকা বা পাতলা পোশাক পরে বাইরে বের হওয়া জায়েয নেই।[১০]

বর্তমান ফ্যাশনের যুগে নিউ মডেল বা আধুনিক জামাকাপড় পরা তখনই বৈধ হবে, যখন তা পর্দার কাজ করবে এবং তাতে কোনো কাফেরের অনুকরণ না হবে। আর নারীদের সালোয়ার বা পায়জামা টাখনুর নিচে থাকতে হবে।[১১]

সাজসজ্জার ব্যাপারে লক্ষণীয় বিষয় : সাজসজ্জার ব্যাপারে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে— (ক) বিজাতি কিংবা প্রকাশ্য পাপাচারে লিপ্ত নারীদের অনুকরণ করার উদ্দেশ্যে হলে এসবের ব্যবহার জায়েয হবে না। (খ) মেকআপে ক্ষতিকর বস্তু বা প্রসাধনী ব্যবহার করা যাবে না। (গ) অতিরিক্ত রূপচর্চা করা যাবে না। কেননা অতিরিক্ত রূপচর্চা হয়তো ত্বকের ক্ষতি করে কিংবা অপচয়ের সীমায় পড়ে। (ঘ) যে সমস্ত প্রসাধনী হালাল বস্তু দ্বারা তৈরি, সেগুলোর ব্যবহার জায়েয।

সাজসজ্জার আরো কিছু সামগ্রী :

(১) নেইলপলিশ : নেইলপলিশ যদি পবিত্র বস্তু দ্বারা প্রস্তুত হয়, তাহলে ব্যবহার করা জায়েয। তবে নেইলপলিশ যদি চামড়ায় পানি প্রবেশে প্রতিবন্ধক হয়, তাহলে তা নখে থাকাবস্থায় ওযূ ও ফরয গোসল হবে না। নখ থেকে তুলে ওযূ ও ফরয গোসল করতে হবে। তবে পিরিয়ড অবস্থায় নেইলপলিশ ব্যবহার করলে করতে পারবে। বারবার ওযূর সুবিধার্থে পিরিয়ডের বাইরে পবিত্রাবস্থায় নেইলপলিশ ব্যবহার না করাই অধিকতর নিরাপদ।[১২]

(২) সেন্ট, পারফিউম বা বডি স্প্রে : সাধারণত সেন্ট, পারফিউম বা বডি স্প্রে ব্যবহার জায়েয, যদি তাতে ইসলাম অসমর্থিত ও ক্ষতিকর কোনো উপাদান না থাকে। তবে নারীদের জন্য তা ব্যবহার করে বাহিরে গমন করা যায়েয নেই। হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَالمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَةً 'প্রত্যেক চক্ষুই ব্যভিচারী। আর মহিলা যদি (কোনো প্রকার) সুগন্ধি ব্যবহার করে কোনো (পুরুষদের) মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, তবে সে ব্যভিচারিণী'।[১৩] তাই বাড়ির বাইরে সুগন্ধি ব্যবহার হারাম। তবে মুসলিম নারীরা গৃহের অভ্যন্তরে সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারে।[১৪]

নারীর রূপলাবণ্য, শোভা-সৌন্দর্য ও কমনীয়তা নারীর কাম্য বিষয়। স্বামী ব্যতীত অন্য কোনো গায়রে মাহরামের জন্য অঙ্গসজ্জা করা ও তা প্রদর্শন করা জায়েয নয়। কালের পরিক্রমায় নারীদের মেকআপ ও প্রসাধনী সামগ্রীর বৈচিত্র্য বেড়েছে। তাই আধুনিক কালে নিজেকে যত সংযত রাখা যাবে, আখেরাতের পথ তত সুগম হবে। একজন নারী খুব সহজেই তার চিন্তা, রুচি, মননশীলতা, রুচিশীলতা ও নান্দনিকতা তার পরিবার থেকে ধীরে ধীরে জাতীয় জীবনে ছড়িয়ে দিতে পারে। আজকের নারীসমাজ যদি স্বর্ণযুগের মুসলিম মহিলাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে, তবে দেখতে পাবে তারা সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতা নয়, বরং তাক্বওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিলেন। আল্লাহর নিকট রং, রূপ, আকৃতি, অর্থ-বিত্ত ইত্যাদির কোনো মূল্য নেই। তাঁর নিকট ওই ব্যক্তি সম্মানিত, যিনি তাক্বওয়ায় সবার চেয়ে অগ্রগামী *(আল-হুজুরাত, ৪৯/১৩)*। আল্লাহ সবাইকে তাঁর নির্দেশিত পথে চলার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

৭. ফাতহুল বারী, ১০/৩৭২।

৮. Islam Q & A, প্রশ্ন নং ৯২৬।

৯. ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৪৬।

১০. আল-মুফাছ্ছাল ফী আহকামিল মারআ, ৩/৩৩০।

১১. ফাতহুল বারী, ১০/২৫৯।

১২. আপকে মাসায়েল, ৭/১৩৭।

১৩. তিরমিযী, হা/২৭৮৬, হাসান।

১৪. তুহফাতুল আহওয়াযী, ৮/৭১।

জেরুযালেম ও বায়তুল মুকাদ্দাস : ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা

*-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক**

(পর্ব-৩)

সুলায়মান আলাইহিস সালাম -এর জীবনে জেরুযালেম : আল্লাহর নবী সুলায়মান আলাইহিস সালাম বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করেন। তিনি এটাকে প্রথম নির্মাণ করেননি; বরং পুনঃনির্মাণ বা সংস্কার করেন। কেননা হাদীছে এসেছে, মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদুল আক্বছা নির্মাণের মাঝের ব্যবধান হলো ৪০ বছর।[১] কাজেই যদি ধরা হয় যে, মাসজিদুল হারাম ইবরাহীম আলাইহিস সালাম প্রথম নির্মাণ করেছেন আর সুলায়মান আলাইহিস সালাম বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করেছেন, তাহলে উক্ত হাদীছ বাতিল সাব্যস্ত হবে। কেননা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আর সুলায়মান আলাইহিস সালাম –এর মাঝে বহু বছরের ব্যবধান রয়েছে। এজন্য মুহাক্বিক্ব উলামায়ে কেরাম বলেন যে, মাসজিদুল হারাম ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আর সুলায়মান আলাইহিস সালাম বায়তুল মুকাদ্দাস পুনঃনির্মাণ করেছেন। মসজিদ দুটি প্রথমে নির্মাণ করেছেন ফেরেশতাগণ অথবা আদম আলাইহিস সালাম অথবা তাঁর কোনো সন্তান।[২] সুলায়মান আলাইহিস সালাম ও একজন মহান নবী এবং বাদশাহ ছিলেন। মহান আল্লাহ বাতাস ও লোহাকে তার অধীনস্থ করে দিয়েছিলেন। জিন, পাখি, পিঁপড়াসহ প্রায় সকল সৃষ্টিজীবের উপর তাকে ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন। সুলায়মান আলাইহিস সালাম -এর এই রাজত্বের মূল প্রাণকেন্দ্র ছিল এই জেরুযালেম। তিনি জেরুযালেমের পবিত্র মসজিদ বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণকাজ পরিচালনা করেন। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দামি ও বিশাল পাথর জমা করে মসজিদ তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারই আলোকে তিনি এই গুরুদায়িত্ব তাঁর অধীনস্থ জিনদেরকে প্রদান করেন। তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে তিনি একটি লাঠির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে যান। তাঁর মৃত্যু সংঘটিত হলেও জিনেরা তা বুঝতে পারেনি। আর সুলায়মান আলাইহিস সালাম -কে তারা এত বেশি ভয় করত যে, তারা তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার সাহস করত না। এভাবে দীর্ঘদিন অতিক্রম হওয়ার পর যখন ঘুনপোকা সুলায়মান আলাইহিস সালাম -এর লাঠি খেয়ে ফেলে এবং তাঁর শরীর পড়ে যায় তখন জিনেরা বুঝতে পারে যে, তিনি মারা গেছেন। বিষয়টি কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, ﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾ 'যখন আমরা সুলায়মানের মৃত্যুর ফয়সালা করলাম, তখন তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে জিনদেরকে জানান দেয় জমির পোকা, যারা তাঁর লাঠি খাচ্ছিল। অতঃপর যখন তিনি মাটিতে পড়ে যান, তখন জিনদের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যদি তারা গায়েব জানত তাহলে তারা এই লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির মাঝে অবস্থান করত না' *(সাবা, ৩৪/১৪)*।

সুলায়মান আলাইহিস সালাম -এর বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণকে লক্ষ্য করে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর একটি ছহীহ হাদীছ নিম্নরূপ—

عن عبد الله ابن عمرو ابن الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ سُلَيْمَانَ لَمَّا بَنَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ سَأَلَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خِلَالًا ثَلَاثًا فَأَعْطَاهُ اثْنَتَيْنِ وَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ تَكُونَ لَنَا الثَّالِثَةُ سَأَلَهُ حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَسَأَلَهُ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَسَأَلَهُ أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ مَنْ بَيْتِهِ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ خَرَجَ مِنْ خَطِيئَتِهِ مِثْلَ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ يَكُونَ اللَّهُ قَدْ أَعْطَانَا إِيَّاهَا.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যখন সুলায়মান বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করেন, তখন তিনি আল্লাহ তাআলার নিকট তিনটি প্রার্থনা করেন। তন্মধ্যে দুটি প্রার্থনা আল্লাহ কবুল করেন। আর আমরা আশা করি, মহান আল্লাহ আমাদেরকে তৃতীয়টি দান করবেন। তিনি প্রার্থনা করেন, যেন মহান আল্লাহ তাঁকে স্বীয় ফয়সালার অনুরূপ ফয়সালা করার তাওফীক্ব দান করেন! মহান আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা কবুল করেন। তিনি এমন রাজত্ব চান, যা তাঁর পরে আর কারো জন্য সংগত হবে না। মহান আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা কবুল করেন। তারপর তিনি দু'আ করেন, যে ব্যক্তি এই বায়তুল মুকাদ্দাসে শুধু ছালাত আদায় করার জন্যই আসবে, ছালাত আদায় করবে, সে যেন সদ্য ভূমিষ্ট শিশুর মতো (নিষ্পাপ) হয়ে যায়। এই দু'আ সুলায়মান আলাইহিস সালাম আল্লাহর নিকটে করেন। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমরা আশা করি যে, এটি (তৃতীয় দু'আটি) আমাদের প্রদান করা হয়েছে'।[৩]

জেরুযালেমের প্রথম ধ্বংস : সুলায়মান আলাইহিস সালাম -এর মৃত্যুর পরে বনী ইসরাঈল রাষ্ট্র দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়; উত্তরে ইসরাঈল রাষ্ট্র আর দক্ষিণে ইয়াহূদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসরাঈল রাষ্ট্র খ্রিষ্টপূর্ব ৭২২ সালে অ্যাসিরিয়ানরা দখল করে আর ইয়াহূদা রাষ্ট্র খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৬ ব্যাবিলনীয়রা দখল করে নেয়। আর এসময় তাদের চারিত্রিক ও নৈতিক অধঃপতন

---

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বি. এ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৩৪২৫; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৪৮।

২. হাশিয়াতুস সিন্ধী আলা সুনানি ইবনু মাজাহ, ১/২৫৪; মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ২/৪৬৮।

৩. মুস্তাদরাকে হাকেম, হা/৩৬২৪; নাসাঈ, হা/৬৯৩, ইবনু মাজাহ, হা/১৪০৮, হাদীছ ছহীহ।

ঘটে। আল্লাহ তাআলা তাদের চারিত্রিক ও নৈতিক অধঃপতন ঘটলে তাদের মাঝে অনেক নবী পাঠান তাদেরকে সংশোধনের জন্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কোনো নবীর সাথেই বনী ইসরাঈল ভালো ব্যবহার করতে পারেনি। কারো উপর অত্যাচার করেছে, কাউকে বন্দী করেছে, কাউকে হত্যা করেছে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন ইলইয়াস, আল-ইয়াসা, যুলকিফল-সহ অগণিত নবী। তাদের এই পাপের বোঝা ভারী হয়ে যাওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের উপর এমন শাস্তি আরোপ করেন।

বুখতিনাসার নামক ইরাকের এক বাদশাহ খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৬ সালে জেরুযালেমের উপর আক্রমণ করে পুরো জেরুযালেমকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়ে সকল বনী ইসরাঈলকে বন্দী করে নিয়ে ইরাকে চলে যায়, এটা জেরুযালেমের সমূলে ধ্বংস হওয়ার প্রথম ঘটনা। বাদশাহ বুখতিনাসারের হাতে বন্দী হওয়ার পর পারসিকদের মাধ্যমে খ্রিষ্টপূর্ব ৫৩৮ সালে আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলকে মুক্তি দান করেন। পুনরায় বনী ইসরাঈল ফিরে এসে জেরুযালেম আবাদ করা শুরু করে এবং তারা খ্রিষ্টপূর্ব ৫১৬ সালে দ্বিতীয় মন্দির প্রতিষ্ঠা করে। পুনরায় আল্লাহ তাআলা তাদের মাঝে নবী পাঠানোর ধারা শুরু করেন। কিন্তু তারা পুনরায় তাদের মাঝে পাঠানো নবীদের সাথে খারাপ ব্যবহার অব্যাহত রাখে।

মারইয়াম, ঈসা, ইয়াহইয়া ও যাকারিয়া আলাইহিমুস সালাম -এর জীবনে জেরুযালেম : জেরুযালেমে পুনরায় ফিরে আসার পর তাদের মধ্যে মহান আল্লাহ যে নবীদের প্রেরণ করেন, তাদের অন্যতম হচ্ছেন যাকারিয়া, ইয়াহইয়া এবং ঈসা আলাইহিমুস সালাম। জেরুযালেমের সাথে জড়িয়ে আছে ঈসা এবং তাঁর সম্মানিতা মা মারইয়াম আলাইহাস সালাম-এর ঘটনাপ্রবাহ। এগুলোর বর্ণনা আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে দিয়েছেন। বর্ণনা নিম্নরূপ—

যখন ইমরানের স্ত্রী বলল, হে আল্লাহ! আমার পেটে যে সন্তান আছে এই সন্তানকে আমি তোমার রাস্তায় উৎসর্গ করে দিলাম। তোমার রাস্তায় মানে বায়তুল মুকাদ্দাসের জন্য উৎসর্গ করে দিলাম। যখন তিনি তাঁর সন্তান প্রসব করলেন তখন তিনি দেখলেন যে, তিনি মেয়ে প্রসব করেছেন। তখন তিনি তাঁর নাম রাখলেন মারইয়াম। আর মহান আল্লাহর নিকট মারইয়াম ও তাঁর সন্তানের জন্য শয়তান থেকে পরিত্রাণ চাইলেন। পরবর্তীতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে করা কৃত ওয়াদা পূরণের জন্য তিনি তাঁর সেই মেয়েকেই বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। মারইয়াম (আ.)-কে বায়তুল মুকাদ্দাসের খাদেমা করার পর কে তাঁর দায়িত্ব বহন করবে, এই নিয়ে বনী ইসরাঈলের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। লটারির মাধ্যমে মারইয়াম (আ.)-এর খালু যাকারিয়া আলাইহিস সালাম তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যখনই যাকারিয়া আলাইহিস সালাম তাঁর নিকটে প্রবেশ করতেন তখনই তিনি দেখতেন যে, তাঁর নিকটে অসময়ের ফলমূল। যেমন— যখন আম-লিচুর মওসূম নয়, তখন তার কাছে আম-লিচু রয়েছে। তখন তিনি বলেন, মারইয়াম! এই অসময়ের ফলমূল কোথায় থেকে আসে? তখন মারইয়াম (আ.) উত্তরে বললেন, এগুলো সব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে *(দ্রষ্টব্য: আলে ইমরান, ৩/৩৩-৩৭)*।

এই দৃশ্য দেখে যাকারিয়া আলাইহিস সালাম ও এরকম একজন সৎ সন্তান চান। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা দিয়েছেন নিম্নরূপ— সেখানে যাকারিয়া আলাইহিস সালাম তাঁর প্রতিপালককে ডাকা শুরু করল। সেখানে বলতে যাকারিয়া আলাইহিস সালাম জেরুযালেমের বায়তুল মুকাদ্দাসে আল্লাহ তাআলাকে ডাকলেন। তখন ফেরেশতারা তাকে ডাক দিয়ে বলল, যখন সে মেহরাবে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করছিল, এই মেহরাব বায়তুল মুকাদ্দাসের মেহরাব। ফেরেশতারা বলল, আল্লাহ তাআলা আপনাকে একটি সৎ সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হবে ইয়াহইয়া এবং যাকে মহান আল্লাহ নবী করে দিয়েছেন। তখন যাকারিয়া আলাইহিস সালাম বললেন, আমার কীভাবে সন্তান হতে পারে অথচ আমি বৃদ্ধ এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। তখন মহান আল্লাহ বললেন, আল্লাহ এভাবেই যা ইচ্ছা তা সৃষ্টি করতে পারেন *(আলে ইমরান, ৩/৩৮-৪০)*।

অন্যদিকে মারইয়াম (আ.)-এর সাথেও এক ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা শুরু হয়। যেটা আল্লাহ এভাবে বর্ণনা করেছেন,

﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ - وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ - قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ - وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ফেরেশতারা মারইয়াম (আ.)-কে বলল, আল্লাহ তাআলা তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন একজন সৎ সন্তানের, যার নাম হবে ঈসা ইবনু মারইয়াম। তথা তাঁর কোনো পিতা নেই, সে পিতাবিহীনভাবে মারইয়াম (আ.)-এর গর্ভে জন্ম নিবে, তাই তাঁর নাম হবে ঈসা ইবনু মারইয়াম। তখন মারইয়াম (আ.) আশ্চর্য হয়ে বললেন যে, কীভাবে আমার সন্তান হতে পারে! অথচ আমাকে কোনো পুরুষ মানুষ স্পর্শ করেনি? আল্লাহ তাআলা উত্তরে বলছেন, আল্লাহ যা চান, যেটা চান, যেভাবে চান তিনি সৃষ্টি করতে পারেন এবং তিনি সৃষ্টি করার উপর ক্ষমতাশীল। আল্লাহ তাআলা আরো বর্ণনা দিচ্ছেন যে, ঈসা আলাইহিস সালাম-এর যখন জন্ম হবে, তখন তিনি শিশু অবস্থাতেই মায়ের কোলে মানুষের সাথে কথা বলবেন, তাঁর মায়ের পবিত্রতার সাক্ষ্য দিবেন। আর মহান আল্লাহ তাকে তাওরাত, ইনজীল ও হিকমত শিক্ষা দিবেন। অতঃপর তিনি নবী হিসেবে মানুষকে সত্য ও সঠিক দ্বীনের দিকে আহ্বান করবেন *(আলে ইমরান, ৩/৪৫-৪৮)*।

একই সাথে তিনজন নবী যাকারিয়া, ইয়াহইয়া এবং ঈসা আলাইহিমুস সালাম তিনজন মহান নবীর সাথে বনী ইসরাঈল

(তৎকালীন ইয়াহূদীরা) চরম পর্যায়ের খারাপ ব্যবহার করল। যাকারিয়া এবং ইয়াহইয়া আলাইহিমাস সালাম-কে হত্যা করল এবং ঈসা আলাইহিস সালাম-কে হত্যা করার চেষ্টা করল। যদিও খ্রিষ্টানরা বিশ্বাস করে যে, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, তাঁকে তারা হত্যা করতে পারেনি। ঈসা আলাইহিস সালাম-কে আসমানে জীবিত অবস্থায় আল্লাহ উঠিয়ে নিয়েছেন। অন্যদিকে তাঁর মায়ের উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় মানসিক নির্যাতন সেই বনী ইসরাঈল অব্যাহত রাখল। তাদের এই পাপের বোঝা ভারী হয়ে গেলে আল্লাহ তাআলা তাদের দ্বিতীয়বারের মতো জেরুযালেম থেকে সমূলে ধ্বংস করে দেন। যেটা আমরা ইতিহাসের পাতায় জানি যে, খ্রিষ্টপূর্ব ৫৩৮ সালে পারসিকরা রোমানদের উপর জয় লাভ করার পর ইয়াহূদীরা বন্দিদশা থেকে মুক্তি পায়। অতঃপর খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩২ সালে গ্রীকরা পারসিকদের উপর জয় লাভ করে, তখন ইয়াহূদীরা গ্রীকদের অধীনে চলে যায়, তারপর খ্রিষ্টপূর্ব ৬৩ সালে রোমানরা গ্রীকদের উপর জয় লাভ করে। এসময় ইয়াহূদীরা রোমানদের শাসনাধীন হয়ে যায়। পরবর্তীতে ৬৬ খ্রিষ্টাব্দে ইয়াহূদীরা রোমান শাসন থেকে বের হয়ে আসার জন্য বিদ্রোহ করে, কিন্তু রোমকরা শক্ত হাতে দমন করে। রোমকরা ৬৬-৭০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ৪ বছর জেরুযালেম অবরোধ করে রাখে। অতঃপর ৭০ খ্রিষ্টাব্দে জেরুযালেম পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। ইয়াহূদীদের দ্বিতীয় মন্দির ধ্বংস করে। এরপর ইয়াহূদীরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছন্নছাড়া হয়ে যায়। যেটাকে তারা ডিসপার্স বলে থাকে। অবশেষে তারা ১৯৪৮ সালে আবার স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। এটা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস বা জেরুযালেম ধবংস হওয়ার দ্বিতীয় ঘটনা।

সারমর্ম : উক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনায় যে বিষয়গুলো আমরা স্পষ্ট করতে চেয়েছি, তা হচ্ছে— ইবরাহীম, ইসহাক্ব, ইয়াকূব, ইউসুফ, মূসা, হারূন, ইউশা বিন নূন, দাঊদ, সুলায়মান, ইলইয়াস, আল-ইয়াসা, যুলকিফল, লূত, ঈসা, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া আলাইহিমুস সালাম সকলের সম্পর্ক ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসের সাথে বা জেরুযালেমের সাথে। এজন্য আজকের পৃথিবীর যারা ইয়াহূদী, আজকের পৃথিবীর যারা খ্রিষ্টান, আপনি কল্পনা করুন যে, আমেরিকার কাছে কী এমন কমতি রয়েছে টাকা-পয়সার, কী এমন কমতি রয়েছে ক্ষমতার, কী এমন কমতি রয়েছে প্রভাব-প্রতিপত্তির? সারা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র হওয়ার পরও, সুপার পাওয়ার হওয়ার পরও তারা নিজেদেরকে অসম্পূর্ণ মনে করে যদি তাদের হাতে জেরুযালেম না থাকে। কেননা (তাদের) নবী ঈসা আলাইহিস সালাম-এর জন্মস্থান তো এই জায়গাতে, বায়তুল লাহাম বা বেথেলহাম। (তাদের) নবীর মায়ের তথা মারইয়াম (আ.)-এর থাকার জায়গা তো এই জায়গা। (তাদের) নবীর বেড়ে ওঠার জায়গা তো এই জায়গা। আপনি ইয়াহূদীদেরকে দেখুন, তারা যদি সারা পৃথিবীর সকল ক্ষমতা অর্জন করে ফেলে, সারা পৃথিবীর সকল দেশ বিজয় করে ফেলে, তবুও তারা নিজেদেরকে অসম্পূর্ণ মনে করবে যদি জেরুযালেম বা বায়তুল মুকাদ্দাস তাদের হাতে না থাকে। কেননা তাদের যত স্মৃতি রয়েছে, সেটা দাঊদ আলাইহিস সালাম-এর স্মৃতি হোক, সুলায়মান আলাইহিস সালাম-এর স্মৃতি হোক, সকল স্মৃতি এই মাটির সাথে সম্পৃক্ত। এজন্য পৃথিবীর তিন ধর্ম একত্রে এই জায়গার দাবিদার, এভাবে অন্য কোথাও নাই। মক্কার দাবিদার ইয়াহূদীরাও নয়, খ্রিষ্টানরাও নয় বা মদীনার দাবিদার ইয়াহূদীরাও নয়, খ্রিষ্টানরাও নয় বা অন্য কেউ নয়। কেননা আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর এক সন্তান ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-কে রেখে গিয়েছিলেন মক্কায় এবং তাঁর বংশে একমাত্র নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দান করেন। ফলত, মক্কার বা কা'বার একমাত্র দাবিদার উম্মতে মুহাম্মাদী, মদীনার একমাত্র দাবিদার উম্মতে মুহাম্মাদী। কিন্তু বায়তুল মুকাদ্দাস এমন এক জায়গা, যেটার দাবিদার একসাথে পৃথিবীর বড় তিন ধর্মের অনুসারীরা। সুতরাং ক্বিয়ামতের নিকট মুহূর্তে যা কিছু ঘটবে তার সবকিছু এই বায়তুল মুকাদ্দাসকে কেন্দ্র করে হবে। যত ফেতনার ঘটনা, দাজ্জালের উত্থান, দাজ্জালের পতন, ঈসা আলাইহিস সালাম-এর পুনরায় পৃথিবীতে আসা সবকিছু এই বায়তুল মুকাদ্দাসকে কেন্দ্র করে হবে। পৃথিবীর সকল ধর্মের অনুসারীরা অপেক্ষায় আছে একজন মাসীহ এর। তিনি আসবেন এবং তাদেরকে উদ্ধার করবেন। মুসলিমরা অপেক্ষায় আছে একজন মাসীহ এর, যিনি ঈসা আলাইহিস সালাম। খ্রিষ্টানরা অপেক্ষায় আছে যে, ঈসা আলাইহিস সালাম পুনরায় আসবে আর ইয়াহূদীরা অপেক্ষায় আছে তাদেরকে একজন উদ্ধার করার জন্য আসবে এবং ক্বিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে একজন অবশ্যই আসবে। কিন্তু তিনি উম্মতে মুহাম্মাদীর অন্তর্ভুক্ত হবেন এবং তিনি হবেন ঈসা আলাইহিস সালাম। পৃথিবী ধ্বংসের নিকটবর্তী সময়ে মালহামা কুবরা বা বড় বড় যে যুদ্ধগুলো সংঘটিত হবে, মহাযুদ্ধগুলো সংঘটিত হবে তার সবগুলো এই বায়তুল মুকাদ্দাসকে কেন্দ্র করে এবং জেরুযালেমের আশেপাশে এটাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হবে। কেননা এর চাইতে বড় ক্রাইটেরিয়া, এর চাইতে বড় যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণ পৃথিবীর আর কোনো জায়গায় পাওয়া যায় না। আর পৃথিবীর এটাই একমাত্র জায়গা, যেটাকে কেন্দ্র করে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশিবার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। ঐতিহাসিকদের দাবি অনুযায়ী, জেরুযালেমের ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে ৫০ বারেরও অধিক এবং জেরুযালেমে যুদ্ধও হয়েছে ১০০ বারের কাছাকাছি শুধু জেরুযালেমের ক্ষমতার পালাবদল নিয়ে। পৃথিবীর অতীত ইতিহাসে জেরুযালেমে দুইবার ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে।

(চলবে)

পরাজিত ঈমানের সমালোচনা নয়; সংশোধনের সুযোগ কাম্য

*-সুরাইয়া বিনতে মামূনুর রশীদ**

আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তাআলা বলেন, ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ 'আপনি বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দিবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(আয-যুমার, ৩৯/৫৩)*।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তির তরে ক্ষমার হাত প্রসারিত করে দিয়েছেন, যে তার অবাধ্যতায় স্বীয় হৃদয়কে ডুবিয়ে দিয়েছে অতল গহ্বরে। সমাজের অকাম্য নিয়মনীতি ও প্রগতির লোভনীয় চাকচিক্যতায় স্বীয় ঈমানকে বলবৎ রাখতে ব্যর্থ হয়ে অক্ষমতাকেই বরণ করেছে। এমন অপরাধীকে তিনি নিরাশার নিকষ আঁধার পাড়ি দিয়ে আশার মশাল হাতে তোলার প্রেরণা যোগাচ্ছেন।

অথচ আজকের সমাজে তথাকথিত শিক্ষিতদের নিকট এমন সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও স্বচ্ছ উদারতা কামনা করা অবান্তর বৈ কিছুই নয়। আমরা প্রবৃত্তি তথা মনের বাসনা অনুপাতে কার্য সম্পাদনের মাঝেই খুঁজে ফিরি সফলতার সোপান। সংগত-অসংগত বিচার করার অবসরটুকুও জোটে না আমাদের। কোনো দ্বীনী ভাই কিংবা বোন যখন সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে ভ্রষ্টতার পথে যাত্রা শুরু করে কিংবা কোনো অপরাধপ্রবণ কর্মে লিপ্ত হয়, তখন আমরা তৎক্ষণাৎ 'ছিরাতুল মুস্তাক্বীম'-এ প্রত্যাবর্তনের প্রেরণা তো দূরের কথা বরং তার অন্যায় প্রকাশ করাটা নিজের জন্য ফরয বলে মনে করি। এক প্রকার মহাউল্লাস আমাদের মানসপটে উঁকি দেয়। শুরু করি তার সমালোচনা।

কিন্তু এর ফলশ্রুতিতে অন্যায়কারী ব্যক্তির আত্মসংশোধনের মানসিকতা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তখন সে নিজের কাছেই নিজেকে পরাজিত বলে মনে করে। এর কারণে আত্মসংশোধনের মানসিকতা বা প্রবণতা নৈরাশ্যের অতল সমুদ্রে হারিয়ে যায়। যার দরুন হতাশা তাকে নিত্যসঙ্গী হওয়ার প্রস্তাব পাঠায়।

* শিক্ষার্থী, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ (বালিকা শাখা), ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

এসব আত্মপরাজিতদের হৃদয়ের শব্দহীন আর্তনাদ অনুধাবন করা, তাদের সমস্যার গভীরে প্রবেশ করা, কারণ উদ্ঘাটন করা এবং উত্তরণের পথনির্দেশ করার লোক নেই বললেই চলে। বরং তাদের চিত্তপট আমাদের বাঁকা চাহনি ও সমালোচনার চাবুকে জর্জরিত হয় প্রতিনিয়ত। আর এই সমালোচনাই তাদের আরো বড় অপরাধ করার ইন্ধন যোগায়। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 'তোমরা নেকী ও কল্যাণের কাজে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করো, গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না' *(আল-মায়েদা, ৫/২)*। কিন্তু সমালোচনা করার দরুন আমরা তাদেরকে পরোক্ষভাবে আরো বড় অপরাধ করতে উদ্বুদ্ধ করি। এটা যেন তাদের মাঝে অপরাধের ধারাবাহিকতা চলমান রাখার এক অদৃশ্য প্রস্তাব। আসলে ভুক্তভোগীদের সমালোচনা করার অর্থ হলো, তাদেরকে চোরা পন্থায় অন্যায় করতে আরো উদ্বুদ্ধ করা। যার দরুন অপরাধের সুদূরপ্রসারী কুফল থেকে আমাদেরও মুক্তি মেলে না। আমাদেরও হতে হয় সমান অপরাধী। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا 'যে ব্যক্তি হেদায়াতের দিকে আহ্বান জানায়, তার জন্য সে পথের অনুসারীদের ছওয়াবের অনুরূপ ছওয়াব রয়েছে। এতে তাদের ছওয়াব থেকে কিছুই কমবে না। আর যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান জানাবে, তার উপর তার অনুসারীদের গুনাহের অনুরূপ গুনাহ বর্তাবে। এতে তাদের গুনাহ থেকে কিছুই কমবে না'।[১]

হায় আফসোস! এই আত্মপরাজিতদের প্রতি একটু মানবিক আচরণ, একটু সংশোধনের প্রেরণাই তো তাদের ছিরাতুল মুস্তাক্বীমে প্রত্যাবর্তনের জন্য যথেষ্ট ভূমিকা পালন করত! তাদেরকে একটু হেদায়াতের অনুপ্রেরণা যোগানোর ফলে আমরাও হতে পারতাম সমান ছওয়াবের অধিকারী! সমালোচনায় ব্যস্ত না হয়ে যদি তাদের ত্রুটি গোপন রাখতে

১. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৭৪।

পারতাম, তাহলে মহাপ্রলয়ের দিন আমার ত্রুটিও গোপন রাখতেন আমার মহান রব। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের ত্রুটি গোপন রাখবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার ত্রুটি গোপন রাখবেন'।[২] সুবহানাল্লাহ! কতই না চমৎকার সুযোগ!

অথচ আমরা প্রবৃত্তিপূজায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। অবমূল্যায়ন করছি কুরআন-সুন্নাহকে।

প্রকৃতপক্ষে আমরা ভুলে যাচ্ছি আমাদের নীতি-নৈতিকতা, ভুলে যাচ্ছি ইসলামের উদারতা, ভুলে যাচ্ছি প্রকৃত সফলতার উন্মুক্ত দ্বার। আত্মসমর্পণ করে পূজা করছি স্বীয় প্রবৃত্তির। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদেরকে তাচ্ছিল্য করে আয়াত নাযিল করেছেন, তিনি বলেন, ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾ '(মুহাম্মাদ!) আপনি কি এমন ব্যক্তিকে দেখেছেন, যে স্বীয় প্রবৃত্তিকে ইলাহ রূপে গ্রহণ করেছে? আপনি কি তার যিম্মাদারী গ্রহণ করবেন?' *(আল-ফুরক্বান, ২৫/৪৩)*।

২. ছহীহ বুখারী, হা/২৪৪২; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৮০।

সুতরাং হে মুসলিম! তুমি স্বীয় চিন্তাধারাকে উন্নয়নের পথে, অগ্রগামিতার জন্য তৎপর হও, করুণ অধঃপতনের অতল গহ্বরে তাকে স্থান দিয়ো না।

তুমি মুসলিম, তোমার হাত ও যবান নিয়ন্ত্রণই তোমার ঈমান। তুমি মুসলিম, তোমার দ্বারা অপর মুসলিমের মানহানি কাম্য নয়। তোমার নিজস্ব গতি আছে। তোমার নিজস্ব নৈতিকতা আছে। তোমার চেতনার উন্নয়নের জন্য রয়েছে তোমারই ইতিহাস। সুতরাং তুমি ওঠো, জাগো। তোমার ব্যক্তিত্বের উন্নতি সাধনে সর্বোচ্চ প্রয়াস চালাও। ঠুনকো বিষয়ের মাঝে নিজেকে গুটিয়ে রাখা তোমাকে মানায় না। মনে রেখো! সফলতা তোমাকে আলিঙ্গন করবে পরচর্চার বদৌলতে নয়; বরং আত্মউন্নয়ন সাধনে।

পরিশেষে বলব, পরাজিত ঈমানদার মানুষের উপর নির্যাতন তাকে আরো অবাধ্য বানিয়ে দেয়, আত্মসংশোধনের সুযোগ সে পায় না। অতএব, সকলের কাছে সনির্বন্ধ আবেদন থাকবে, পরাজিত ঈমানের সমালোচনা নয়; বরং তাদের আত্মসংশোধনের সুযোগ দিন।

"বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত শিরক : ধরন ও প্রকৃতি" প্রবন্ধটির বাকী অংশ

(৮) ওরশ সংস্কৃতিতে শিরকের চর্চা : বাংলাদেশের চট্টগ্রামসহ প্রায় সকল মাযার ও পীরের দরবারে অমাবস্যা, পূর্ণিমা, পীরের জন্ম বা মৃত্যু তারিখকে কেন্দ্র করে ওরশ হয়ে থাকে। নাচুনে বাল্ব, জরি, র‍্যাপিং পেপার ইত্যাদি দিয়ে গেট, প্যান্ডেল ও স্টেজ সাজানো হয়। বেপর্দা অবস্থায় নারী-পুরুষ একত্রে বসে যিকির করে, কাওয়ালী-সামা সংগীত শোনে। ভণ্ড পীর, ফকীররা এসব ওরশে ওয়ায-নছীহতের নামে শরীআতবিরোধী আক্বীদা-বিশ্বাস প্রচার করে। শাহী তবারক রান্না করা হয়। ওরশের পরে যে টাকা অবশিষ্ট থেকে যায়, তা পীর ও তার খাদেমদের পকেটে চলে যায়। ওরশ মূলত আনন্দোৎসব ও টাকা উপার্জনের পন্থা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। একদল লোক বিশেষত যুবকেরা রজব মাস এলেই পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে যেখানেই সুযোগ পায়, সেখানেই একটা ডেগ বা বড় হাড়ি বসায়। লালসালু কাপড় বিছিয়ে, বাঁশের ছাউনি দিয়ে, চুমকি, জরি, রঙ্গীনকাগজ এবং বিভিন্ন ধরনের রং লাগিয়ে ঘর আলোকসজ্জা করে তার মধ্যে স্থাপন করে ডেগ। তারা একে বলে 'খাজা বাবার ডেগ'।

(৯) প্রাণীর ছবি, চিত্র, ভাস্কর্য ইত্যাদি জনিত শিরক : কোনো নেতা বা কোন স্মরণীয় বা বরণীয় ব্যক্তিত্বের ছবি, চিত্র, প্রতিকৃতি, মূর্তি, ভাস্কর্য ইত্যাদি তৈরি করা, মাঠে-ঘাটে, অফিস-আদালতে বা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এগুলোকে স্থাপন করা বা সম্মান করা বা এদেরকে উদ্দেশ্যে করে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা বর্তমানে বাংলাদেশের সমাজে সাধারণ ব্যাপার হয়ে গেছে। সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের স্মরণে সমাধি, স্মৃতিস্তম্ভ, স্মৃতিসৌধ, শহীদ মিনার ইত্যাদি নির্মাণ এবং এগুলোকে সম্মান জানানো বা এদের সামনে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা বর্তমান সমাজের রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। 'শিখা চিরন্তন' বা 'শিখা অনির্বাণ' নামে অগ্নি মশালকে সারা দেশে ঘুরিয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা জানানো, বিশেষ ধরনের বেদির ওপর এগুলোর প্রজ্বলন অব্যাহত রাখা ও বিভিন্ন ক্রীড়ানুষ্ঠানে অলিম্পিক মাশাল বা কোন নির্দিষ্ট খেলার প্রতীকি মশাল প্রজ্বলন করা। কারণ, যারা অগ্নিউপাসক তারাও ভক্তি, প্রণাম, মাথানত ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আগুনকে সম্মান করে থাকে। বাংলাদেশে এসবের চর্চা অনেক বেশি হয়ে থাকে। হিন্দুদের অনুকরণে কোনো অনুষ্ঠানের শুরুতে বা কোনো প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে বিশেষ আনুষ্ঠানিকতা পালন করা।

(ইনশা-আল্লাহ আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

আড়াই টাকা!

-মিফতাউল ইসলাম*

সকাল থেকেই আকাশটা মেঘের আবরণে ছেয়ে আছে। বেলা একটু গড়াতেই হুড়মুড় করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। বৃষ্টি দেখে সুমা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তার মা বাড়িতে নেই। সালমা দাদীর বাড়িতে কাজে গিয়েছে। সকালে কাজে যাওয়ার আগে মা তাকে ডেকে বলেছিল, 'সুমা বেটী! আমার আজ কাজে যেতে মন চাইছে না রে। গায়ে প্রচণ্ড ব্যথা আর জ্বর জ্বর করছে। তোর সালমা দাদীর বাড়িতে মেহমান এসেছে, তাই যেতে হচ্ছে। নচেৎ বারান্দায় খেজুরপাতার পাটি বিছিয়ে তোর হাতের চালভাজা খেয়ে শুয়ে থাকতাম'। সময় যত গড়াচ্ছে বৃষ্টি ততই ঝমঝমিয়ে পড়ছে। সুমার মনও ততই আতঙ্ক আর ভীতিগ্রস্ত হচ্ছে। এদিকে সুমার ছোট বোন রুমাও বাড়িতে নেই। চিৎকার করে ডেকেও তার কোনো সাড়া মিলছে না। বারান্দা, ঘর সব ভিজে যাচ্ছে। ছেঁড়া তালপাতার ছাউনি বেয়ে বৃষ্টির ফোঁটা টপটপ করে মেঝেতে পড়ছে। বাড়িতে দু-একটা থালা বাটি যা ছিল, সুমা তা মেঝেতে রেখে দিল, যাতে রাতে ঘুমানোর জন্য একটু শুকনো জায়গা বেঁচে থাকে। একাই মন খারাপ আর চুপচাপ বসে থেকে পুরনো দিনের কিছু কথা সুমার মনে ভেসে আসতে লাগল। তার আব্বু মৃত্যুর সময় বলেছিল, আমার মৃত্যুতে তোমরা ব্যথিত আর বিচলিত হয়ো না। ধৈর্য ধরে থেকো। তোমাদের মা তোমাদেরকে ছাতার মতো আগলে রাখবে। যতদিন তোমাদের মায়ের শরীরে রক্ত প্রবাহ হবে, ততদিন তোমাদের তিন বেলা না হলেও দুই বেলা খেটে না হলেও দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে খাবার ব্যবস্থা করবে। এই কথা ভাবতে ভাবতেই সুমার মন নরম হয়ে গেল। চোখ দিয়ে জল গড়াতে শুরু করল বৃষ্টির ফোঁটার মতো। আচমকা কাঁপতে কাঁপতে মা বাড়িতে এসে হাযির হলো। সুমা তড়িঘড়ি তার মায়ের হাত দুটো ধরে বারান্দায় তুলে নিল। তারপর আধ ময়লা ছেঁড়া গামছা দিয়ে মাথাটা মুছে দিল। ভেজা কাপড়টা খুলে মা নিজেই একটা শুকনো কাপড় পরিধান করল। এখন গায়ের কাঁপুনি একটু কমলেও জ্বরে কিন্তু শরীর উত্তপ্ত। ভাতের হাড়ির তলদেশে যে কয়টা ভাতের দানা পড়েছিল, সুমা সেগুলো থালায় নিয়ে খেতে দিল। এদিকে ততক্ষণে রুমা খোশ মেজাজে বাড়িতে এসে হাযির। সুমা ও তার মা রুমার উপর প্রচণ্ড রেগে ছিল। কারণ সকাল থেকে সে বাড়িতে নেই। খাওয়া-দাওয়ার কোনো খবর নেই। সারাদিন টোটো করে ঘুরে বেড়িয়েছে। সুমা তাকে বকা দিলে সে কান্না শুরু করে দেয়। কান্নার স্বর একটু কমিয়ে সে বলে, 'আমার খিদে নেই। আমি রাস্তার ধারের বাগানের আম কুড়িয়ে খেয়েছি। বৃষ্টি একটু জোরে শুরু হলে রফিক কাকুর বাড়ি পালিয়ে গিয়েছিলাম'। ভেজা গলায় সে মাকে বলে, 'মা জানো, রফিক কাকুর বাড়ি কত্ত বড়! মেঝেতে কাচ বসিয়েছে। চিকচিক করছে। মুখ দেখা যায়'। মা তার কথা শুনে হাজার কষ্টের পরেও মুচকি হেসে বলল, 'নারে বেটী! ওগুলো কাচ নয়, দামি টাইলস'। রুমা শুধুই শুনল, কিন্তু আসলে জানে না সে, টাইলস কী জিনিস! রুমা, সুমার একটু কাছ ঘেঁষে বলে, 'জানিস বোন, তোর জামাতে যেমন গাছের পাতা ফুল ছাপা আছে, কাকুর বাড়ির দেওয়ালেও তাই আছে। মনে হয় কাকু বাড়ির দেওয়ালে জামা পরিয়ে রেখেছে'। সুমা তার কথা শুনে হাসতে হাসতে বলে, 'আরে পাগলি বোন, ওটাতো দেওয়ালের প্রিন্টিং। আজকের সময়ে দেওয়ালেও ছাপা রং করা হয়'। একটু লজ্জাবোধ হলো রুমার। মা'র বুকের পাশে গিয়ে সে জানতে চায়, 'মা, ওমা! কাকুদের এত সুন্দর বাড়ি, আমাদের কেনো ছেঁড়া তালপাতার ছাউনি'। কথাগুলো শুনে মা'র বুকে দুঃখ হলো এবং বলল, 'দুনিয়ায় আল্লাহ সবাইকে একই রকমভাবে পাঠান না। কাউকে আল্লাহ ধনসম্পত্তি দিয়ে পরীক্ষা করেন আর কাউকে না দিয়ে পরীক্ষা করেন। রুমাকে বোঝাতে চাইলে ব্যাপারটা সে বুঝেছে। একটা কথা বলাই ভালো, সুমার বয়স এখন ১৩-১৪। রুমার বয়স ৬-৭। বেলা যত গড়াচ্ছে মায়ের শরীরের অবস্থা ততই খারাপ হচ্ছে। জ্বর এত বেশি যে বেহুঁশ হওয়ার উপক্রম। সুমা বিচলিত হয়ে পড়েছে মাকে নিয়ে সে কী করবে, ভেবে কুল পাচ্ছে না। মায়ের চিকিৎসার জন্য ঘরে এক টাকাও নেই। তাই সে ঠিক করল গ্রামের অর্থশালী বিত্তবান কিছু মানুষের কাছে গিয়ে যাকাতের টাকা চাইবে। সেই টাকা দিয়ে চিকিৎসা করে মাকে সারিয়ে তুলবে। সেই ভেবে সে গ্রামের অর্থশালী হারুন কাকুর বাড়ি গিয়ে উঠল। হারুন কাকুর কাছে গিয়ে সে তার সমস্যার কথা জানিয়ে যাকাতের টাকা চাইল। হারুন কাকু একটু বিস্মিত হয়ে বলে, 'যাও যাও ওসব হবে না, যাও'। সুমা একটু শোকাহত হয়ে হারুন কাকুকে বলে, 'আপনার গচ্ছিত সম্পদের ১০০ টাকার যে আড়াই টাকা যাকাত হিসেবে দেওয়া লাগবে যেটা আমার মতো গরীব অসহায়রা পাওয়ার দাবি রাখে। আপনি কি সেটা জানেন না?' হারুন কাকু চিৎকার করে বলে, 'আমায় জ্ঞান দিচ্ছ, আমি তোমার থেকে শিখব নাকি? যাও আমার বাড়ি থেকে দূর

* মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

হও'। সুমা শেষবারের মতো তাকে বলল, 'যাকাতের হিসাব করে না হয় দেবেন না, কমপক্ষে কিছু টাকা দান তো করেন'। যেই মানুষটা ইসলাম ধর্মে যেটা বাধ্যতামূলক ছিল সেটাতেই কর্ণপাত করল না, ঐচ্ছিক ব্যাপারে কি তার মন বসে! সুমার দানের টাকা চাওয়াতেও কোনো লাভ হলো না। প্রায় প্রত্যেকটা অর্থশালী বাড়ি থেকে তাকে এভাবেই মনমরা হয়ে বাড়ি ফিরতে হলো। মায়ের জন্য আল্লাহর কাছে আরোগ্য কামনা ছাড়া আর কিছুই বাকি থাকল না। যেই মায়ের শরীর কিনা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছিল, এখন দেখে পুরো শরীর শীতল, নিথর। নিঃশ্বাস নেবার সময় পেটটা যে দোলা দিচ্ছিল এখন সেটাও বন্ধ। সুমার বুঝতে আর সমস্যা হলো না মা তাদের দুনিয়ায় অভিভাবকহীন রেখে পরলোকে পাড়ি দিয়েছেন। চোখের সামনের দুনিয়া সুমার অন্ধকার হলো। অন্তরে তার হাহাকার শুরু হয়ে গেল। চোখের জলে তার চোয়াল ভিজে গেলো। রুমা তো এখনো ঠিকমতো জানে না মরে গেলে মানুষ আর ফিরে আসে না। কথা বলে না। মা মরে গেলেও যে আর কথা বলবে না, হাতের বাহুটাকে বালিশ করে জড়িয়ে ধরে ঘুমাবে না, বাড়ি ফিরতে দেরি হলে আদর করে বকা দেবে না, কোলে বসিয়ে ভাত খাইয়ে দেবে না। তাইতো সে মায়ের শরীর নাড়িয়ে বলে, 'মা, ও মা! মাগো কত ঘুমাচ্ছ, উঠবে কখন, অনেক বেলা হয়েছে, ভাত রাঁধবে না, খেতে দিবে না আমায়'। রুমার একথা সুমার মনে বেদনার চাকু দ্বারা খোঁচা দিচ্ছিল। সুমার কান্নায় পাড়ার সব লোক জড়ো হলো। ক্ষমতাবান বিত্তশালীরাও ছিল। ওদের মধ্যে কেউ বলাবলি করতে লাগল আমার টাকায় কবরের জন্য কয়টা বাঁশ কিনে নিয়ে আয় তো। কেউ বলে, আমার টাকায় কাফনের কাপড়। তাদের এই সাহায্যের কথা সুমা সহ্য করতে পারল না। কান্নাস্বরেই বলল, 'যেই ধর্মের নিয়মে দাফন করতে কাফন আর বাঁশ সাহায্যের কথা বললেন, সেই ধর্মই তো আপনার অতিরিক্ত সম্পদের ১০০ টাকায় আড়াই টাকা গরীবদের দিতে বলেছে। দান করার কথা বলেছে। এই মেকি ভালোবাসা আর সাহায্যের কী মূল্য, যাতে জীবিতরা উপকৃত হয় না। এই সমপরিমাণ টাকা সাহায্য যদি কালকে দিতেন, তবে হয়তো এ প্রাণটা বেঁচে যেত। জানি এই বিশাল ভিড়ে লোক দেখানো সাহায্যের ঘোষণা মাত্র'। সুমার এই কথাগুলো সবাই নিস্তব্ধ হয়ে শুনেছিল। কেউ কিছু বলেনি।

যদি সবাই নির্দেশমতো যাকাত দিতো, তবে গরীবদের পরিসংখ্যান পাল্টে যেত। ক্ষুধার্তদের তালিকা কমে আসত। খাদ্যাভাবে মৃতের সংখ্যা কমে যেত। কত মাকে চিকিৎসার অভাবে প্রাণ দিতে হতো না!

পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্ ভিত্তিক বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের সমন্বয়ে পরিচালিত একটি ক্যাডেট মানের ক্বওমী বালিকা মাদরাসা
দারুস সুন্নাহ বালিকা মাদ্‌রাসা
রংপুর সিও বাজার ও হারাগাছ শাখায়
আবাসিক/অনাবাসিক/ডে-কেয়ার
ভর্তি চলছে
নূরাণী বিভাগঃ
১ম শ্রেণি হতে তৃতীয় শ্রেণি নূরাণী ট্রেনিং সহকারে।
কিতাব বিভাগঃ
ইবতেদায়ী রা'বে (৪র্থ শ্রেণি) থেকে সানাবিয়া সানিয়া (সুনানে আবু দাউদ ও সুনান নাসাঈ) পর্যন্ত বিদ্যমান। পর্যায়ক্রমে দাওরা হাদীস।
হিফজ বিভাগঃ
নাযেরা
হিফজ
শুনানী
হিফজ ও দাখিল সম্পন্নকারী আগ্রহী ছাত্রীদের জন্য অত্র প্রতিষ্ঠানে ১ বছর মেয়াদী "মাহাদুললুগাহ আল আরাবিয়া"(আরবী ভাষা শিক্ষা কোর্স)-এর ব্যবস্থা রয়েছে।
আমাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যঃ
● ইসলামী বিশুদ্ধ আক্বীদা, শিরক ও বিদআত মুক্তভাবে কুরআন ও সহীহ হাদীস ভিত্তিক পাঠদান।
● নিজস্ব জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত সর্বোচ্চ ক্যাডেট মানের সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত স্থায়ী ক্যাম্পাস।
● উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা, সকল বিষয়ে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষিকামন্ডলী দ্বারা পাঠদান।
● হিফজ শেষ করে বয়স ও মেধা অনুযায়ী কিতাব বিভাগে ভর্তির সুযোগ ও বোর্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণ।
● উন্নত আবাসিক পৃথক পৃথক ষ্টীল খাটে থাকা, ৫ বেলা স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পরিবেশন।
● প্রবাসী/চাকুরিজীবী অভিভাবক সন্তানদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ।
সার্বিক তত্ত্বাবধানে-
মশিউর বিন মাহাতাব
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক
☎ 01712-593 683
শায়েখ মুয়াজ বিন জামাল মাদানী
অধ্যক্ষ
☎ 01707-872444, 01710-289097

বিচার

-আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক
অধ্যয়নরত, কিং আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়,
জেদ্দা, সঊদী আরব।

অশ্রু গলিত প্রার্থনায় বেদনার সুরে
দিলেম বিচার প্রভু তোমার দরবারে।
গলিত লাশের গন্ধে রক্ত নদীর প্রবাহ শব্দে
দিলেম বিচার প্রভু তোমার দরবারে।
লুণ্ঠিত মানবতার ক্রন্দন সুরে
ধ্বংসপ্রাপ্ত গৃহের উড়ন্ত ধূলিকণায়
মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়া শিশুর শেষ নিঃশ্বাসে
দিলেম বিচার প্রভু তোমার দরবারে।
আকাশে আকাশে বোমারু বিমানের
মুহুর্মুহু গর্জনে হৃদয়ের কম্পনে
দিলেম বিচার প্রভু তোমার দরবারে।
ভয়ার্ত শিশুর শেষ আর্ত চিৎকারে
বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় মূর্ছা যাওয়া মায়ের
নেতিয়ে পড়া রূহের শেষ শ্বাসে
দিলেম বিচার প্রভু তোমার দরবারে।

সমুচিত জবাব

-রমজান বিন শামসুল
খাগুরিয়া, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

জেগে উঠার সময় এখন বসে থাকার নয়,
সত্যের পথের নিশানায় বিশ্ব করব জয়।
পড়ালেখা করে মোরা গড়ব নীতির দেশ,
ঐক্যের ডাকে দুর্নীতির খেলা করব শেষ।
মানবতার শিক্ষা দিতে শেখায় তারা কুশিক্ষা,
পশুর নযর চরিতকে জানাই মোরা দীক্ষা।
নিপীড়নের যুলুমে জগতে যারা ভোগান্ত,
প্রতিবাদের ঝংকারে জবাব দেব জ্বলন্ত।
ক্ষমতার দাপটে যারা অন্যায়কে দেয় প্রশ্রয়,
ইতিহাস শুনিয়ে দেব ফেরাউনের পরাজয়।
বিত্তের প্রতাপ দেখায় যারা তারা শুনে রাখো,
নিয়মনীতির পরিশেষে হবে কারুনের মতো।
ভয়ভীতি জেগে যখন উঠবে মনের অতলে,
রহমানের কাছে মুনাজাত করবে হাত তুলে।
প্রভুর প্রেমের ছিরাতে চলব জোয়ান দল,
অবশেষে পেয়ে যাব আখেরাতের ফল।

বাঁচাও ফিলিস্তীন

-এম. আবু বকর সিদ্দিক
ছায়ামঞ্জিল, বাসাবাটী, বাগেরহাট।

উশৃঙ্খল ইহূদীরা হাজার বছর ধরে
স্বভাব দোষে ঠাঁই না পেয়ে দেশে দেশে ঘোরে।
অবশেষে বিশ্বের কিছু দুষ্ট মোড়ল মিলে
মুসলিমদের বাসভূমিতে দিল ওদের ঠেলে।
উড়ে এসে জুড়ে বসে নিয়ে স্বাধীনতা
মুসলিম জনপদে চালায় নিষ্ঠুর বর্বরতা।
ফিলিস্তীনের নারী-শিশু মারছে অকাতরে
মানবতার ফেরিওয়ালা দেখছে মজা করে।
ইসরাঈলকে মদদ দিচ্ছে কাফের মুশরিক মিলে
মুসলিমদের নেই কি সাহস, নেই কি ঈমান দিলে!
বিশ্ব মুসলিম ঐক্য হয়ে রুখো বর্বরতা
আদায় করো ফিলিস্তীনের ন্যায্য স্বাধীনতা।

শান্তির ছায়াতলে

-মোস্তফা ইউসুফ আলম
কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা, বাংলাদেশ।

কীসের ভয় কীসের ভীতি,
আমরা হলাম বীরের জাতি।
জীবন দিয়ে রুখব মোরা,
যতসব অত্যাচার আর দুর্নীতি।
গড়ব মোরা এমন সমাজ,
থাকবে না কেউ যুলুমবাজ।
হাসবে সবাই শান্তি পেয়ে,
শুনবে নাকো কান্নার আওয়াজ।
সত্য ন্যায়ে গড়ব জীবন,
এমন জাতি করব গঠন।
মিথ্যা কেহ বলবে নাকো,
ধরবে না কেউ পরের ধন।
ভুখা-নাঙ্গারে অন্ন যোগাতে,
ঘুরবে মানুষ পথে পথে।
ধনী গরীব সবাই মিলে,
মিশে যাবে বিভেদ ভুলে।
অবিচার আর যুলুম ভুলে,
দুঃখ বিষাদ পিছে ফেলে।
সব মানুষে কাঁধে মিলে,
রবে শান্তির ছায়াতলে।

মন খারাপ

-মাযহারুল ইসলাম আবির
শিক্ষার্থী, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

মাঝে মাঝে আমাদের মন খারাপ হয় ভীষণ,
এই সময়গুলোতে ভালো থাকতে পারি না আমরা।
হতে পারে- এমন হওয়ার কারণ,
কোনো পাপ, প্রত্যাশিত কিছু না পাওয়া,
একাকিত্ব বা কিছু হারিয়ে ফেলা।
তাই উচিত, পাপ থেকে বাঁচার যারপরনাই প্রচেষ্টা,
কখনো ভুল হলে, সঙ্গে সঙ্গেই তওবা করা।
উচিত আরো, প্রত্যাশা কম করা,
কারণ, মানুষ দুঃখী- যত তার প্রত্যাশা।
তবে, হোক আমাদের প্রত্যাশার সবটা,
সেই দাতার তরে, যিনি কখনো নিরাশ করেন না।
আর কখনো নিজেকে নিঃসঙ্গ না ভাবা,
আল্লাহ তাওফীক্ব, রহমত দিয়ে বান্দার সাথে সদা।
যত দুঃখ, যত ব্যথা- একমাত্র সেই রবকেই বলা,
যিনি পারেন দূর করতে জমা যত হৃদয়ের বালা'।

এই অপরূপ সৃষ্টি

-জোবাইদুল ইসলাম
মীরসরাই, চট্টগ্রাম।

এই অপরূপ সৃষ্টি দেখি
তোমার দেওয়া দৃষ্টিতে,
মধুর মাঝে পাই যে শেফা
মধুর খাঁটি মিষ্টিতে।
বন-পাহাড়ের লতা-পাতা
প্রাণ ফিরে পায় বৃষ্টিতে,
যতই দেখি চোখটা জুড়ায়
নিপুণ হাতের সৃষ্টিতে।
শান্তি খুঁজি তোমার দেওয়া
দ্বীন-ইসলামের কৃষ্টিতে,
তোমার নামে এই পৃথিবীর
সবই থাকে নিশ্চিতে।

ওদের শীতকাল

-আব্দুল্লাহ মারাব
ভূগরইল, পবা, রাজশাহী।

তুমি কি জানো কীভাবে কাটে ওদের শীতকাল?
যাদের ঠিকানা তোমার শহরের রাস্তার এক ধার।
তুমি তো থাকো বেশ আরামে কম্বল মুড়ি দিয়ে,
কখনো কি ভেবে দেখেছ ওরা থাকে কী নিয়ে?
দু'মুঠো ভাত জুটবে কি না তা নিয়েও সংশয়!
তুমি কি দেখো না ওদের জীবন কতটা ক্লেশময়?
অবহেলিত যাদের নিয়ে নেই অনেকের মাথাব্যথা,
তুমি কি দেখো না ওদের কষ্ট, বোঝনা ওদের ব্যথা?
বঞ্চিত যাদের সকল প্রকার মৌলিক অধিকার,
তাদেরও তো আছে একটুখানি বাঁচার অধিকার!
তুমি কি পারো না দেখাতে ওদের একটু সহানুভূতি!
তুমি কি পারো না একটু ফোটাতে ওদের মুখে হাসি?

অতিথি পাখি

-মিজানুর রহমান
মাহমুদপুর, মেলান্দহ, জামালপুর।

তোমার সাথে দেখা হলো
একটি বছর পরে,
তোমায় দেখে বন্ধু আমার
মনটা গেল ভরে।
আমি হলাম তোমার দেশে
অতিথি সেই পাখি,
তোমার দেওয়া আদরগুলো
হৃদয়ে মোর মাখি।
শীতের সময় আসি বন্ধু
দেখতে তোমার দেশ,
সোনার বাংলার সবুজ শ্যামল
হয় না দেখে শেষ।
আমার দেশে এসো বন্ধু
সময় পেলে বেশি,
ভালোবাসা দিয়ে তোমায়
হৃদয় করব খুশি।
ভালোবাসা দিও বন্ধু
আসলে তোমার দেশে,
মনের যত জমা কথা
বলব হেসে হেসে।

বাংলাদেশ সংবাদ

দেশে ব্যবস্থাপত্র ছাড়া ওষুধ সেবনের হার উদ্বেগজনক

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্ল্যানিং, মনিটরিং অ্যান্ড রিসার্চের (পিএমআর) সার্বিক তত্ত্বাবধানে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন অ্যান্ড রেফারেল সেন্টারের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের এক গবেষণা মতে, দেশের প্রায় ৩৯ শতাংশ মানুষ চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া ওষুধ সেবন করছে। ২০২২ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৩ সালের মে মাস পর্যন্ত এই গবেষণা পরিচালিত হয়। এতে আটটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও চারটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ১৩ হাজার ৩৫০টি প্রাথমিক কালচার সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণা কার্যক্রমের জন্য ক্ষতস্থান, মূত্র, রক্ত, মল, এন্ডোট্র্যাকিয়াল অ্যাসপিরেট পুঁজ এবং অন্যান্য মাধ্যম থেকে পাওয়া এক হাজার ১৪৯টি নমুনা গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলাফলে দেখা যায়, ৮.৬১ শতাংশ নমুনার জীবাণু সব ধরনের ওষুধপ্রতিরোধী হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া ২০ বছরের নিচে রোগীর মধ্যে ওষুধপ্রতিরোধী জীবাণু পাওয়া গেছে ২৯.২ শতাংশ। এর মধ্যে পুরুষ রোগী ৫১.৪ শতাংশ। এসব রোগীর মধ্যে ৭১.৮ শতাংশের অ্যান্টিবায়োটিক বা জীবাণুপ্রতিরোধী ওষুধ গ্রহণ করার ইতিহাস রয়েছে। দেখা যায়, ফার্মেসিগুলোতে অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রির ক্ষেত্রে কোনো নীতিমালা নেই। তবে কিছু নির্দেশনা আছে। তদারকি না থাকায় এই নির্দেশনা ক্রেতা বা বিক্রেতা কেউই মানে না। আমাদের দেশে নিম্ন আয়ের মানুষ চিকিৎসকের কাছে না গিয়ে ফার্মেসি থেকে এখন অ্যান্টিবায়োটিক কিনে সেবন করে। অ্যান্টিবায়োটিকের নাম মুখস্থ থাকায় দোকানে গিয়ে ক্রয় করেন। এতে তার শরীর অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী হয়ে যাচ্ছে এবং পরে কোনো সংক্রমণ হলে কোনো ওষুধে আর সারছে না। কারণ আমাদের হাতে তো ওষুধ নেই। সব প্রতিরোধী হয়ে যাচ্ছে। পল্লী চিকিৎসক ও ফার্মেসি দোকানদার রোগী এলেই অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিচ্ছেন। এটা বন্ধ করতে হবে। কারণ এতে পুরো সমাজকে ঝুঁকির মুখে ফেলে দিচ্ছেন। কোনোভাবেই অপ্রয়োজনে চিকিৎসকরা অ্যান্টিবায়োটিক দেবেন না। দিলে সেটি সঠিক মাত্রার হতে হবে। একই সঙ্গে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া রোগীরা ফার্মেসি থেকে অ্যান্টিবায়োটিক কিনবেন না। গবেষণায় সবচেয়ে বেশি জীবাণু পাওয়া গেছে সিউডোমোনাস। এর পরই ই-কোলাই। অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট পাওয়া গেলে তাকে এমডিআরও এবং সব ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট পাওয়া গেলে তাকে পিডিআর বলা হয়।

সড়ক দুর্ঘটনা বেড়েছে : এক-তৃতীয়াংশই বাইক আরোহী

বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি গত অক্টোবর মাসব্যাপী দেশে সড়ক দুর্ঘটনার উপর জরিপ করে। এতে সড়ক দুর্ঘটনায় মোট মৃতের সংখ্যা দেখানো হয় ৪৩৭ জনের। এর এক-তৃতীয়াংশই মোটরসাইকেল আরোহী। সংগঠনটি জানায়, অক্টোবরের ৩১ দিনে দেশে ৪২৯টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৪৩৭ জন নিহত এবং ৬৮১ জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে ১৩১টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ১৪৪ জনের প্রাণ গেছে, আহত হয়েছেন ৭৬ জন। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার এ সংখ্যা মোট সড়ক দুর্ঘটনার ৩১ শতাংশ, আর মৃত্যুর সংখ্যা ৩৩ শতাংশ। এ সময় রেলপথে ২৯টি দুর্ঘটনায় ৫৩ জন নিহত এবং ১৫৫ জন আহত হয়েছেন। আর নৌ-পথে ছয়টি দুর্ঘটনায় ১২ জন নিহত, ২ জন আহত এবং ২ জন নিখোঁজ রয়েছেন।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

সুইডেনে কুরআন অবমাননার বিরুদ্ধে বিল পাশ

আমরা প্রায়শ ইউরোপের কয়েকটি দেশে কুরআন মাজীদ পুড়ানো/অবমাননার খবর পাই। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ব জুড়ে তীব্র নিন্দার ঝড় ওঠে। এহেন ক্রমবর্ধমান ঘটনায় মুসলিম বিশ্বের ক্ষোভের প্রেক্ষিতে ডেনমার্ক কুরআন পোড়ানোকে নিষিদ্ধ করার বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করে। ডেনমার্ক সরকার মনে করে, এই ধরনের ঘটনা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি। তাই প্রকাশ্যে কোনো ধর্মগ্রন্থ পোড়ানো বা অবমাননার ঘটনাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাবের ভিত্তিতে পার্লামেন্ট দুই বছরের কারাদণ্ডের আইন পাশ করে। ডেনমার্ক পুলিশের রেকর্ড অনুযায়ী, চলতি বছরের ২১ জুলাই থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত ডেনমার্কে ধর্মীয় গ্রন্থ পোড়ানো বা পতাকা পোড়ানোর ৪৮৩টি ঘটনা ঘটেছে।

বিজেপির সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

(১) ঐতিহাসিক আলিগড় শহরের নাম হবে হরিগড় : ভারতে বিজেপি শাসিত উত্তর প্রদেশের ঐতিহাসিক শহর আলিগড়ের নাম পরিবর্তন করে হরিগড় করার প্রস্তাব পাশ করা হয়। এতে সকল কাউন্সিলর সর্বসম্মতভাবে সমর্থন জানান। তারা বলেন, 'আমাদের পুরনো সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সনাতন ধর্মের ঐতিহ্য আছে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই এই দাবি আসছিল'। খুব শীঘ্রই আলিগড়, হরিগড় নামে পরিচিত হবে বলেও মন্তব্য করেন আলিগড় পৌর কর্পোরেশনের মেয়র প্রশান্ত সিজ্ঘল। উল্লেখ্য যে, এর আগেও বিজেপি শাসিত উত্তর প্রদেশে যোগী আদিত্যনাথ সরকারের আমলে ইলাহাবাদের নাম বদল করে প্রয়াগরাজ করা হয়। একই সময়ে ফৈজাবাদকে অযোধ্যা, মুঘলসরাই রেলওয়ে স্টেশনকে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় স্টেশন, গোরখপুরের উর্দূ বাজারকে হিন্দি বাজার, হুমায়ুনপুর থেকে হনুমান নগর, আলিপুরকে আর্য নগর করা হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় এবার আলিগড়ের নাম বদল করে হরিগড় করার প্রস্তাব পাশ করা হয়েছে।

(২) উত্তরপ্রদেশে হালাল ট্যাগযুক্ত সব ধরনের খাদ্য ও পণ্য নিষিদ্ধ : গত ১৯ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রি. এক প্রতিবেদনে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি জানায়, ভারতের উত্তরপ্রদেশে হালাল ট্যাগযুক্ত সকল ধরনের খাবার ও পণ্যে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ সরকার ওই দিন থেকে হালাল ট্যাগযুক্ত সকল পণ্য নিষিদ্ধ করেছে। রাজ্য সরকার বলেছে, হালাল ট্যাগযুক্ত খাদ্য পণ্যের উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিতরণ এবং বিক্রয় অবিলম্বে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে রপ্তানির জন্য যে হালাল খাবার উৎপাদন করা হয়ে থাকে, সেটির ওপরে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হচ্ছে না। উত্তর প্রদেশ সরকারের নির্দেশনায় বলা হয়েছে, রাজ্যে অবিলম্বে সকল ধরনের হালাল খাবার উৎপাদন, সংগ্রহ, বণ্টন ও বিক্রির ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে। যদি কেউ এই আদেশ অমান্য করে হালাল খাদ্যপণ্য উৎপাদন বা বিক্রি করেন এবং হালাল সার্টিফায়েড ওষুধ, মেডিকেল ডিভাইস বা কসমেটিক্স বিক্রি করেন, তবে ওই ব্যক্তি বা সংস্থার বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

মুসলিম বিশ্ব

সঊদীতে সরকারি কাজে ইংরেজি ক্যালেন্ডার ব্যবহার

সঊদী আরব এখন থেকে সরকারি কাজে ইংরেজি ক্যালেন্ডার (গ্রেগোরিয়ান) ব্যবহার করবে। সঊদী মন্ত্রিসভা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে সঊদী প্রেস অ্যাজেন্সি (এসপিএ) জানিয়েছে। উল্লেখ্য, সঊদী আরব ২০১৬ সালে দেশের সরকারি ও আইনগত কিছু কার্যক্রমে হিজরী ক্যালেন্ডারের বদলে ইংরেজি ক্যালেন্ডার ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সঊদী আরব ১৯৩২ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে চান্দ্রভিত্তিক হিজরী ক্যালেন্ডার ব্যবহার করে আসছিল। তবে ইংরেজি ক্যালেন্ডার দ্বিতীয় ক্যালেন্ডার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। হিজরী ক্যালেন্ডার ১২ মাসের হলেও চাঁদ দেখার ভিত্তিতে এতে প্রতি মাসে থাকে ২৯ থেকে ৩০ দিন। সাধারণত হিজরী ক্যালেন্ডার দিন হয় ৩৫৪টি। আর গ্রেগরিয়ান তথা ইংরেজি ক্যালেন্ডারে দিন থাকে ৩৬৫টি। অর্থাৎ হিজরী ক্যালেন্ডারে সাধারণত ১১টি দিন কম হয়।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

বিশ্বে প্রথমবারের মতো চোখ প্রতিস্থাপন

বিশ্বে প্রথমবারের মতো পুরো চোখ প্রতিস্থাপন করল যুক্তরাষ্ট্রের একদল চিকিৎসক। চোখ প্রতিস্থাপনের জটিল এই অস্ত্রোপচার করেছেন নিউইয়র্কের এনওয়াইইউ ল্যাঙ্গোন হেলথের চিকিৎসকরা। চিকিৎসক দলের অন্যতম প্রধান সার্জন এডুয়ার্ডো রদ্রিগেজ এবিসি নিউজকে বলেছেন, পুরো চোখ প্রতিস্থাপনের বিষয়টি এক অসাধারণ কৃতিত্ব। অনেকেই ভেবেছিলেন এটি অসম্ভব। তবে আমরা দৃষ্টি পুনরুদ্ধারের জন্য পরবর্তী ধাপে যাওয়ার পথ তৈরি করেছি। অন্য এক সাক্ষাৎকারে অ্যারন জেমস বলেছেন, 'নতুন চোখে আলো ফিরলে সেটি দুর্দান্ত ব্যাপার হবে। তবে তা না হলেও, চিকিৎসাবিজ্ঞানকে পরের ধাপে নেওয়ার প্রচেষ্টায় আমিও একজন অংশীদার'।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

আক্বীদা

প্রশ্ন (১) : জনৈক আলেম বলেছেন, কোনো ব্যক্তি মদীনায় মৃত্যুবরণ করলে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার জন্য সুপারিশ করবেন। এই বক্তব্য কি সঠিক?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : হ্যাঁ, উক্ত বক্তব্য ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কেউ মদীনাতে মৃত্যুবরণ করতে সক্ষম হলে সে যেন সেখানেই মৃত্যুবরণ করে। কারণ যে ব্যক্তি সেখানে মৃত্যুবরণ করবে আমি তার জন্য সুপারিশ করব' (তিরমিযী, হা/৩৯১৭; ইবনু মাজাহ, হা/৩১১২)।

প্রশ্ন (২) : রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কি কখনো স্বপ্নে আল্লাহ তাআলাকে দেখেছেন?

-আবূ নাঈম
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি স্বপ্নে আল্লাহ তাআলাকে দেখেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, 'মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রভুকে তার অন্তকরণে দুবার দেখেছেন (মুসলিম হা/১৭৬)। আব্দুর রহমান ইবনু আয়েশ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'একবার আমি আমার মহাপরাক্রমশালী প্রভুকে অতি উত্তম আকৃতিতে (স্বপ্নে) দেখলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, শীর্ষস্থানীয় ফেরেশতাগণ কী বিষয়ে বিতর্ক করছে? আমি বললাম, আপনিই অধিক অবগত। তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর হাত আমার দুই কাঁধের মাঝখানে রাখলেন, যার শীতলতা আমি আমার বক্ষের মধ্যে অনুভব করলাম। তখন আমি আকাশে ও যমীনে যা কিছু আছে সবই অবগত হলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উদাহরণস্বরূপ এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন, 'এরূপে আমি দেখাই ইবরাহীমকে আসমানসমূহ ও যমীনের রাজ্যসমূহ, যাতে সে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়' (তিরমিযী হা/৩২৩৫)।

প্রশ্ন (৩) : 'শহীদ ব্যক্তি মৃত্যুর সময় জান্নাত দেখতে পায়' কথাটি কি সঠিক?

-আব্দুর রহমান
জগৎপুর, কুমিল্লা।

উত্তর : হাদীছটি ছহীহ। আল্লাহর নিকটে শহীদদের জন্য ৬টি বিশেষ পুরস্কার রয়েছে- ১. শহীদের রক্তের প্রথম ফোঁটা যমীনে পড়তেই তাকে মাফ করে দেওয়া হয় এবং জান বের হওয়ার প্রাক্কালে তাকে জান্নাত দেখানো হয়, ২. তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করা হয়, ৩. কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা হতে তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়, ৪. সেদিন তার মাথায় সম্মানের মুকুট পরানো হবে, যার একটি মুক্তা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু হতে উত্তম, ৫. তাকে ৭২ জন সুন্দর চক্ষুবিশিষ্ট হূরের সাথে বিয়ে দেওয়া হবে এবং ৬. ৭০ জন নিকটাত্মীয়ের বিষয়ে তার সুপারিশ কবুল করা হবে' (তিরমিযী, হা/১৬৬৩)।

প্রশ্ন (৪) : মূসা আলাইহিস সালাম 'মালাকুল মওত'-কে থাপ্পড় মেরে চোখ কানা করে দিয়েছিলেন। এ কথা কি ঠিক?

-আব্দুর রহীম
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত ঘটনা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত (ছহীহ মুসলিম, হা/২৩৭২; মুসনাদে আহমাদ, হা/৭৬৪৬; নাসাঈ, হা/২০৮৯)।

প্রশ্ন (৫) : মেডিকেল সায়েন্সে অনেক রোগ সম্পর্কে ডাক্তাররা বলে যে, এই রোগ ভালো হবে না, এর কোনো চিকিৎসা নাই ইত্যাদি। কিন্তু আমি এক আলেমের নিকট শুনেছি যে, প্রতিটি রোগেরই ঔষধ আছে। জনৈক আলেমের সেই বক্তব্য কি সঠিক?

-নাইমুর রহমান
রাজশাহী।

উত্তর : হ্যাঁ, উক্ত বক্তব্য সঠিক। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা এমন কোনো ব্যাধি অবতীর্ণ করেননি, যার ঔষধ তিনি সৃষ্টি করেননি' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৬৭৮)। অন্য বর্ণনাতে রয়েছে, 'প্রত্যেক রোগের প্রতিষেধক রয়েছে। যখন রোগের সঠিক প্রতিষেধক ব্যবহার করা হয়, তখন আল্লাহর হুকুমে রোগমুক্ত হয়ে যায়' (ছহীহ মুসলিম, হা/২২০৪)। অতএব এই রোগ ভালো হবে না বা এর কোনো চিকিৎসা নাই- এমন কথা চিকিৎসকের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, রোগ নির্ণয়ে ব্যর্থতা অথবা সঠিক ঔষধ নির্বাচনে অক্ষমতামাত্র।

www.al-itisam.com

পবিত্রতা

প্রশ্ন (৬) : চুল কাটার পর গোসল না করে ছালাত আদায় করলে তার ছালাত হবে কি এবং নাভির নিচের চুল কাটার পর গোসল কি ফরয?

-আক্বীমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : স্ত্রী সহবাস বা অন্য কোনো উপায়ে বীর্যপাত হলে, নারীরা মাসিক কিংবা নিফাস থেকে পবিত্র হলে গোসল ফরয হয়। এছাড়া অন্য কোনো কারণে গোসল ফরয হয় না। তাই চুল কাটলে কিংবা নাভির নিচের পশম পরিষ্কার করলেও গোসল ফরয হয় না। অনুরূপভাবে চুল কাটা অযূ ভঙ্গেরও কোনো কারণ নয়। তাই অযূ অবস্থাতে চুল কেটে, সেই অযূতেই ছালাত আদায় করতে পারে। উল্লেখ্য, নাভির নিচের লোম চল্লিশ দিনের বেশি ছেড়ে রাখা উচিত নয় (ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৮; ইবনু মাজাহ, হা/২৯৫)।

প্রশ্ন (৭) : মহিলাদের সাদাস্রাব হলে কি অযূ ভেঙ্গে যায়?

-নুরুন নাহার
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : হ্যাঁ, কোনো রোগ ছাড়াই যদি কোনো কারণে সাদাস্রাব বের হয়, তাহলে তাতে অযূ ভেঙ্গে যাবে। সাহল ইবনু হুনায়ফ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার প্রচুর মযী নির্গত হতো, তাই বহুবার গোসল করতাম। আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 'এতে তোমার জন্য শুধু অযূ করাই যথেষ্ট'। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তা আমার কাপড়ে লেগে গেলে কী করতে হবে? তিনি বললেন, 'তোমার কাপড়ের যে অংশে তা লাগবে, সেই অংশ এক আঁজলা পানি নিয়ে তা দ্বারা ধৌত করলেই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে' (তিরমিযী, হা/১১৫; ইবনু মাজাহ, হা/৫০৬)। তবে এটি যদি কারো নিয়মিত হতে থাকে, যা এক ধরনের ব্যাধি, তাহলে তাতে অযূ ভঙ্গ হবে না। ঐ অবস্থাতেই সে ছালাত আদায় করবে। তবে তার জন্য প্রতি ওয়াক্তে অযূ করা আবশ্যক হবে, তখন এর হুকুম হবে রক্তপ্রদর রোগের (ইস্তিহাযার) মতো (ছহীহ বুখারী, হা/৩২৭)।

প্রশ্ন (৮) : এমন কোনো বস্তু যেটা পানি দ্বারা ধোয়া যাবে না যেমন- মোবাইল, মানিব্যাগ, ল্যাপটপ ইত্যাদিতে নাপাকী লেগে গেলে করণীয় কী?

-জোবায়ের
পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : নাপাকী পবিত্র করার মাধ্যম দুটি- ১. ধৌত করা ও ২. মুছে নেওয়া। যদি এমন স্থানে নাপাকী লাগে, যা পানি দ্বারা ধৌত করলে সেটির কোনো ক্ষতি হবে না, তাহলে তা সম্ভবপর পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে। আর যদি পানি দিলে সেটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে কোনো কিছু দিয়ে নাপাকী মুছে ফেললেই তা পবিত্র হয়ে যাবে। আব্দুর রহমান ইবনু আউফ রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর উম্মু ওয়ালাদ দাসী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি উম্মু সালামা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-কে বললাম, আমি কাপড়ের আঁচল খুবই ঝুলিয়ে পরি। অনেক সময় ময়লা জায়গা দিয়েও আমার হাঁটতে হয়। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কী? তিনি বললেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'পরবর্তী পবিত্র স্থান তাকে পবিত্র করে দিবে' (তিরমিযী, হা/১৪৩)।

ইবাদত (ছালাত)

প্রশ্ন (৯) : আমার এলাকায় কিছু মসজিদে ইক্বামত শুরু হয়ে 'ক্বাদ কামাতিছ ছালাহ' বলার সময় সবাই দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করে। ইক্বামত শুরুর কোনো পর্যায়ে দাঁড়াতে হবে?

-মো. আব্দুর রউফ মণ্ডল
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : মুক্তাদী চাইলে ইকামতের শুরুতেও কাতারে দাঁড়াতে পারে, আবার ইকামত চলা অবস্থাতেও দাঁড়াতে পারে। এই বিষয়ে প্রশস্ততা রয়েছে। কেননা ইকামতের নির্দিষ্ট কোনো সময়ে ছালাতে দাঁড়াতে হবে মর্মে কোনো দলীল নেই (মাজমূ ফাতাওয়া ইবনু বায, ১০/৩৬৭)। তবে ইকামতের সময়ে যদি ইমাম উপস্থিত না থাকে, তাহলে ইমামকে না দেখা পর্যন্ত কাতারে দাঁড়াবে না। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي 'ছালাতের ইকামত দেওয়া হলে, আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৩৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৬০৪)। অনেক মসজিদে সকল মুছল্লীর না দাঁড়ানো পর্যন্ত ইকামত শুরুই করা হয় না, যা সুন্নাহসম্মত নয়। আবার 'ক্বদ ক্ব-মাতিছ ছালাহ' বলার সময়ই দাঁড়াতে হবে, তার আগে কিংবা পরে দাঁড়ানো যাবে না, এমন নিয়ম করাও বিদআত।

প্রশ্ন (১০) : সুন্নাত বা নফল ছালাত আদায়কারীর পিছনে ফরয ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আনোয়ারুল হক
ঢাকা।

উত্তর : নফল ছালাত আদায়কারীর পিছনে ফরয ছালাত আদায় করা যায়। জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুআয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ফরয ছালাত আদায় করতেন। তারপর নিজ সম্প্রদায়ের নিকট এসে তাদের ছালাতের ইমামতি করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/৭০১, ৭১১; ছহীহ মুসলিম, হা/৪৬৫)। অত্র হাদীছে প্রমাণিত হয় যে, নফল ছালাত আদায়কারীর পিছনে ফরয ছালাত আদায় করা যায়।

প্রশ্ন (১১) : স্বামী-স্ত্রী দুইজনে বাড়িতে জামাআত সহকারে ছালাত আদায় করলে জামাআতের নেকী পাবে কি?

-মুশফিকুর রহমান
বগুড়া।

উত্তর : পুরুষদেরকে মসজিদে গিয়ে জামাআতের সাথে ছালাত আদায় করতে হবে। যারা জামাআতে আসে না, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করেছেন (ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৪)। তবে কারণবশত কারো বাড়িতে ছালাত আদায় করা লাগলে স্ত্রীর সাথে জামাআত করে ছালাত আদায় করলে জামাআতের নেকী পাবে (ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৫-৬৪৬)। উল্লেখ্য, এমতাবস্থায় স্বামী সামনে দাঁড়াবে আর তার পিছনে দাঁড়াবে।

প্রশ্ন (১২) : ছালাতে কাতারের ডান পাশে দাঁড়ানোর বিশেষ কোনো ফযীলত আছে কি?

-নূর ইসলাম
বরিশাল।

উত্তর : হ্যাঁ, কাতারের ডান পাশে দাঁড়ানোর মধ্যে বিশেষ কিছু ফযীলত আছে। বারা ইবনু আযেব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন আমরা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে ছালাত আদায় করতাম তখন তার ডান দিকে দাঁড়ানো পছন্দ করতাম, যেন তিনি সালাম ফিরানোর পরে আমাদের দিকে মুখ করে বসেন (আবূ দাঊদ, হা/৬১৫)। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নিশ্চয় কাতারের ডান দিকের (মুছল্লীর) উপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতারা দু'আ করেন (আবূ দাঊদ, হা/৬৭৬; ইবনু হিব্বান, হা/২১৬০)।

প্রশ্ন (১৩) : 'কাতারের মাঝে ফাঁক বন্ধ করে দাঁড়ালে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি কি ছহীহ?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : হ্যাঁ, এ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ। উরওয়া ইবনু যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কাতারের ফাঁকা বন্ধ করবে, আল্লাহ তার মর্যাদাকে উঁচু করে দিবেন এবং তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করে দিবেন' (মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/৩৮৪৪; তারগীব, হা/৫০৫; সিলসিলা ছহীহা, হা/১৮৯২)। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, 'কোনো বান্দা যখন কাতারের সাথে মিলে দাঁড়ায়, তখন আল্লাহ তার মর্যাদাকে উঁচু করে দেন এবং ফেরেশতাগণ তার উপর কল্যাণ ছড়িয়ে দেন' (সিলসিলা ছহীহা, ২৫৩২ নং হাদীছের অধীনে)।

প্রশ্ন (১৪) : চল্লিশ দিন তাকবীরে উলার সাথে ছালাত আদায়ের কোনো ফযীলত আছে কি?

-সিরাজুল ইসলাম
নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : এতে দুই ধরনের ফযীলত আছে। যথা- (১) জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও (২) মুনাফিক্বী থেকে মুক্তি। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ৪০ দিন তাকবীরে উলার সাথে আল্লাহর জন্য জামাআতে ছালাত আদায় করে, তার জন্য দুটি মুক্তি বরাদ্দ করা হয়। তা হলো জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও মুনাফিক্বী থেকে মুক্তি' (তিরমিযী, হা/২৪১; সিলসিলা ছহীহা, হা/১৯৭৯)।

প্রশ্ন (১৫) : নকশা করা চট বা কার্পেটে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-সানাউল্লাহ
ময়মনসিংহ।

উত্তর : মুছল্লীর সামনে নকশা করা চট, কার্পেট কিংবা চাদর জাতীয় এমন কিছু থাকা উচিত নয়, যা ছালাত থেকে মনকে উদাসীন করে দেয় এবং ছালাত আদায়ে একাগ্রতা নষ্ট হয়। তবে এ ধরনের কাপড়ে কোনো প্রাণীর ছবি না থাকলে তাতে ছালাত আদায় করলে, ছালাত ছহীহ হবে। তবে নেকী কম হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নকশাদার কাপড়ে ছালাত আদায় করার পর মনকে উদাসীন করার কারণে সেই কাপড়

পরিবর্তনের আদেশ দিয়েছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৩৭৩; ছহীহ মুসলিম, হা/৫৫)। কিন্তু ছালাত পুনরায় পড়েছিলেন মর্মে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন (১৬) : প্লাস্টিকের টুপি পরে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-কামরুল হাসান
রাজশাহী।

উত্তর : ছালাতের সময় টুপি মাথায় দেওয়া জরুরী নয়। বরং এদেশের মানুষ টুপিকে ভালো পোশাক হিসাবে বিবেচনা করে করে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'হে আদম সন্তান! প্রত্যেক ছালাতের সময় সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ করো' (আল-আ'রাফ, ৭/৩১)। মাথা ঢেকে পরিপূর্ণ অবয়বে হাজির হওয়ার আল্লাহই বেশি হক্বদার। মাথা খালি রেখে ইবাদতের জায়গায় যাওয়া কিংবা পথে-ঘাটে চলাচল করা সালাফদের রীতিতে ছিল না। বরং তা বিধর্মীদের সংস্কৃতি, যা দুঃখজনকভাবে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে (তামামুল মিন্নাহ, পৃ. ১৬৪)। তাই ছালাতের সময় টুপি পরিধান করা ভালো কাজ। এক্ষেত্রে প্লাস্টিকের, সূতার, কাপড়ের সহ যেকোনো টুপি পরতে পারে।

প্রশ্ন (১৭) : আমি একজন সেনাসদস্য। যখন আমাদের ট্রেনিং চলে তখন মাইলের পর মাইল পথ হাঁটতে হয়। আমার প্রশ্ন, ঐরকম পরিস্থিতিতে হাঁটা অবস্থায় যদি আমি ছালাত আদায় করি, তাহলে রুকূ সিজদা করব কীভাবে?

-মো. মেসবাহুল হক
বৈদেশিক মিশন থেকে।

উত্তর : সরকারিভাবে ছালাতের সময়ের প্রতি লক্ষ রেখেই ট্রেনিংয়ের সময়সূচি নির্ধারণ করা উচিত। কেননা ছালাত নির্দিষ্ট সময়েই ফরয। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا 'নিশ্চয়ই ছালাত নির্ধারিত সময়েই আদায় করা মুমিনদের উপর ফরয' (আন-নিসা ৪/১০৩)। যুদ্ধ কিংবা জীবন-মরণ বা শারঈ ওযর ব্যতীত হাঁটতে হাঁটতে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে না। তাছাড়া ছালাতে রুকূ, সিজদা করা ছালাতের অন্যতম রুকন, যা শারঈ ওযর ব্যতীত ত্যাগ করলে সেই ছালাত বাতিল বলে গণ্য হবে। আর ট্রেনিং শারঈ কোনো ওযর নয়। সুতরাং ওয়াক্তের মধ্যেই সঠিকভাবে ছালাত আদায় করার চেষ্টা করতে হবে। তবে একান্ত সম্ভব না হলে যোহর-আছরকে একত্রে এবং মাগরিব-এশাকে একত্রে জমা করে আদায় করতে পারে। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উম্মতের উপর হালকা করার জন্য বৃষ্টি কিংবা ভয় ছাড়াই যোহর-আছর ও মাগরিব-এশাকে একত্রে আদায় করেছেন (তিরমিযী, হা/১৮৭)।

প্রশ্ন (১৮) : ছালাতে ভুল হয়েছে মনে করে ইমাম সাহেব সাহু সিজদা দিয়ে সালাম ফিরালেন। সালাম ফিরানোর পরে মুক্তাদীগণ বললেন, ছালাত এক রাকআত কম হয়েছে। এখন করণীয় কী?

-শাহিনুর রহমান
চট্টগ্রাম।

উত্তর : এমতাবস্থায় উক্ত রাকআত আদায় করে নিবে এবং সাহু সিজদা দিবে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদা মাগরিবের দুই রাকআত ছালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন। ছাহাবীগণ বললেন, ছালাত কম হয়েছে। তখন তিনি রাকআত পূর্ণ করলেন এবং সাহু সিজদা দিয়ে সালাম ফিরালেন (ছহীহ বুখারী, হা/৮২৯)।

প্রশ্ন (১৯) : তাহাজ্জুদের ছালাত মাঝে মধ্যে ছেড়ে দিলে কোনো পাপ হবে কি?

-আসাদুজ্জামান
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হলো তাহাজ্জুদ ছালাত। তাই যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করে তার উচিত হলো তা নিয়মিতভাবে আদায় করা। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, يَا عَبْدَ اللهِ، لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ 'হে আব্দুল্লাহ! তুমি অমুকের মতো হয়ো না, সে তাহাজ্জুদ পড়ত, পরে তাহাজ্জুদ পড়া ছেড়ে দিয়েছে' (ছহীহ বুখারী, হা/১০৮৫)। তাছাড়া যেকোনো নেক আমল তা যত কমই হোক নিয়মিত করাই আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় (ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৬৪)। তবে যেহেতু এটি নফল ছালাত, তাই মাঝে মধ্যে ছেড়ে দিলে কোনো পাপ হবে না।

প্রশ্ন (২০) : জনৈক ব্যক্তি পূর্বে ছালাত আদায় করত না, এমনকি বিভিন্ন ধরনের নেশার সাথে যুক্ত ছিল। শেষ

জীবনে মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকে সে ছালাত আদায় করে ও তওবা করে। এতে কি তার পূর্বের গুনাহগুলো মাফ হবে?

-তোফাজ্জল হোসেন
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : ছালাত পরিত্যাগ ও নেশাদার দ্রব্য গ্রহণ উভয়টি মহাপাপ। কিন্তু বিশুদ্ধ অন্তরে তওবা করলে আল্লাহ অতীতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ বলেন, 'হে নবী! আপনি বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর অবিচার করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দিবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' (আয-যুমার, ৩৯/৫৩)। নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'গুনাহ থেকে তওবাকারী নিষ্পাপ ব্যক্তিতুল্য' (ইবনু মাজাহ, হা/৪২৫০)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, 'তওবা পূর্বের সবকিছু মিটিয়ে দেয় এবং ইসলাম গ্রহণ তার পূর্বের সবকিছু মিটিয়ে দেয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/১২১)। এমনকি তওবা করলে আল্লাহ পিছনের পাপগুলোকে নেকী দ্বারা পরিবর্তন করে দেন। আল্লাহ বলেন, 'কিন্তু যারা তওবা করবে ও ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে, আল্লাহ তাদের অন্যায়গুলো নেকী দিয়ে পরিবর্তন করে দিবেন' (আল ফুরক্বান, ২৫/৭০)।

ইবাদত (যাকাত)

প্রশ্ন (২১) : শস্য উৎপাদনের ব্যয় বাদ দিয়ে উশর ফরয নাকি উৎপাদন ব্যয়সহ উশর ফরয?

-আবূ যার
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তর : উৎপাদিত ফসলের খরচ বাদ দিয়ে নয়, বরং সমুদয় উৎপাদিত ফসলের মধ্য থেকে উশর দিতে হবে। নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ফসল বৃষ্টি বা ঝর্ণার পানিতে সিক্ত ভূমিতে উৎপাদিত হয় কিংবা স্বাভাবিক আর্দ্রতার কারণে বিনা সেচে উৎপাদিত হয়, তাতে দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত (উশর) আবশ্যক হয়। আর সেচ দ্বারা উৎপাদিত হলের বিশ ভাগের একভাগ যাকাত (উশর) আবশ্যক হয়' (ছহীহ বুখারী, হা/১৪৮৩)। এখানে সেচ দিতে গেলে উৎপাদন খরচ হয়। কিন্তু রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম উৎপাদন খরচ বাদ দিতে বলেননি। বরং উশরের পরিমাণে কম-বেশি করেছেন। তা হলো বিনা খরচে হলে দশ ভাগের এক ভাগ (১/১০), আর খরচ করে হলে বিশ ভাগের এক ভাগ (১/২০) যাকাত দিতে হবে। সুতরাং ফসল উৎপাদনের ব্যয়সহ পুরো ফসলেরই যাকাত (উশর) দিতে হবে।

প্রশ্ন (২২) : আমার স্ত্রীর এক ভরি স্বর্ণালংকার আছে। এখন কি এই স্বর্ণের যাকাত আদায় করতে হবে? অনেকেই বলছে, যেহেতু রূপার নিছাব বর্তমান এক ভরি স্বর্ণের মূল্যের চাইতে কম অর্থাৎ এক ভরি স্বর্ণের দাম রূপার নিছাবকে অতিক্রম করেছে, তাই তাতে যাকাত ফরয।

-মোঃ শফিকুল ইসলাম
মহাখালী, ঢাকা -১২১২।

উত্তর : না, এই পরিমাণ স্বর্ণের যাকাত দিতে হবে না। কেননা যাকাতের ক্ষেত্রে স্বর্ণের নিছাব হবে স্বর্ণের সাথেই, আর রূপার নিছাব হবে রূপার সাথেই। নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমার কাছে ২০০ দিরহাম (সাড়ে ৫২ তোলা/ভরি) থাকলে এবং তা পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে পাঁচ দিরহাম যাকাত হিসেবে দিবে। স্বর্ণের ক্ষেত্রে ২০ দীনার (সাড়ে সাত ভরি) এর কমে যাকাত নেই। বিশ দীনারে পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে অর্ধ দীনার যাকাত দিতে হবে (আবূ দাঊদ, হা/১৫৭৩)। তাই স্বর্ণ সাড়ে সাত ভরি না হওয়া পর্যন্ত তাতে যাকাত ফরয হয় না।

প্রশ্ন (২৩) : অমুসলিমদেরকে কি যাকাত দেওয়া যায়?

-সিয়াম
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর : স্বাভাবিকভাবে অমুসলিমদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে না। তবে কোনো অমুসলিমকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য হলে তাকে যাকাত থেকে দেওয়া যাবে (আত-তাওবা, ৯/৬০)। আয়াতে উল্লেখিত وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য।

পারিবারিক বিধি-বিধান (বিবাহ-তালাক)

প্রশ্ন (২৪) : আপন বোনের শাশুড়িকে বিয়ে করা যাবে কি?

-নাসিরুদ্দীন
মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : সূরা আন-নিসার ২২ নম্বর আয়াতে যেসব মহিলাকে বিবাহ করা হারাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে বোনের শাশুড়ি তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই বোনের শাশুড়িকে বিবাহ করাতে শারঈ কোনো বাধা নেই।

প্রশ্ন (২৫) : মেয়ে যাকে বিয়ে করতে রাজি নয়, তার সাথে পিতা জোরপূর্বক বিয়ে দিতে পারে কি?

-জহুরুল ইসলাম
ঢাকা।

উত্তর : মেয়ে রাজি না থাকলে কারো সাথে জোর করে বিয়ে দেওয়া শরীআতসম্মত নয়। কেননা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘অকুমারীর অনুমতি না নিয়ে এবং কুমারীর সম্মতি না নিয়ে তাদের বিবাহ দেওয়া যাবে না। আর কুমারীর সম্মতি হলো তার চুপ থাকা’ (ছহীহ বুখারী, হা/৫১৩৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪১৯)।

প্রশ্ন (২৬) : কিছুদিন আগে এক ছেলের সাথে আমার বোনের বিয়ে ঠিক হয় এবং তারা আমার বোনকে আংটি পরিয়ে যায়। এখন কি তারা পরস্পরে মোবাইলে কথা বলতে পারবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : যতক্ষণ পর্যন্ত বিবাহের আকদ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা স্বামী-স্ত্রী নয়। অতএব বিবাহ পড়ানোর পূর্ব পর্যন্ত মোবাইলে বা সরাসরি কথাবার্তা বলা, দেখা-সাক্ষাৎ করা কিংবা কোনো কিছু আদান-প্রদান করা সম্পূর্ণরূপে হারাম এবং তা যেনার শামিল। এগুলো পাশ্চাত্য সংস্কৃতির নোংরা রীতি মাত্র। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘মাহরাম পুরুষ সাথে না রেখে কোনো পুরুষ যেন কোনো নারীর সাথে নির্জনে একত্রিত না হয়’ (ছহীহ বুখারী, হা/৫২৩৩)। উক্ববা ইবনু আমের রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা নারীদের নিকট যাওয়া থেকে সাবধান থাক’। একজন ছাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! দেবর সম্পর্কে কী বলছেন? রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘দেবর মরণ সমতুল্য’ (ছহীহ বুখারী, হা/৫২৩২; মিশকাত, হা/৩১০২)। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, ‘একজন স্ত্রীলোকের সাথে একজন পুরুষ নির্জনে থাকলে তাদের মধ্যে তৃতীয়জন থাকে শয়তান’ (তিরমিযী, হা/১১৭১)। তাই বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া মেয়ের সাথে মাহরাম পুরুষ দেখা-সাক্ষাৎ করা বা কথা বলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন (২৭) : সমাজের অনেককে দেখা যায় যে, তারা তাদের প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েকে বিবাহ দিতে চান না, বরং আরো কিছুদিন পরে ভালো পরিবারে বিবাহ দিবেন বলে আশা প্রকাশ করেন। এমন চিন্তা-ভাবনা কি ইসলাম সম্মত?

-মিজানুর রহমান
রংপুর।

উত্তর : প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েকে বিবাহ না দিয়ে আটকে রাখা ইসলামসম্মত নয়। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা যার দ্বীনদারিতা ও নৈতিক চরিত্রে সন্তুষ্ট, এমন কেউ তোমাদের নিকট বিবাহের প্রস্তাব দিলে তোমরা তার সাথে (তোমাদের মেয়ের) বিবাহ দিয়ে দাও। অন্যথায় পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়বে’। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তার মাঝে কিছু থাকলেও কি? (অর্থাৎ সে যদি অভাবগ্রস্থ ও দরিদ্র হয়?) তিনি বললেন, ‘তোমরা যার দ্বীনদারিতা ও নৈতিক চরিত্রে সন্তুষ্ট, এমন কেউ তোমাদের নিকট বিবাহের প্রস্তাব দিলে তোমরা তার সাথে (তোমাদের মেয়ের) বিবাহ দিয়ে দাও’। রাবী বলেন, এ কথা তিনি তিনবার বললেন’ (তিরমিযী, হা/১০৮৪-১০৮৫; ইবনু মাজাহ, হা/১৯৬৭; সিলসিলা ছহীহাহ, হা/১০২২)। সুতরাং মেয়ে প্রাপ্তবয়স্কা হলে, ভালো দ্বীনদার ছেলে দেখে বিবাহ দিয়ে দিতে হবে। অনুরূপ কথা প্রাপ্তবয়স্ক ছেলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

প্রশ্ন (২৮) : একজন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে মোবাইলে মেসেজ লিখে তালাক দিয়েছে। সে কলে কথা বলতে গিয়ে বা ভয়েস রেকর্ডে তালাক দিয়েছে এমন নয়, বরং মেসেজ লিখে তালাক দিয়েছে, এতে কি তালাক হিসেবে গণ্য হবে? আর এখানেও যদি তিন তালাক উল্লেখ করে তাহলে তার বিধান কী? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-আব্দুল মালেক বিন ইদ্রিস
চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদর।

উত্তর : মুখের কথার চেয়ে লিখিত কথা আরো বেশি শক্তিশালী দলীল। একারণে আল্লাহ দেনা-পাওনার কথা লিখে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন (আল-বাক্বারা, ২/২৮২)। তাই মেসেজের মাধ্যমে তালাক দিলেও তালাক হয়ে যাবে। তবে মেসেজে একসাথে তিন তালাক উল্লেখ করলে সেটা এক তালাক গণ্য হবে। কেননা একই বৈঠকে তিন তালাক কার্যকর হয় না। বরং স্ত্রীর প্রত্যেক পবিত্রতায় একটি করে তালাক দিতে হয় (আল-বাকারা, ২/২২৯)।

প্রশ্ন (২৯) : কোনো মহিলা তার স্বামীর থেকে খোলা করে নিলে তাকে কতদিন ইদ্দত পালন করতে হবে?

-আয়েশা আক্তার
কুমিল্লা।

উত্তর : কোনো মহিলা তার স্বামীর থেকে খোলা করে নিলে তাকে এক ঋতু (এক মাস) ইদ্দত পালন করতে হবে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ছাবিত ইবনু কায়স রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর স্ত্রী তার স্বামীর নিকট হতে খোলা করে নেয়। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে এক ঋতু সময় ইদ্দত পালনের নির্দেশ দেন (তিরমিযী, হা/১১৮৫)।

পারিবারিক বিধি-বিধান (মীরাছ)

প্রশ্ন (৩০) : ইসলামী শরীআতে ওয়ারিছ হওয়ার কারণ কী কী?

-আব্দুস সামাদ
রাজশাহী।

উত্তর : ইসলামী শরীআতে ওয়ারিছ হওয়ার কয়েকটি কারণ রয়েছে। যেমন- ১. বংশগত কারণ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যারা আত্মীয় তারা পরস্পর অধিকতর নিকটবর্তী' (আল-আহযাব, ৩৩/৬)। ২. ওয়ালা তথা দাসমুক্ত করার কারণে। ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ওয়ালার সম্পর্ক বংশগত সম্পর্কের মতোই। সেটাকে বিক্রি করাও যায় না, আবার দান করাও যায় না' (ইবনু হিব্বান, হা/৪৯৫০; হাকিম, ৪/২৯২-২৯৩)। ৩. বৈবাহিক কারণ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক তোমাদের জন্য রয়েছে' (আন-নিসা, ৪/১২)।

প্রশ্ন (৩১) : ওয়ারিশ হিসেবে স্ত্রীর সম্পত্তির কত অংশ স্বামী পাবে?

-আনোয়ার হোসেন
কাশিমপুর, গাজীপুর।

উত্তর : স্ত্রীর যদি কোনো সন্তান থাকে, তাহলে তার পরিত্যক্ত সম্পদের চার ভাগের একভাগ স্বামী পাবে। আর যদি স্ত্রীর কোনো সন্তান না থাকে, তাহলে স্ত্রীর সম্পদের অর্ধেক স্বামী পাবে (আন-নিসা, ৪/১২)।

শিরক-বিদআত ও কুসংস্কার

প্রশ্ন (৩২) : সন্ধ্যার পরে বাহিরে কাপড় থাকলে কোনো ক্ষতি হয় কি?

-আব্বীমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : এগুলো প্রচলিত কুসংস্কারমাত্র। এসব বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট লোকেরা অশুভ সম্পর্কে আলোচনা করছিল। তখন তিনি বললেন, 'কোনো কিছুর মধ্যে যদি অশুভ থাকে তবে তা হলো বাড়ি, স্ত্রী ও ঘোড়া' (ছহীহ বুখারী, হা/৫০৯৪)। অর্থাৎ বাড়ির প্রতিবেশী খারাপ, অবাধ্য স্ত্রী ও অবাধ্য ঘোড়া। এর বাইরে কোনো কিছুতে অশুভ আছে বলে বিশ্বাস করা যাবে না।

পোশাক-প্রসাধনী

প্রশ্ন (৩৩) : নির্জনে থাকাবস্থায়ও কি লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা আবশ্যক?

-সোহেল রানা
বগুড়া।

উত্তর : হ্যাঁ, নির্জনে থাকলেও লজ্জাস্থান ঢেকে রাখতে হবে। বাহয ইবনু হাকীম রাহিমাহুল্লাহ তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার দাদা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমাদের ঢেকে রাখার অঙ্গসমূহ কার সামনে আবৃত রাখব এবং কার সামনে অনাবৃত করব? তিনি বললেন, 'তোমার স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত সকলের সামনে তা আবৃত রাখো'। তারপর তিনি বলেন, আমি বললাম, যখন মানুষেরা পরস্পরের মাঝে থাকে তখন? তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যতদূর সম্ভব কেউ যেন অন্যের গোপনাঙ্গের দিকে না তাকায়'। তিনি রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমাদের কেউ যখন নির্জনে থাকে? তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'লজ্জার ব্যাপারে আল্লাহ মানুষের চেয়ে অধিক হক্বদার' (আবূ দাঊদ, হা/৪০১৭; তিরমিযী, হা/২৭৬৯)।

প্রশ্ন (৩৪) : আজকাল অনেক মহিলারা পুরুষদের জন্য তৈরি করা গেঞ্জি, শার্ট পরে থাকে। আমার প্রশ্ন হলো, মহিলাদের জন্য এধরনের পোশাক পরিধান করা কি জায়েয?

-শামীম রেজা
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : পুরুষ-নারীর একে-অপরের জন্য তৈরিকৃত পোশাক পরিধান করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। যারা তা করে, আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐসব

পুরুষদেরকে লা'নত করেছেন যারা নারীর বেশ ধারণ করে এবং ঐসব নারীদেরকেও লা'নত করেছেন যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে (ছহীহ বুখারী, হা/৫৮৮৫)। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই পুরুষের ওপর অভিশাপ করেছেন যে মহিলার পোশাক পরিধান করে এবং সে মহিলার উপর অভিশাপ করেছেন যে পুরুষের পোশাক পরিধান করে (আবূ দাঊদ, হা/৪০৯৮; মিশকাত, হা/৪৪৬৯)। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজড়ার বেশ ধারণকারী পুরুষের উপর অভিশাপ করেছেন এবং পুরুষের বেশ ধারণকারী নারীর উপর অভিশাপ করেছেন (ছহীহ বুখারী, হা/৬৮৩৪; মিশকাত, হা/৪৪২৮)। ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে যাবে না- ১. পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, ২. বাড়িতে বেহায়াপনার সুযোগ প্রদানকারী, ৩. পুরুষের বেশ ধারণকারী নারী' (নাসাঈ, হা/২৫৬২; ছহীহ তারগীব, হা/২০৭০)। সুতরাং মহিলাদেরকে এধরনের পোশাক পরিধান করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (৩৫) : কোনো রোগের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে পুরুষের জন্য রেশমী কাপড় পরিধান করা কি বৈধ হবে?

-নাজমুল হক
বরিশাল।

উত্তর : রেশমী কাপড় পরিধান করা পুরুষের জন্য হারাম (ছহীহ বুখারী, হা/৫৮৩৭)। তবে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে বৈধ হবে। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবায়ের ও আব্দুর রহমান রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-কে তাদের চর্মরোগের কারণে রেশমী কাপড় পরিধান করার অনুমতি প্রদান করেছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৫৮৩৯; ছহীহ মুসলিম, হা/২০৭৬)।

প্রশ্ন (৩৬) : মুশরিক পিতামাতার ও মাহরাম আত্মীয়দের সাথে কি পর্দা করতে হবে?

-মুহাম্মদ শাহরিয়ার খান
আগারগাঁও, ঢাকা -১২০৭।

উত্তর : কোনো মহিলার মাহরাম পুরুষরা মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক তাদের সামনে তাকে পর্দা করতে হবে না। বরং সে তাদের সামনে স্বাভাবিক পোশাকে থাকতে পারবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, নারীরা, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপনাঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে' (আন-নূর, ২৪/৩১)। এখানে পিতা বা অন্যান্য মাহরামকে মুসলিম হতে হবে মর্মে কোনো শর্ত করা হয়নি। তাছাড়া আবূ সুফিয়ান অমুসলিম থাকাবস্থায় তার মেয়ে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী উম্মু হাবীবা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর ঘরে প্রবেশ করেন। কিন্তু তার থেকে তিনি পর্দা করেছেন মর্মে কোনো প্রমাণ নেই। তাই মাহরাম পুরুষ মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক, তাদের সামনে মহিলাকে পর্দা করতে হবে না।

ব্যবসা-বাণিজ্য

প্রশ্ন (৩৭) : আমাদের সমাজে অনেক সময় দেখা যায় যে, কোনো পুকুরের মালিক বলেন যে, এই পুকুরে যত মাছ আছে, তা আমি এত টাকাতে বিক্রি করলাম। এই চুক্তিতে অনেকে পুকুরের মাছ ক্রয় করে। এমন বেচাকেনা কি বৈধ?

-ইছহাক আলী
রাজশাহী।

উত্তর : অজ্ঞতা ও ধোঁকাপূর্ণ সকল ক্রয়-বিক্রয় এই উজ্জ্বল শরীআতে সুস্পষ্ট হারাম। অতএব প্রশ্নোল্লিখিত বেচাকেনা বৈধ নয়। কেননা এতে ধোঁকা ও প্রতারণার সম্ভাবনা রয়েছে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাথরের টুকরা নিক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় ও ধোঁকাপূর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন (ছহীহ মুসলিম, হা/১৫১৩)। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গর্ভবতী উটের গর্ভস্থ বাচ্চা ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন (ছহীহ মুসলিম, হা/১৫১৩)। কেননা গর্ভস্থ বাচ্চাটি নর হবে নাকি মাদী হবে, তা অজানা। আবার মাদী হলে তার বাচ্চা বাঁচবে নাকি মারা যাবে, সেটাও অজানা। তাই এমন অজ্ঞতাপূর্ণ ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ। সুতরাং অনুমান করে পুকুর বিক্রয় করা যাবে না। বরং পুকুরের মাছ ধরে ওযন করে বিক্রি করতে হবে।

প্রশ্ন (৩৮) : আমাদের এলাকাতে অনেক ব্র্যাকে কর্মরত ব্যক্তিরা আছে। অনেক সময় তারা এলাকার দোকান থেকে কলম, খাতাসহ আরো অন্যান্য কিছু ক্রয় করে সেই ব্র্যাকের কাজে ব্যবহার করে। আমি নিশ্চিতভাবে জানার পরেও যদি তাদের কাছে এগুলো বিক্রি করি, তাহলে কি আমার কাজটা বৈধ হবে?

-মনিরুল ইসলাম
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, সেই ব্যক্তি এগুলো নিয়ে গিয়ে তার সূদী কাজে ব্যবহার করবে, তাহলে তার নিকটে এগুলো বিক্রি করা যাবে না। কেননা এর মাধ্যমে অন্যায়কে সহযোগিতা করা হবে, যা আল্লাহ নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো। পাপ ও সীমালংঘনের কাজের পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' (আল-মায়েদা, ৫/২)। তবে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য বিক্রি করা যাবে।

সূদ

প্রশ্ন (৩৯) : বর্তমানে বিশ্বব্যাপী সূদের ব্যাপক বিস্তার। ইসলামী শরীআতে সূদের ভয়াবহতা সম্পর্কে জানতে চাই।

-ফরহাদ রেজা
নওগাঁ।

উত্তর : সূদ একটি ধ্বংসাত্মক পাপ, যা ইহকালে মানুষের সম্পদ ধ্বংস করে দিবে। আর পরকালে মানুষকে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত করবে। সূদ খেলে মানুষ নিঃস্ব হবেই। আল্লাহ তাআলা বলেন, يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ 'আল্লাহ সূদকে সঙ্কুচিত করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোনো অবিশ্বাসী পাপীকে পছন্দ করেন না' (আল-বাকারা, ২/২৭৬)। ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয়ই সূদ এমন বস্তু যার পরিণাম হচ্ছে সঙ্কুচিত হওয়া যদিও তা বৃদ্ধি মনে হয়' (মুসনাদে আহমাদ, হা/৩৭৫৪; মিশকাত, হা/২৮২৭)। আব্দুল্লাহ ইবনু হানযালা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তি জেনেশুনে এক দিরহাম বা একটি মুদ্রা সূদ গ্রহণ করলে ছত্রিশ বার যেনা করার চেয়ে কঠিন হবে' (মুসনাদে আহমাদ, হা/২২০০৭; মিশকাত, হা/২৮২৫)। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সূদের পাপের ৭০টি স্তর রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ হচ্ছে মাতাকে বিবাহ করা' (ইবনু মাজাহ, হা/২২৭৪; মিশকাত, হা/২৮২৬, হাদীছ ছহীহ)। জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূদ গ্রহণকারী, প্রদানকারী ও সূদের দুই সাক্ষীর প্রতি অভিশাপ করেছেন। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'অভিশাপে তারা সবাই সমান' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৮; মিশকাত, হা/২৮০৭)।

প্রশ্ন (৪০) : জমি বন্ধকী চুক্তিনামা লিখে দিয়ে টাকা উপার্জন করা যাবে কি?

-শুভ
বগুড়া

উত্তর : ঋণ দেওয়ার সময় ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে কোনো কিছু বন্ধক রাখা বৈধ (আল-বাকারা, ২/২৮৩)। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ইয়াহূদীর নিকট থেকে কিছু খাবার ক্রয় করেছিলেন এবং তার নিকট বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/২০৬৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬০৩)। তবে বন্ধকগ্রহীতা সেই বন্ধক রাখা জিনিস থেকে উপকৃত হতে পারবে না। কেননা كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا 'যে কর্য লাভ টেনে আনে সেটা সূদ' (বায়হাক্বী, ৫/৩৫০; বুলূগুল মারাম, হা/৮৬১; নায়লুল আওত্বার, ৫/৩৫১)। তবে যদি তা হেফাযত করতে কোনো খরচ করতে হয়, তাহলে খরচের সমপরিমাণ সেখানে থেকে ভোগ করতে পারবে। কিন্তু আমাদের দেশে জমি বন্ধক রাখার প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে- 'টাকা প্রদানকারী ততদিন সেই জমি ভোগ দখল করবে যতদিন জমির মালিক টাকা ফেরত না দিবে।' এমন পদ্ধতি কুরআন ও সুন্নাহতে পাওয়া যায় না। বরং এটি সূদী লেনদেনের একটি কূট-কৌশল, যা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। যেহেতু এমন বন্ধক রাখা হারাম, তাই এই বন্ধকনামা লিখে দিয়ে টাকা উপার্জন করাও হারাম। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো। পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' (আল-মায়েদা, ৫/২)।

প্রশ্ন (৪১) : বর্তমানে অনেকেই ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে বাড়ি তৈরি করে সেই বাড়ি ভাড়া দেয়। আমার প্রশ্ন হলো, এমন বাড়ি ভাড়া নেওয়াতে শারঈ কোনো বাধা আছে কি?

-মশিউর রহমান
তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : ব্যাংক থেকে লোন নেওয়া হারাম। কেননা সেটা সূদের সাথে সম্পৃক্ত। আর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূদদাতা, গ্রহীতা, লেখক ও সাক্ষী সকলের ওপরই লা'নত করেছেন (ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৮)। এই বর্ণনা প্রমাণ করে যে, সরাসরি সূদ দেওয়া, নেওয়া, সাক্ষী থাকা ও সূদ লেখা এগুলো কাজ করা যাবে না। কিন্তু সেই বাড়ি ভাড়া নেওয়াতে শারঈ কোনো বাধা নেই। বাড়ির মালিকের ওপর সেই সূদের পাপ বর্তাবে, যেই ভাড়া নিবে তার ওপর নয়।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (৪২) : বিভিন্ন ধরনের বিষ দিয়ে কি পোকামাকড়, মাছি ও তেলাপোকা মারা যাবে?

-আহমাদুল্লাহ
নাটোর।

উত্তর : ক্ষতিকর প্রাণীকে হত্যা করাতে শরীআতে কোনো বাধা নেই। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'চারটি প্রাণী আছে, এরা সবগুলোই দুষ্ট-ক্ষতিকর। এদের হালাল কিংবা হারাম সীমানা সর্বত্রই হত্যা করা হবে। এগুলো হলো- চিল, কাক, ইঁদুর ও হিংস্র কুকুর' (ছহীহ বুখারী, হা/১৮২৮)। যেহেতু প্রশ্নোল্লিখিত প্রাণীগুলো ক্ষতিকর, তাই সেগুলোকে যেকোনো মাধ্যমে হত্যা করাতে শারঈ কোনো সমস্যা নেই। অবশ্য আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা থেকে বিরত থাকা উচিত (আবূ দাঊদ, হা/২৬৭৩)।

প্রশ্ন (৪৩) : আমার এক বন্ধু অনলাইনে হারাম কাজ করে অর্থ উপার্জন করে। কিন্তু তার কোনো ব্যাংকের একাউন্ট না থাকায় সে আমার ব্যাংকের একাউন্ট ব্যবহার করে টাকা উত্তোলন করে। তাকে কি এই কাজে সহযোগিতা করা ঠিক হবে?

-মেহেদী হাসান
রাজশাহী।

উত্তর : না, এমন কাজে তাকে সহযোগিতা করা যাবে না। কেননা এর মাধ্যমে অন্যায়কে সহযোগিতা করা হবে। আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো, পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' (আল-মায়েদা, ৫/২)।

প্রশ্ন (৪৪) : এখন অনেক দোকানে শিশুদের অনেক খেলনা বিক্রি করতে দেখা যায়, যেই খেলানগুলোর বেশিরভাগই হলো প্রাণীর মূর্তি। আমার প্রশ্ন হলো, এই ধরনের খেলা বিক্রি করা কি জায়েয?

-এমদাদুল হক
নাটোর।

উত্তর : রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব বিষয়কে খুব শক্তভাবে দেখেছেন এবং পরিণামে জাহান্নাম ঘোষণা করেছেন, তার অন্যতম হলো ছবি-মূর্তি, পুতুল ও ভাস্কর্য। কেননা এর সাথে শিরক জড়িত এবং এর মাধ্যমেই মানব সমাজে শিরকের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি 'আল্লাহর নিকট ছবি মূর্তি অঙ্কনকারীর সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে' (বুখারী, হা/৫৯৫০)। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি মাত্র একটি ছবি-মূর্তিও তৈরি করবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং তাতে আত্মা দান করতে বাধ্য করা হবে। কিন্তু তার পক্ষে কখনোই তা সম্ভব হবে না' (ছহীহ বুখারী, হা/৭০৪২)। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছবিপূর্ণ কোনোকিছু তাঁর বাড়িতে দেখলে তা ছিঁড়ে বা ভেঙ্গে ফেলতেন' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৫২)। আবূ ত্বলহা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে সে ঘরে (রহমত ও বরকতের) ফেরেশতা প্রবেশ করে না' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৪৯)। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসলেন, এমতাবস্থায় আমি আমার আঙ্গিনার সম্মুখভাগে একটি পাতলা কাপড় দ্বারা পর্দা করেছিলাম, যাতে অনেক ছবি ছিল। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এতে পাখাবিশিষ্ট ঘোড়ার ছবি ছিল। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এটা দেখলেন, তখন সেটা ছিঁড়ে ফেললেন এবং তার চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল... (ছহীহ বুখারী, হা/৫১৮১)। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন সিরিয়াতে আসলেন, তার জন্য এক খ্রিষ্টান লোক খাদ্য তৈরি করল। সে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বলল, আমি পছন্দ করি আপনি আমার বাড়িতে আসবেন এবং আপনি ও আপনার সাথীরা আমাকে সম্মানিত করবেন। এ লোক ছিল সিরিয়ার সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের একজন। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, আমরা তোমাদের গীর্জায় ছবি থাকার কারণে প্রবেশ করি না (বায়হাকী, হা/১৪৩৪১; আদাবুয যিফাফ, ১/৯২পৃ.)।

প্রশ্ন (৪৫) : ইউরোপ-আমেরিকায় জীবিকার জন্য যাওয়া যাবে কি?

-জহিরুল ইসলাম
ঢাকা।

উত্তর : জীবিকার জন্য কাফির দেশে না যাওয়াই উত্তম। কেননা কাফির দেশে অবস্থান করা মুমিনের দ্বীনের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি ঐ মুসলিম থেকে দায়মুক্ত যারা মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করে' (আবূ দাঊদ, হা/২৬৪৫)। জারীর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এমন সময় উপস্থিত হই, যখন

তিনি বায়আত গ্রহণ করছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনি আপনার হাত বাড়িয়ে দিন, যাতে আমিও আপনার নিকট বায়আত গ্রহণ করতে পারি। আর আপনি যা ইচ্ছা আমার উপর শর্ত করুন এবং এ সম্পর্কে আপনি ভালো জানেন। তিনি ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমি এই শর্তে তোমার বায়আত গ্রহণ করছি যে, তুমি এক আল্লাহর ইবাদত করবে, ছালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে, মুসলিমদের শুভাকাঙ্ক্ষী থাকবে এবং মুশরিকদের পরিত্যাগ করবে' (নাসাঈ, হা/৪১৭৭)।

প্রশ্ন (৪৬) : কোনো লোক যদি পর্দার বিধানকে জীবন্ত টেন্ট (তাঁবু) এর সাথে তুলনা করে কটাক্ষ করে তাহলে তার বিধান কী?

-শাহরিয়ার রাফি
রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী।

উত্তর : ইসলামের কোনো বিধানকে নিয়ে কটাক্ষ করা কুফরী, যা সেই ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করলে অবশ্যই তারা বলবে, আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও খেল-তামাশা করছিলাম মাত্র। বলুন, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে বিদ্রূপ করছিলে? তোমরা ওজর পেশ করো না, তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরী করেছ' (আত-তাওবা, ৯/৬৫-৬৬)। অতএব কোনো লোক পর্দার বিধান নিয়ে কটাক্ষ করলে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে। তাকে তওবা করে আবার নতুনভাবে ঈমান আনতে হবে।

প্রশ্ন (৪৭) : আজকাল আমাদের সমাজে নেতৃত্ব পাওয়ার জন্য অনেকেই তীব্র আকাঙ্ক্ষা রাখে, তারা সমাজের মানুষের কাছে নেতৃত্ব চাই। এই সম্পর্কে ইসলাম কী বলে?

-জাবেদ আলী
রংপুর।

উত্তর : নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া বা নেতৃত্বের লোভ রাখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এমনকি কেউ নেতৃত্ব চাইতে আসতে তিনি তাদেরকে তা দেননি। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'অচিরেই তোমরা নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষী হবে। অথচ কিয়ামতের দিন তা তোমাদের জন্য লাঞ্ছনার কারণ হবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৭১৪৮)। আবূ যার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম (আমাকে লক্ষ্য করে) বললেন, 'হে আবূ যার! আমি দেখছি তুমি দুর্বল। আর আমি তোমার জন্য তাই পছন্দ করি, যা আমি নিজের জন্য পছন্দ করি। কখনো তুমি দুইজনেরও আমীর হতে যেয়ো না এবং ইয়াতীমের মালের তত্ত্বাবধায়ক হতে যেয়ো না' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৮২৬)। আব্দুর রহমান ইবনু সামুরাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, 'হে আব্দুর রহমান ইবনু সামুরাহ! তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিও না। কারণ চাওয়ার পর যদি নেতৃত্ব পাও তবে এর দিকে তোমাকে সোপর্দ করে দেওয়া হবে। আর যদি না চেয়ে তা পাও তবে তোমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করা হবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৬২২; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৫২)।

প্রশ্ন (৪৮) : আমি জানতে চাই, সিগারেট খেলে ৪০ দিন ইবাদত কবুল হবে না-এর দলীল কী?

-মো. সাজ্জাদ হোসাইন
কাউখালি, পিরোজপুর।

উত্তর : বিড়ি, সিগারেট, গুল-জর্দার মূল উপাদান হলো তামাক। এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে মাদকতা আছে, এটা সর্বজনস্বীকৃত। কোনো বস্তুর মধ্যে মাদকতা থাকলে সেটা সুস্পষ্ট হারাম। জাবের রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ 'যে বস্তুর বেশি পরিমাণ নেশার সৃষ্টি করে, তার অল্প পরিমাণও হারাম' (তিরমিযী, হা/১৮৭১)। তাছাড়া রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নেশার উদ্রেককারী বস্তুকে خَمْرٌ তথা মদ নামে আখ্যায়িত করেছেন। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ 'প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই মদ। আর প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম' (ছহীহ মুসলিম, হা/২০০৩)। আর خَمْرٌ তথা মদ সম্পর্কে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا 'যে ব্যক্তি خَمْرٌ তথা মদ পান করে এবং মাতাল হয়, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার ছালাত কবুল হয় না' (ইবনু মাজাহ, হা/৩৩৭৭; তিরমিযী, হা/১৮৬২)।

মৃত্যু-কবর-জানাযা

প্রশ্ন (৪৯) : একটি মসজিদের কিবলার ওয়ালের পশ্চিমে কবরস্থান আছে। মসজিদের ক্বিবলার ওয়ালের পরেই কবরস্থানের অংশ এবং ক্বিবলার ওয়াল হইতে আনুমানিক ৫ থেকে ৭ ফিট দূরে বেশ কয়েকটি কবর আছে। কবর ও কিবলার ওয়াল এর মাঝে আলাদা ভাবে কোনো ওয়াল বা চলাচলের রাস্তা নেই, সম্পূর্ণ ফাঁকা আছে। উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় শুদ্ধ হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
নীলফামারী সদর।

উত্তর : উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে না, বরং আগে কবরস্থান ও মসজিদকে পৃথক কোনো দেয়াল দিয়ে আলাদা করতে হবে। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা কবরের দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করো না এবং কবরের ওপর বসো না' (ছহীহ মুসলিম, হা/৯৭২)। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন কবরের উপর ঘর নির্মাণ করতে কিংবা তার উপর বসতে অথবা তার উপর ছালাত আদায় করতে (মুসনাদে আবী ইয়ালা, হা/১০২০; তাহযীরুস সাজিদ, পৃ. ২৯, সনদ ছহীহ, হায়ছামী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা কবরের দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করো না কিংবা কবরের উপর ছালাত আদায় করো না' (ত্ববারানী, আল মু'জামুল কাবীর, হা/১২০৫১; তাহযীরুস সাজিদ, পৃ. ২৯)।

প্রশ্ন (৫০) : রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর জানাযা কে পড়িয়েছিলেন?

-কাওছার আলী
ঢাকা।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর জানাযার ছালাত নির্ধারিত কোনো ইমামের মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়নি। ছাহাবায়ে কেরাম দশজন দশজন করে পালাক্রমে তাঁর জানাযা পড়েছেন। ইমাম ছাড়াই প্রথমে তাঁর পরিবার, অতঃপর ক্রমান্বয়ে মুহাজির, আনছার অতঃপর অন্যান্য পুরুষ, মহিলা ও শিশুগণ জানাযার ছালাত আদায় করেন (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪৭১, 'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কাফন দাফন' অনুচ্ছেদ)।

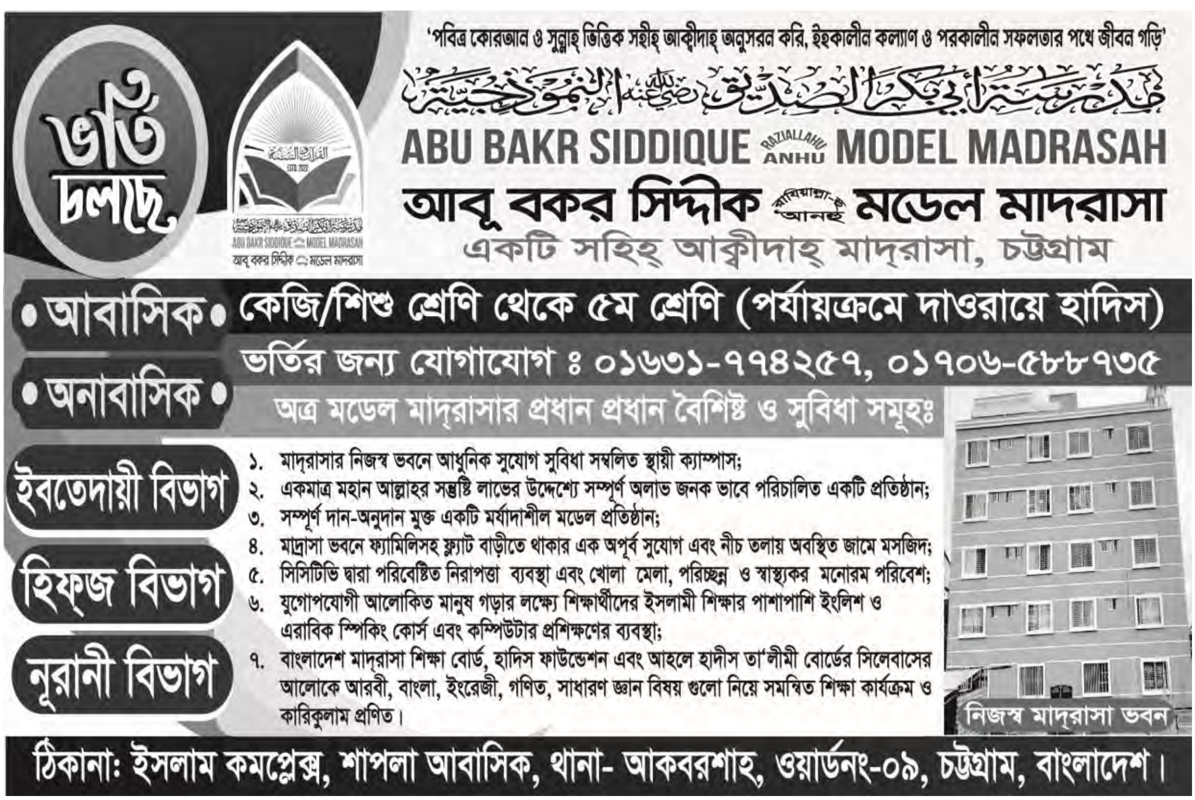

MADRASAH TARBIATUL BANAAT
মাদরাসা তারবিয়াতুল বানাত
আদর্শ মুসলিম নারী গড়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত মহিলা মাদরাসা

আবাসিক
অনাবাসিক

বিভাগ/শ্রেণি/কোর্সসমূহ
- ইসলামী শিক্ষা বিভাগ
- তাহফীযুল কুরআন বিভাগ
- বিশেষ কোর্স
  ক) আরবী বিভাগ খ) জেনারেল বিভাগ

ভর্তি চলছে

প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক
শাইখ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন সালাফী

৭৯/০২/জি, বিবির বাগিচা ০৩ নং গেইট, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪
০১৭১৩ ৮৬ ৩৪ ৯০, ০১৬১৩ ৮৬ ৩৪ ৯০

MADRASAH DARUS SALAM
মাদরাসা দারুস সালাম
কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে আদর্শ মুসলিম নর-নারী গড়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত

আবাসিক ▪ অনাবাসিক ▪ ডে-কেয়ার

ভর্তি চলছে

সাফল্যের ২য় বর্ষে

আমাদের আয়োজন
- কুরআন ও সহীহ হাদীস ভিত্তিক ইসলামী শিক্ষার পাশা পাশি বাস্তব জীবনের বিশুদ্ধ আমলের প্রশিক্ষণ।
- তাহফীযুল কুরআনিল কারীমসহ সমন্বিত ইসলামী ও জেনারেল শিক্ষার সু-ব্যবস্থা।
- আরবী ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্বারোপ।
- সার্বক্ষনিক আবাসিক শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা।
- সেমিস্টার ভিত্তিক পাঠদানের ব্যবস্থা।
- মাসিক পরিক্ষার ব্যবস্থা।
- নিজস্ব জমিতে স্থায়ী ক্যাম্পাসে সবুজ-শ্যামল খোলামেলা, পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর মনোরম পরিবেশ।
- অনাবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা।
- সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে সার্বক্ষনিক পর্যবেক্ষন।
- আধুনিক ফিঙ্গার প্রিন্ট ডিভাইস এর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করণ।

বিভাগসমূহ ▪ বালক ▪ বালিকা
- হিফযুল কুরআন বিভাগ
- ইসলামী শিক্ষা বিভাগ (শিশু - ৮ম শ্রেণি)
- আরবী ভাষা শিক্ষা বিভাগ

যোগাযোগ: ঠিকানাঃ কোঁয়ার, লাকসাম, কুমিল্লা।
০১৩৩০ ০০ ৯০ ৯১ -৯৯

প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান : আবুল হাসেম বিন আবদুর রহমান
অধ্যক্ষ : শাইখ আবদুল্লাহ আল মামুন সালাফী

মাকতাবাতুস সালাফ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত

ফিকহুস সালাফ

(আহলুল হাদীছ ও সালাফী মানহাজের ফিকহ)

আল্লামা নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী রাহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ ও সম্পাদনা : আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

■ পৃষ্ঠা : ৪৪৮ ■ মূল্য : ৫০০ টাকা

উছমানী ক্বায়েদা

উছমান ইবনে আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু কুরআন গবেষণা কেন্দ্র

■ পৃষ্ঠা : ৪৮ ■ মূল্য : ৪০ টাকা

কিতাবুদ-দাওয়াহ

আদর্শ শিক্ষা

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

■ পৃষ্ঠা : ১০৪ ■ মূল্য : ১০০ টাকা

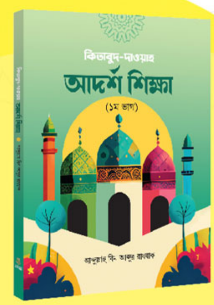

মাকতাবাতুস সালাফ

সার্বিক যোগাযোগ : মাকতাবাতুস সালাফ
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী ।
মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮৪৭

সুখবর সুখবর

KULLIYATUL QURANIL KAREEM WADDIRASATIL ISLAMIYAH

كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية

বিশুদ্ধ ধারার একটি উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান

ভিশন : দক্ষ মুখলিস আলেম গঠন।

সানাবিয়্যাহ (উচ্চ মাধ্যমিক) শিক্ষা কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য :

- মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় ও মধ্যপ্রাচ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে ডক্টরেট/ মাস্টার্স ডিগ্রিপ্রাপ্ত স্কলার দ্বারা পাঠদান।
- আলিমের সিলেবাসের সাথে সমন্বয় করে সানাবিয়্যার সিলেবাস তৈরি।
- আরবি ভাষায় পড়া, লেখা ও বলার পূর্ণ দক্ষতা অর্জন।
- মধ্যপ্রাচ্যের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উচ্চশিক্ষার জন্য সার্বিক সহযোগিতা করা।
- কওমী মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা।

ভর্তি চলছে

আবাসিক/অনাবাসিক

"মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে"

সম্পূর্ণ অ্যারাবিক মিডিয়ামে সানাবিয়্যাহ-তে (আলিম)

আলিম সাধারণ বিভাগ

শুধু বালক

প্রতিষ্ঠাতা:
ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
পি এইচ ডি, মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব

যোগাযোগ

০১৮৩৪ ১৭৭৭৬৫
০৯৬১০ ৯৯১৯৯
kulliyatulquran.com
kulliyatulquran
৯ ও ১৭, রোড: ৬/এ, সেক্টর: ৫, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

Monthly Al-Itisam الاعتصام 8th Year, 3rd Part, January 2024, Price : 30.00